উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

# উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৭,১৮৬.৮৭ (+১.৪৪)
নিফটি : ২৪,০৭২.৭৫ (-৫.৭৫)

ইসরোয় ইস্তফা ১০০ বিজ্ঞানীর ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

| | শিলিগুড়ি | জলপাইগুড়ি | কোচবিহার | আলিপুরদুয়ার |
|---|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ | ৩৩° | ৩৩° | ৩৩° | ৩২° |
| সর্বনিম্ন | ২৭° | ২৬° | ২৬° | ২৬° |

অস্তিত্ব রক্ষায় নয়া সমীকরণের খোঁজ ৭

ওয়াংচুককে বাঁচাতে কেন্দ্রকে নির্দেশ ৭

শিলিগুড়ি ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 17 July 2026 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 60

ধরাধামে মহাপ্রভু

*রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহাধুমধাম।। ওডিশার পুরী থেকে শিলিগুড়িতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রায় উপচে পড়া ভিড়। বৃহস্পতিবার। ছবি : পিটিআই ও সূত্রধর*

## হুড়োহুড়িতে শ্বাসকষ্টে মৃত ২

# পুরীতে পায়ের চাপে অসুস্থ ২০০-র বেশি

**পুরী, ১৬ জুলাই :** গত বছরের স্মৃতি উসকে ফের পুরীর রথযাত্রায় চরম বিশৃঙ্খলা হল বৃহস্পতিবার। হুড়োহুড়ির মাঝে পড়ে শ্বাসকষ্টে প্রাণ হারালেন দুই পুণ্যার্থী। পদপিষ্ট হয়ে আহতের সংখ্যা দুশোর বেশি। পুরীর বড়দণ্ডে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে কার্যত জনবিস্ফোরণ ঘটে বৃহস্পতিবার। বৃষ্টির তোয়াক্কা না করে লক্ষ লক্ষ মানুষ নন্দীঘোষ, তালধ্বজ ও দর্পদলন- এই তিন রথ দর্শনের জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন। তাতেই বিপত্তি ঘটে।

সেই ভিড়ের চাপে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ায় বছর ষাটের এক বৃদ্ধকে উদ্ধার করে পুরী জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। অন্য একটি ঘটনায় ৩৫ বছরের এক তরুণের মৃত্যু হয় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে খবর, ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে এবং ভিড় ঠেলে এগোতে গিয়ে পদপিষ্ট হওয়ায় দুশোরও বেশি পুণ্যার্থীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে।

ওডিশা পুলিশের অবশ্য দাবি, বড় মাপের পদপিষ্টের ঘটনা ঘটেনি।

*পদপিষ্ট এক আহতকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পুরীতে বৃহস্পতিবার।*

সামান্য কিছুক্ষণের জন্য আচমকা ভিড় বেড়ে যাওয়ায় 'সাময়িক চাপ' তৈরি হয়েছিল মাত্র। পরিস্থিতি সামলাতে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলাবাহিনী অসুস্থদের উদ্ধার করে স্ট্রেচারে করে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সিংহদ্বারের কাছে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিমসিম খেতে হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। সকাল থেকেই ভিড়ের চাপে অসুস্থ আরও অন্তত ৩৩ জনকে উদ্ধার করে অক্সিজেন সাপোর্ট দিতে হয়।

এই মর্মান্তিক ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ওডিশার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, 'বড়দণ্ডে পুণ্যার্থীদের প্রাণহানির ঘটনায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। মৃতদের আত্মার শান্তি কামনা করি এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করছি। এই বিপদের সময় বিজু জনতা দলের কর্মীরা উদ্ধারকাজে সহযোগিতা করছেন। রাজ্য সরকারের উচিত, ভিড় নিয়ন্ত্রণের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে ভক্তদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা।'

বিপর্যয়ের আগেই অবশ্য শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পালিত হয় রথযাত্রার আচার। রীতি মেনে বলভদ্র, সুভদ্রা ও জগন্নাথ দেবের 'পাহান্ডি' শোভাযাত্রা হয়। এরপর গজপতি মহারাজা দিব্যসিংহ দেব সোনার ঝাড়ু দিয়ে রথের চাতাল পরিষ্কার বা 'ছেঁড়া পঁহরা'র কাজ শেষ করেন। সব নিয়ম সেরে বিকাল চারটে নাগাদ শুরু হয় রথ টানা। *এরপর আটের পাতায়*

উত্তরের খোঁজে

## স্পেন আর আর্জেন্টিনা কোথাও যেন মিশে যায়

**রূপায়ণ ভট্টাচার্য**

ফুটবল যদি কোনও ভাষা হয়, এবারের স্পেন তবে কথা বলছে এক নিখাদ, ধ্রুপদি সনেটে।

আর আর্জেন্টিনা? তারা যেন গোটা বিশ্বকে হতবাক করে এক আকস্মিক ট্যাঙ্গো নাচে। যে ট্যাঙ্গোয় আগুন জ্বলে ওঠে অকস্মাৎ।

নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সিতে বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো মহোত্তম মঞ্চে এই দুই আলাদা দর্শন কোথাও এক হয়ে যাবে আশ্চর্যভাবে। দুটো দেশের ভাষা এক বলে সেটা বলছি না। ভেবে দেখুন, লিওনেল মেসি তো আসলে স্পেন ফুটবলেরই ফসল। বার্সেলোনার যে লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে তিনি উঠে এসেছেন, স্পেনের একাধিক

DESUN HOSPITAL
বড় হসপিটালের নিজের নার্সিং স্কুলে পড়ার সুবিধা
বিশদে জানতে ফোন করুন
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri

ফুটবলার সেই অ্যাকাডেমিরই ফসল। স্পেনের কোচ লা ফুয়েন্তে এবার বিশ্বকাপে এসেছেন বার্সেলোনার ৮ ফুটবলার নিয়ে। মেসির চিরকালের প্রতিপক্ষ রিয়াল মাদ্রিদের ফুটবলার স্পেনে নেই।

মহাকাব্যিক নাটকে মেসি যেন মহাভারতের অর্জুন। বিপক্ষ টিমে সব চেনা মুখ দেখে যিনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে স্পেনের ৭ বিশ্বকাপার। তার মধ্যে ইয়ামাল, গাবি দুজনে অ্যাকাডেমি থেকে বড় হয়েছেন। পাঁচ মাসের ইয়ামালকে প্লাস্টিকের গামলায় স্নান করাচ্ছেন বছর কুড়ির মেসি, এমন ছবি এমনিতেই ভাইরাল ছিল। বিশ্বকাপ ফাইনালের আগে নতুন করে ভাইরাল।

অনেকে জানেন, অনেকে জানেন না। ছবিটার প্রেক্ষাপট নতুন করে জানানো ভালো।

আসলে কাতালুনিয়ার বিশিষ্ট কাগজ দারিও স্পোর্টস সেবার ইউনিসেফের সঙ্গে যৌথভাবে এক ক্যালেন্ডার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছিল। সেই ক্যালেন্ডারে বার্সেলোনার তারকাদের সঙ্গে স্থানীয় শিশুদের ছবি তোলা হচ্ছিল। মাতারো শহরের রোকাফন্ডা এলাকায় লটারি হলে ইয়ামালের পরিবার সেখানে জিতেছিল। তাই মেসির সঙ্গে তাঁর ছবি ওঠে। মেসি তখন এক শিশুকে কীভাবে ধরতে হয় জানতেন না।

*এরপর আটের পাতায়*

## ফুটবল-বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর

### একবাক্যে মানছেন কিংবদন্তিরা

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** কষ্ট করে মুখের হাসিটা ধরে রেখে হসপিটালিটি গেট দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ডেভিড বেকহ্যাম। মুখে একটা হালকা হাসির রেশ থাকলেও, চোখের কোণের জলটা লুকোতে পারলেন না। ইন্টার মায়ামির মালিক হিসেবে যে লিওনেল মেসিকে তিনি মার্কিন পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করেছিলেন, আজ সেই জাদুকরের বাঁ পায়েই তাঁর দেশের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন ধূলিসাৎ! গুরুমারা বিদ্যাতেই বাজিমাত! ম্যাচ শুরুর আগে বেকহ্যাম নিজেই বলেছিলেন, জীবনে এই প্রথমবার তিনি মেসির পক্ষে থাকতে পারছেন না। কিন্তু ম্যাচ শেষে ইংল্যান্ডের স্বপ্নভঙ্গের পর সেই আক্ষেপের সুর বদলে গেল নিখাদ মুগ্ধতায়।

আমাদের সামনে এসে বেকহ্যাম অকপটে বলে গেলেন, 'ফুটবল নিজের ছন্দে গল্প বলে। মেসি আজ গোটা দলটাকে অর্কেস্ট্রার মাস্টার হয়ে পরিচালনা করল। প্রতিটি টাচ, প্রতিটি পাস এক একটা মাস্টারপিস। দুটি অ্যাসিস্ট যেন ক্যানভাসে আঁকা নিখুঁত ছবি। মানুষ নিজের কেরিয়ারকে গ্রেটনেসের দিকে নিয়ে যায়, আর মেসি নতুন করে কাব্য লেখে।' বেকহ্যামের মতে, যাবতীয় বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে মেসি শুধু অন্যতম সেরা নন, তিনিই সর্বকালের সেরা।

বেকহ্যামের যেখানে আক্ষেপ, সেখানে ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি কাফুর মুখে চওড়া হাসি! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশের জয়ে একজন ব্রাজিলিয়ান এত খুশি হতে পারেন? কাফু হাসিমুখে বললেন, 'কেন হব না? লাতিন আমেরিকার জন্য। মেসির জন্য। যখনই আর্জেন্টিনা সমতা ফেরাল, আমি বুঝে গিয়েছিলাম ম্যাচটা ওরাই জিতবে। মেসির তুলনা শুধু মেসি নিজেই।'

পরিসংখ্যানও তো সেই কথাই বলছে। ৩৯ বছর বয়সেও এই বিশ্বকাপে আটটা গোল আর চারটি অ্যাসিস্ট! ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৯টা সফল ড্রিবল করেছেন মেসি, যেখানে গোটা ইংল্যান্ড দল মিলে করেছে মাত্র সাতটি! মাইকা রিচার্ডস থেকে শুরু করে জো হার্ট- সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিচ্ছেন মেসির শ্রেষ্ঠত্ব। মাইকা যেমন বলছিলেন, 'ও মাঠে হেঁটে বেড়ায়, কিন্তু বল পায়ে পেলেই জাদুকর হয়ে যায়।'

২০২২ সালে কাতারে বিশ্বকাপ জেতার পর মেসি নিজেই জানিয়েছেন, ওটাই তাঁর শেষ বিশ্বকাপ। ইউরোপের পাট চুকিয়ে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর অনেকেই ভেবেছিলেন, এবার হয়তো ফুটবলকে বিদায় জানাবেন রোজারিওর মহাতারকা। কিন্তু আটলান্টার রাত প্রমাণ করল, বয়স তাঁর কাছে শুধুই একটা সংখ্যা। টুর্নামেন্টের সর্বাধিক গোলস্কোরার হওয়ার দৌড়ে এখন কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিচ্ছেন।

রবিবার নিউ জার্সিতে স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনাল। স্প্যানিশ কোচেরাও জানেন মেসির ক্ষমতা। আর লিওনেল স্কালোনি তো বলেই দিয়েছেন, 'অধিকাংশ স্প্যানিশ মানুষই মেসিকে ভালোবাসে।' কাফুর পর বিশ্বের দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার রেকর্ড গড়তে চলেছেন মেসি। ২০৩০ সালে তাঁর বয়স হবে ৪৩। তখন কি আর খেলবেন? আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী জাদুকরকে নিয়ে এখন আর কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করাই বোধহয় ঠিক নয়। আপাতত শুধু মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিল্প দেখার পালা।

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই
আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

# পথের কাঁটা সরাতে খুন স্বামীকে

**খোকন সাহা**

**বাগডোগরা, ১৬ জুলাই :** প্রেম, বিশ্বাস, প্রতারণা আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। গত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে খুনের অভিযোগ সামনে এসেছে। রাজা রঘুবংশী হত্যা মামলার পর সম্প্রতি কেতন আগরওয়াল হত্যাকাণ্ডও জাতীয় স্তরে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে। সেই আবহেই উত্তরবঙ্গেও এক শিহরণ জাগানো খুনের অভিযোগ সামনে এল। বাগডোগরা থানার হাঁসখোয়া চা বাগানে উদ্ধার হওয়া এক ব্যক্তির মুণ্ডুহীন দেহের তদন্তে অবৈধ সম্পর্ক, তন্ত্রমন্ত্রের চর্চা এবং পূর্বপরিকল্পিত হত্যার অভিযোগ উঠে এসেছে। যদিও গোটা ঘটনাই এখনও তদন্তাধীন। পুলিশের দাবি, ইমাম নামের ওই ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরেই বুধবার রাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃতের কাটা মুণ্ডু উদ্ধার হয়নি। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের আবেদন জানানো হয়। আদালত সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়।

ধৃতরা হলেন মৃত ইমামের স্ত্রী মমিনা বেগম ওরফে টুম্পা ঘোষ, গোঁসাইপুর মুলাইজোতের সুদীপ পাল, সুদীপের দুই ভাগ্নে জলপাইগুড়ির রাউতবাগানের কাশীনাথ পাল ও নিতাই পাল এবং নিতাইয়ের বন্ধু বাপি রায়। তদন্তকারীদের দাবি, কাটা মুণ্ডু এবং খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র উদ্ধারের জন্যই পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়েছিল। তাঁদের আশা, ধৃতদের জেরা করলেই পুরো ঘটনার চিত্র স্পষ্ট হবে।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সুদীপ, ইমাম এবং মমিনা ওরফে টুম্পা দীর্ঘদিন ধরে তন্ত্রমন্ত্র, কালীপুজো ও ঝাড়ফুঁকের কাজ করতেন। সেই সূত্রেই সুদীপের সঙ্গে মমিনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে বলে তদন্তকারীদের দাবি। অভিযোগ, কিশনগঞ্জের বাসিন্দা ইমাম সেই সম্পর্কের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ইমাম তাঁর স্ত্রীকে খুবই ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে ছাড়তে রাজি ছিলেন না। কিন্তু স্ত্রীর মনে অন্য ভাবনা ছিল। এরপরই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনায় সুদীপ তার দুই ভাগ্নে কাশীনাথ

*এরপর আটের পাতায়*

- ১৪ জুলাই বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা বাগানে এক ব্যক্তির মুণ্ডুহীন দেহ উদ্ধার হয়েছিল
- স্ত্রীকে নিয়ে তিনি তন্ত্রসাধনা করতেন, এই সূত্রেই স্ত্রীর সঙ্গে এক প্রৌঢ়ের প্রণয়
- ওই ব্যক্তি তা মেনে নিতে না পারায় পরিকল্পনা করে তাঁকে খুন, স্ত্রী সহ ধৃত ৫

# শা আজ শিলিগুড়িতে, কাল বৈঠক উত্তরকন্যায়

**কলকাতা ও শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত সুরক্ষার কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। যার মধ্যে বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে উত্তরবঙ্গ এবং চিকেন নেক বা শিলিগুড়ি করিডর। উত্তরবঙ্গ দিয়ে শা'র রাজ্য সফর শুরু হচ্ছে। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়িতে পৌঁছাবেন তিনি। শনিবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সচিবালয় উত্তরকন্যায় সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান ও রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি জুমাগছে বৃক্ষরোপণ, শিলান্যাস সহ একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও থাকার কথা সেখানে।

ওইদিন রাতেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় পৌঁছাবেন শা। শনিবার রাত রাজ্য সরকারের সৌজন্য অতিথিশালায় কাটিয়ে রবিবার দিনভর দফায় দফায় গুন্ডাদমন আইন, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য ও জেলার পুলিশ, প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে পর্যালোচনা বৈঠক করবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কারণে আগামীদিনে জাতীয় স্বার্থে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত কৌশলগত কারণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করছে দিল্লি। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের যে সুদীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে তার একটা বড় অংশই এ রাজ্যে। সে কারণে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি শুধু রাজ্যের প্রয়োজনে নয়, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে অতীতে সীমান্তে অনুপ্রবেশ, জঙ্গি নাশকতা, চোরাচালান সহ নানা বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে চেয়েছিল কেন্দ্র।

*এরপর আটের পাতায়*

# ফুড়ুত কোয়েল, কলঙ্কস্পর্শে না মমতার

## তিন পক্ষের টানাটানিতে বিরক্ত ২১-এর শহিদের পরিবারগুলি

**নবনীতা মণ্ডল ও রিমি শীল**

**নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৬ জুলাই :** রথযাত্রার পুণ্যদিনেও ভাঙনের শনির দশা থেকে রেহাই পেল না মমতাপন্থী তৃণমূল। টলি জগতের মল্লিকবাড়ির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ সখ্য শেষ হল। মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তৃণমূল নেত্রী যাঁকে মহানায়ক পুরস্কার দিয়েছিলেন, সেই অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক কালীঘাটের সংস্পর্শ ছাড়লেন। তাঁকে গত এপ্রিলে মনোনয়ন দিয়ে রাজ্যসভায় পাঠিয়েছিলেন মমতা। সেই কোয়েল বৃহস্পতিবার সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব ও প্রকাশ চিকবড়াইকের পথে হাঁটলেন।

রাজ্যসভার চেয়ারম্যান তথা উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের হাতে সাংসদ পদ থেকে ইস্তফাপত্র দিয়ে কোয়েল সোজা হাজির হন কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশমন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাসভবনে। তৃণমূলের ২০ সাংসদ এনসিপিআইয়ে যোগদানের আগে যাঁর সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করেছেন। বিজেপি একে সৌজন্য সাক্ষাৎ বলে ব্যাখ্যা করছে বটে, কিন্তু কোয়েল যেহেতু সাংসদ পদ ছাড়লেন, তাই জল্পনা চলছে সুখেন্দুশেখরদের মতো তাঁকেই আবার রাজ্যসভায় মনোনয়নপত্র দেবে বিজেপি।

অন্যদিকে, ২১ জুলাই মমতাপন্থীদের পাশাপাশি ১৯৯৩-এর শহিদদের স্মরণসভা করবে ঋতব্রত শিবির ও কংগ্রেস। প্রতি বছর তৃণমূলের এই কর্মসূচিতে শহিদ পরিবারগুলি উপস্থিত থাকে। সেই পরিবারগুলি এবার পড়েছে মহাফাঁপরে। কেননা, তিন পক্ষই তাদের মঞ্চে হাজির করানোর জন্য ওই পরিবারগুলিকে নিয়ে টানাটানি শুরু করেছে। এতে অবশ্য পরিবারগুলি বিরক্ত।

ইস্তফা নিয়ে কোয়েলের কোনও বক্তব্য না পাওয়া গেলেও তৃণমূল নেত্রীর মুখে তীব্র প্রতিক্রিয়া শোনা গিয়েছে। ফেসবুক লাইভে তিনি বলেন, 'ইডি, সিবিআই ও বিজেপির চাপে আরও যাঁদের যাওয়ার আছে, তাঁদের হাতজোড় করে অনুরোধ করছি, ২১ জুলাইয়ের আগে চলে যান। লোটাকম্বল নিয়ে চলে যান।

*কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবের বাড়িতে কোয়েল মল্লিক। বৃহস্পতিবার।*

আমরা যে দলটি তৈরি করেছি, তাকে কলঙ্কলিপ্ত করবেন না।' কোয়েল পদত্যাগ করায় রাজ্যসভায় তৃণমূলের সাংসদ সংখ্যা ১০ থেকে কমে ৯ হল।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'কোয়েল মল্লিক সরাসরি কোনওদিন রাজনীতি করেননি। রাজনীতিতে তাঁর ল্যাটারাল এন্ট্রি হয়েছিল। তিনি হঠাৎ রাজ্যসভার সাংসদ হয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন নিরুদ্দেশ ছিলেন, এখন খোঁজ পেয়ে ভালো লাগছে।' তৃণমূলের আরও দুই বা তিনজন রাজ্যসভা সাংসদ পদত্যাগ করতে পারেন বলে জল্পনা আছে।

কোয়েলের নাম না বলে তৃণমূল নেত্রী ফেসবুক লাইভে বলেন, 'আজ আরেকজন সাংসদ, যিনি ভালো শিল্পী, আমি তাঁকে সম্মান করি,

*এরপর আটের পাতায়*

# ৮০০ ডলার খরচ সার্থক

**মিহির দাস**
*(আটলান্টা থেকে)*

এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলাম। চোখের সামনে যা দেখলাম, তা যেন জন্মজন্মান্তরেও ভোলার নয়। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আমার প্রিয় দল আর্জেন্টিনা ৮৪ মিনিট পর্যন্ত পিছিয়ে থেকেও লড়াই করে যেভাবে ইংল্যান্ডের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে নিল, তা এককথায় অবিশ্বাস্য।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে আটলান্টা স্টেডিয়াম যেন উৎসবের আনন্দে পাগলপারা। চারদিকে শুধু 'মেসি... মেসি...' ধ্বনি। কেউ আর্জেন্টিনার নীল-সাদা পতাকা ওড়াচ্ছেন, কেউ আনন্দে কাঁদছেন। চেনা-অচেনা ভুলে একে অপরকে আলিঙ্গন করছেন। সেই উন্মাদনার মাঝে দাঁড়িয়ে আমার চোখও ভিজে গিয়েছিল। এত বছর ধরে কেবল স্বপ্ন দেখেছি, নিজের চোখে আর্জেন্টিনাকে মাঠে বসে জিততে দেখব। অবশেষে সেই স্বপ্ন পূরণ হল।

ছোটবেলা থেকেই দিয়েগো মারাদোনার ভক্ত। পরে লিওনেল মেসির খেলা দেখতে দেখতে আর্জেন্টিনার প্রতি ভালোবাসা আরও গভীর হয়েছে। ২০২২ সালে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতলেও মাঠে থেকে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী

*গ্যালারিতে প্ল্যাকার্ড হাতে লেখক।*

হতে পারিনি। আক্ষেপ ছিল। তখনই স্থির করেছিলাম, পরেরবার সুযোগ পেলে আমেরিকায় গিয়ে গ্যালারি থেকে আর্জেন্টিনার খেলা দেখব।

ছেলে কুণাল দাস আমেরিকায় কর্মরত। ওর সৌজন্যেই বালুরঘাট থেকে মার্কিন মুলুকে আসা। ছেলের বাড়ি থেকে স্টেডিয়ামের দূরত্ব প্রায় সাত ঘণ্টার। তাই আগের রাতেই আটলান্টার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলাম। ৮০০ ডলার খরচ করে ছেলে আমার জন্য ম্যাচের টিকিট কেটে রেখেছিল।

ভারতীয় সময় রাত সাড়ে ১২টা হলেও আমেরিকার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টেয় খেলা শুরু হয়। স্টেডিয়ামে উপস্থিত প্রায় ৭০ হাজার দর্শকের মধ্যে অন্তত ৭০ শতাংশ ছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থক। ম্যাচের ৫৫ মিনিটে ইংল্যান্ড ১-০ গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর মুহূর্তের জন্য গোটা স্টেডিয়াম স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। বুকের ভেতর চাপা দুশ্চিন্তা কাজ করছিল। তবু বিশ্বাস ছিল, মেসি কিছু একটা করবেই।

সেই বিশ্বাসই সত্যি হয়। মেসির দুর্দান্ত অ্যাসিস্ট থেকে এনজো ফার্নান্ডেজ ম্যাচের সমতা ফেরান। তারপর থেকে স্টেডিয়ামের আবহ পুরো বদলে যায়। হাজার হাজার আর্জেন্টিনা সমর্থক একসঙ্গে চিৎকার করে দলকে উজ্জীবিত করতে শুরু করেন।

খেলা শেষ হওয়ার ঠিক আগে ফের মেসির অসাধারণ ক্রস থেকে লওটারো মার্টিনেজ হেডে জয়সূচক গোল করেন। তখন যেন আনন্দের সমস্ত বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। শেষ বাঁশি বাজার আগে থেকেই আমরা নাচতে শুরু করেছিলাম। কেউ কাউকে চিনতাম না, তবু সবাই একে অপরকে জড়িয়ে ধরছিলাম। গান গাইছিলেন আর্জেন্টিনার সমর্থকরা। এ রকম টানটান ম্যাচ জীবনে দেখিনি। এই অভিজ্ঞতা জীবনের অন্যতম সেরা স্মৃতি হয়ে থাকবে। আমেরিকার সময় বিকেল প্রায় ৫টায় ম্যাচ শেষ হয়। যানজট ও দীর্ঘ পথ পেরিয়ে রাত প্রায় ৩টে নাগাদ বাড়ি ফিরেছি। দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি ছিল ঠিকই, কিন্তু আর্জেন্টিনার জয়ের আনন্দের কাছে তা অনায়াসেই হার মেনে যায়।

আমি 'বালুরঘাট লাভস মেসি' লেখা একটি প্ল্যাকার্ড সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বের নানা দেশের সমর্থকদের ভিড়ে নিজের শহর বালুরঘাটের নাম তুলে ধরতে পেরে ভীষণ গর্ব হচ্ছে। এখন অপেক্ষা ফাইনালের। আশা করি, ফের মেসির হাত ধরে আর্জেন্টিনা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হবে।

*অনুলিখন : সুবীর মহন্ত*

## বৃক্ষরোপণ

**লাটাগুড়ি, ১৬ জুলাই :** দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত বন দপ্তরের জমি এবার ভরে উঠবে সবুজে। অরণ্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে লাটাগুড়ি রেঞ্জের উদ্যোগে জঙ্গল লাগোয়া প্রায় তিন একর জমিতে শুরু হল বনসৃজন কর্মসূচি। বৃহস্পতিবার ওই জমিতে ১৩৩২টি গাছের চারা রোপণ করা হয়।

**স্টেশনের ইলুমিনেশন-এর আপগ্রেডেশন**

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/৪৭_২০২৬/কে/৬৩৩, তারিখ: ১১-০৭-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **টেন্ডার নং:** ৪৭_২০২৬; **কাজের নাম:** এসএসই/ইলেক্ট./পি/আইসি/কাটিহার এবং নিউ জলপাই গুড়ি অধিক্ষেত্রে অধীনে স্টেশনগুলিতে যাত্রী সুবিধা বৃদ্ধির জন্য স্টেশনের ইলুমিনেশন-এর আপগ্রেডেশন। **টেন্ডার মূল্য:** ৬,৬৯,২২,৯১৮/- টাকা; **বায়নার ধন:** ১৩,৩৮,৫০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ০৩-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিইই/জিঅ্যান্ডসিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

**গাড়ি ভাড়া নেওয়া**

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ডিইএম/২০২৬/বি/৭৭৭৬১৫৯; তারিখ : ১১-০৭-২০২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** ডিওএম/কার্শিয়াং-এর সরকারি কাজে ব্যবহারের জন্য প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা উপলব্ধতা সহ দুই (০২) বছরের জন্য চালক ও জ্বালানি সমেত একটি (০১) ৪-চাকার নন-এসি ডিজেল চালিত কাভার্ড এসইউভি/সেডান গাড়ি ভাড়া নেওয়া। মেক/মডেল: স্করপিও/ম্যারাজো/বোলেরো প্লাস বা অনুরূপ। **টেন্ডার মূল্য :** ১৯,৯৭,১৯৪/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ৩৯,৯৫০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৩-০৮-২০২৬ তারিখে ১৮:০০ টায় এবং টেন্ডার **খোলা** হবে ১৮:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য https://GeM.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিএইচআর, কার্শিয়াং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**রিলে আধারিত ইন্টারলকিং ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিঙে পরিবর্তন**

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৬-কে-১৭ তারিখঃ ১৪-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **কাজের নামঃ** কাটিহার মণ্ডলের শিলিগুড়ি টাউন ষ্টেশনে রিলে আধারিত ইন্টারলকিং ইলেকট্রানিক ইন্টারলকিঙে পরিবর্তন (প্রায়োরিটি কেটাগরি - ৩ র অধিনে অবশিষ্ট ইনষ্টলেশন)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,৯১,৫৭,৩৭৪.৫৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৭,৮৩,২০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র আগামী ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**রঙিয়া ডিভিশনে টিআরডি কাজ**

টেন্ডার নোটিশ নম্বর : ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-০৬-২০২৬-২৭; তারিখ : ১৪-০৭-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম :** (১) এডিইএন/বিশ্বনাথ চারিআলি -এর এক্তিয়ারে বালিপাড়া -উত্তর লখিমপুর (এসএল) -এ কনভেনশনাল এসইজে নবীকরণ সংক্রান্ত টিআরডি কাজ। (২) নিউ বঙাইগাঁও ইয়ার্ডে ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজ (ফেজ-I) সংক্রান্ত টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য :** ৭৪,৭৫,৩৯৫.৫২/- টাকা; **বায়না মূল্য :** ১,৪৯,৫০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের/খোলার** তারিখ ও সময় ০৫-০৮-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

**কাটিহার মণ্ডলে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ**

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/৪৯_২০২৬/কে/৬৪২ তারিখঃ ১৩-০৭-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেণ্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে:- **টেণ্ডার নং.** ৪৯_২০২৬। **কাজের নামঃ** (ক) "এডিইএন/পূর্ণিয়া জংশন অধিক্ষেত্রের অধিনে ষ্টেশন ভবন, সিটিং বেঞ্চ, মিনি হেড এবং প্ল্যাটফর্মস্থিত শৌচালয়সমূহের উন্নতকরণ/উন্নয়ন সহিত গড় বানালি,সাটার এইচ, হালরিয়া বিহার এইচ, গোপি পোখিয়া এবং ঢোলবাজা হল্ট ষ্টেশনে বিদ্যমান এমএল পিএফের, এইচএলপিএফ, পর্যন্ত উন্নয়নের" জন্যে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। (খ) "এডিইএন/পূর্ণিয়া জংশন অধিক্ষেত্রের অধিনে রাণীপাত্র, কাসবা, জালালগড়, কুশিয়ারগাঁও, সিমরাহা, বাথনাহা এবং যোগবানী ষ্টেশনে বিদ্যমান এমএল এবং আরএল পিএফের এইচএল পিএফ পর্যন্ত উন্নয়নের" হেতু সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৩,৬৫,৯৭,৯৯৬/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৩২,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৫-০৮-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচজি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

## সোনা ও রুপোর দর

| | |
|---|---|
| পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪২০৫০ |
| পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৪২৮০০ |
| হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম) | ১৩৫৭০০ |
| রুপোর বাট (প্রতি কেজি) | ২১৯৪৫০ |
| খুচরো রুপো (প্রতি কেজি) | ২১৯৫৫০ |

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

**অ্যাফিডেভিট**

14/7/26 ইং তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 1969 নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি আমার ভোটার কার্ড নং-GBM 2369213, নাম আছে Fuljan Sekh W/O- Sahar Ali Sekh, সঠিক নাম হবে Fuljan Bibi। Fuljan Sekh ও Fuljan Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পো- ধাদিয়াল, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

**কর্মখালি**

শিলিগুড়িতে সিকিউরিটি গার্ড (পুরুষ) চাই। বয়স ২০-৫০, থাকা - খাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে, বেতন আলোচনা সাপেক্ষ। M : 8617036234. (C/122905)

●

চা ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড ও সুপারভাইজার চাই। বেতন 14,000/-, কোনও ডোনেশন লাগবে না। M:- 7602616901, 8653609553. (C/122905)

**কর্মখালি**

সিকিউরিটি অফিসে কাজের জন্য লোক লাগবে। বেতন (10/-12,000/-) স্পট জয়েনিং। (M) 8927299546. (C/122845)

●

আমি Srabani Adhikary @ Srabani Adhikari, স্বামী- পার্থ সারথী পাত্র, অমীয় এপার্টমেন্ট, বামনপাড়া, ওয়ার্ড নং - 2, থানা - কোতোয়ালি, পো:+জেলা - কোচবিহার গত 15/07/2026 J.M. 1st ক্লাস সদর কোচবিহার-এ অ্যাফিডেভিট করে Srabani Adhikary Patra নামে পরিচিত হলাম। (C/A)

●

14/7/26 ইং তুফানগঞ্জ E.M. কোর্টে 1953 নং অ্যাফিডেভিটে জানাচ্ছি আমার সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, নাককাটিগাছ শাখায় A/C নং- 3523431158, নাম আছে Mariyam Khatun Bibi W/O-Jamal Sekh, সঠিক নাম হবে Mariyam Khatun Sekh। Mariyam Khatun Sekh ও Mariyam Khatun Bibi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। গ্রাম ও পো- ধাদিয়াল, থানা- তুফানগঞ্জ, জেলা- কোচবিহার। (D/S)

**অ্যাফিডেভিট**

ভোটার ID No. TSXI309004 আমার নাম Shyamali Barman -এর পরিবর্তে Shyamali Roy নথিবদ্ধ হয়েছে। ভোটার ID -তে আমার স্বামীর নাম Prasenjit Barman -এর পরিবর্তে আমার বাবার নাম নথিবদ্ধ হয়েছে। এবং বাবার নাম Ukil Roy দেখানো হয়েছে। গত 13-7-26, J.M. 1st Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা Shyamali Barman এবং Shyamali Roy এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। এবং আমার ভোটার ID -তে আমার স্বামীর নাম Prasenjit Barman, বাবার নাম Ukil Roy -এর পরিবর্তে প্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছুক। নিউ বক্সি হাট রোড, বড়ো নলঙ্গীবাড়ি, পাটছড়া, থানা কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/121499)

●

আমি, Majina Khatun আমার মেয়ের আধার কার্ডে ভুলবশত তার নাম Madhabi Das উল্লেখ থাকায়, গত 04/06/26 তারিখে, জলপাইগুড়ি কোর্টে LD. 1st ক্লাস J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (মেয়ে) Madhabi Das থেকে Nargis Khatun নামে পরিচিত হলো, উভয় একই ব্যক্তি। (C/113854)

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL**
ABRIDGED e-SNIT
e-S.N.I.T No. WBIW/SDO/TBSD-IV/SNIT-03(e)/2026-27
The Sub-Divisional Officer, Teesta Barrage Sub-Division No.-IV invites tender for 01 (One) no. work from the eligible and resourceful contractors having sufficient, necessary credential and financial capability for execution of works of similar nature. **Bid Submission Start Date 17th July, 2026 from 10:30 A.M. Bid Submission End Date 20th July, 2026 upto 4:30 P.M.** For further details Please visit the website https://wbtenders.gov.in and www.wbiwd.gov.in and also from the office of the undersigned during office hours on any working day. Sd/- Sub-Divisional Officer, Teesta Barrage Sub-Division No.-IV., Gazoldoba, Jalpaiguri.
ICA-T12665(1)/2026

**Tender Inviting Notice for 2nd Call**
e-Tenders are here by invited from bonafide/reputed agencies/Co-operatives Federations/Sanghas/Individuals etc for Rajganj, Jalpaiguri (S), Jalpaiguri (U), Maynaguri, Dhupguri, Nagrakata, Mal & Matiali ICDS Projects for storing of foodstuffs & contingency materials and carrying of ICDS foodstuffs and contingency meterials from the concerned CDPOs Godown to Anganwadi Centres under the concerned ICDS Project vide Memo No. 335(30)/DIST/ICDS/JPG/26 dated: 15.07.2026 (storing) & No. 336(30)/DIST/ICDS/JPG/26 dated: 15.07.2026 (Carrying), for details contact District ICDS Cell, Jalpaiguri/ visit District website **www.jalpaiguri.gov.in.**
**District Programme Officer (ICDS) Jalpaiguri**

# দৃষ্টি ফিরছে দুই রোগীর

**মালদা, ১৬ জুলাই :** কয়েকদিন আগে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুই ব্যক্তির কর্নিয়া প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচার হয়। ধীরে ধীরে ওই দুই রোগী চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। ইতিমধ্যে একজন হালকা দেখতে পাচ্ছেন। আরেকজন এখনও পর্যন্ত দেখতে না পেলেও, তাঁর ব্যাপারে আশাবাদী চিকিৎসকরা।

গত রবিবার এক মৃতের পরিবার চক্ষুদান করে। সেই কর্নিয়া দুই দৃষ্টিহীন ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। বর্তমানে দুই রোগীই হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে চিকিৎসাধীন। চিকিৎসকরা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। পুরোপুরি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে পেলে তাঁরা ছুটি পাবেন। তবে নিয়মিত চিকিৎসার আওতায় থাকবেন। ধীরে ধীরে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ায় খুশি পরিবারের সদস্যরাও।

উত্তরবঙ্গে একমাত্র মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে আই ব্যাংক থাকায় সেখানে প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত অস্ত্রোপচারগুলি হয়। সচেতনতার অভাবে চাহিদামতো

## কর্নিয়া প্রতিস্থাপনে সফল মালদা মেডিকেল

চক্ষুদান করছেন না সাধারণ মানুষ। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একাধিক পদক্ষেপ করেছে। কলেজের অধ্যক্ষ পার্থপ্রতিম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'মালদা মেডিকেল কলেজে সফলভাবে আই ব্যাংক চলছে। ইতিমধ্যে দুটি কর্নিয়ার প্রতিস্থাপন সাফল্যের সঙ্গে হয়েছে। এটা খুব আনন্দের বিষয়। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি হলে আরও বেশি করে কর্নিয়ার প্রতিস্থাপন সম্ভব হবে।'

মালদার এক তরুণ দু'বছর আগে টিবিতে আক্রান্ত হন। চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে উঠলেও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় তাঁর দৃষ্টিশক্তি চলে যায়। মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল তাঁর। অপরদিকে, জন্মের কিছুদিন পর থেকেই দৃষ্টিশক্তি হারান মালদার আরেক তরুণী। এই দুই দৃষ্টিহীনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালান হাসপাতালের চিকিৎসকরা। চক্ষুদাতার দুটি কর্নিয়া দুজনকে দেওয়া হয়। দৃষ্টিহীন তরুণের আত্মীয় বলেন, 'দুই বছর আগে জ্বর ও যক্ষ্মা হয়েছিল। সুস্থ হলেও ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় দৃষ্টিশক্তি হারায়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিল। সফল অস্ত্রোপচারের পর আমাদের রোগী এখন দেখতে পাচ্ছে।'

চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, বেসরকারি হাসপাতালে কর্নিয়া প্রতিস্থাপন করতে গেলে প্রায় ৫০ হাজার টাকা বা তার বেশি খরচ হতে পারে। তবে সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এই চিকিৎসা সম্ভব হচ্ছে। মালদা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর সোমনাথ চৌধুরী বলছেন, 'এখনও পর্যন্ত আমাদের এখানে সফলভাবে পাঁচটি কর্নিয়া প্রতিস্থাপিত হয়েছে। তবে চক্ষুদানে আরও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে।' চিকিৎসকদের কথায়, শুধু উত্তরবঙ্গ কিংবা গৌড়বঙ্গই নয়, পড়শি রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর রোগী এই হাসপাতালে আসছেন।

**মালদা ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতালে স্পেশালিস্ট/সুপার স্পেশালিস্ট নিয়োগ**

নোটিফিকেশন নং. এইচ/৩৭/১(কেস টু কেস)/ডিআরএইচ/এমএলটিডি, তারিখ : ০৯.০৭.২৬ মালদা ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল 'কেস টু কেস' ভিত্তিতে নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন। কেবলমাত্র নথিপত্র যাচাইয়ের মাধ্যমে প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

**কেস টু কেস ভিত্তিতে স্পেশালিস্ট/সুপার স্পেশালিস্ট :** (১) জেনারেল সার্জারি, (২) গাইনিকোলজি ও অবস্টেট্রিক্স, (৩) ত্বক, (৪) সাইকিয়াট্রি, (৫) পেডিয়াট্রিক, (৬) অ্যানেস্থেসিয়া ও (৭) ইএনটি।

**পারিশ্রমিক : (১) কনসাল্টেন্সি ফি : (ক) স্পেশালিস্টের ক্ষেত্রে :** প্রথম কেসের জন্য ১,০০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি কেসের জন্য ৩৫০ টাকা। **(খ) সুপার স্পেশালিস্টের ক্ষেত্রে :** প্রথম কেসের জন্য ১,০০০ টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি কেসের জন্য ৫০০ টাকা। **(২) অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে : (i) ছোট অস্ত্রোপচার** - প্রতি কেস ২,০০০ টাকা (প্যাকেজ রেট)। **(ii) বড় অস্ত্রোপচার** - প্রতি কেস ৫,০০০ টাকা (প্যাকেজ রেট)। **(iii) বিশেষ অস্ত্রোপচার** - প্রতি কেস ৮,০০০ টাকা (প্যাকেজ রেট)। প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত থাকবে • অস্ত্রোপচারের পূর্বে একটি চেক আপ • অস্ত্রোপচার • অস্ত্রোপচার পরবর্তী ৩ দিন ফলো আপ (অস্ত্রোপচারের দিন ব্যতীত)। সম্পূর্ণ বায়ো-ডাটা, ফোন নম্বর ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল শংসাপত্রের (স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজ থেকে উত্তীর্ণ এমবিবিএস ও পিজি ডিগ্রি) স্বপ্রত্যয়িত কপি, রেজিস্ট্রেশন নং., অভিজ্ঞতার শংসাপত্র, বয়সের প্রমাণপত্র এবং একটি পাসপোর্ট মাপের ফটো সহ **চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পোস্ট - ঝলঝলিয়া, মালদা-৭৩২১০২**-কে সম্বোধন করা আবেদনপত্রটি **২৪.০৭.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টের মধ্যে** পাঠাতে হবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদা
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway Eastern Railway Headquarter

**শিয়ালদহ ডিভিসনে সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ**

সিগন্যাল রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য, **১৮/১৯.০৭.২০২৬ (শনিবার/রবিবার) তারিখের** মধ্যবর্তী রাত্রে **০০.০০ ঘ. থেকে ০৪.০০ ঘ. পর্যন্ত** শিয়ালদহ ডিভিসনের নৈহাটী স্টেশনে **৪ ঘন্টার জন্য সম্পূর্ণ ট্রাফিক ব্লকের** প্রয়োজন হবে। তদানুযায়ী, ট্রেন চলাচলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হয়েছেঃ ● **১৮.০৭.২০২৬ (শনিবার) ট্রেন বাতিলঃ** (১) শিয়ালদহ- রানাঘাটঃ **৬৩১১১** আপ। (২) নৈহাটী-শিয়ালদহঃ **৩১৪৪৭ আপ/৩১৪৫০ ডাউন।** ● **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ/সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরুঃ** (১) **৬৩১০৬ ডাউন** লালগোলা-শিয়ালদহ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **রানাঘাটে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। (২) **৩১১৯২ ডাউন কল্যাণী সীমান্ত-নৈহাটী লোকাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **কল্যাণীতে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে এবং **৩১১৯১ আপ নৈহাটী-কল্যাণী সীমান্ত লোকাল** (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৯.০৭.২০২৬) **কল্যাণী** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। ● **ট্রেনের পুনর্নির্ধারণঃ** (১) **১৩১০৬ ডাউন** বালিয়া-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **৩ ঘন্টার জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ **বালিয়া থেকে ১১.৫০ ঘঃ-তে ছাড়বে।** (২) **১৩১৬০ ডাউন** জোগবনী-কলকাতা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **২ ঘন্টা ৩০ মিনিটের জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ **জোগবনী থেকে ১৭.১৫ ঘঃ-তে ছাড়বে।** (৩) **১৩১৪২ ডাউন** নিউ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ তিস্তা তোর্সা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **১ ঘন্টা ৪০ মিনিটের জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ **নিউ আলিপুরদুয়ার থেকে ১৩.৩০ ঘঃ-তে ছাড়বে।** (৪) **৫৩১৭২ ডাউন** লালগোলা-শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) **১ ঘন্টা ১৫ মিনিটের জন্য** পুনর্নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ **লালগোলা থেকে ২৩.৩০ ঘঃ-তে ছাড়বে।** ● **ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ ঃ** (১) **১৫০৫০ ডাউন** গোরখপুর-কলকাতা পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) পথিমধ্যে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত **৪৫ মিনিটের** জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (২) **১৩১৯০ ডাউন** বালুরঘাট-শিয়ালদহ এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) পথিমধ্যে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত **৪৫ মিনিটের** জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। (৩) **১৩১৫৪ ডাউন** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ১৮.০৭.২০২৬) পথিমধ্যে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত **৩০ মিনিটের** জন্য নিয়ন্ত্রিত হবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

# রেশমের ছত্রাক শনাক্তকরণ কিটের পেটেন্ট

## রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুদান

**রাহুল দেব**

**রায়গঞ্জ, ১৬ জুলাই :** রেশম চাষে অত্যন্ত ক্ষতিকর 'অ্যাস্পারজিলোসিস' নামক ছত্রাক দ্রুত শনাক্ত করার জন্য একটি বিশেষ কিট আবিষ্কার করে পেটেন্ট পেল রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের পেটেন্ট অফিস থেকে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে পেটেন্ট শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। এই নতুন কিট আবিষ্কারের গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের 'অনুসন্ধান ন্যাশনাল রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অনন্য সাফল্যে কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক মহলে খুশির হাওয়া।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রেশম চাষের ক্ষেত্রে 'অ্যাস্পারজিলোসিস' নামক ছত্রাকটি অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই ছত্রাকের আক্রমণে পুরো রেশম বাগান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, যার ফলে রেশমচাষিরা বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। রায়গঞ্জ ব

# ‘পুজো হোক রাজনীতিমুক্ত’

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** কলেজ স্কোয়ারের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপুজোর সভাপতি হচ্ছেন না বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। ওই পুজোর খুঁটিপুজোয় অংশ নিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, এই পুজোর সঙ্গে তিনি মন দিয়ে যুক্ত থাকবেন ঠিকই, তবে কোনও পদ বা সভাপতির দায়িত্বে থাকবেন না। কলেজ স্কোয়ার বা রাজ্যের কোনও পুজো কমিটিরই শীর্ষ পদে তিনি বসবেন না। দুর্গাপুজোকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখার জোরালো সওয়াল করেন শমীক। তিনি বলেন, ‘উৎসব সাধারণ মানুষের, তাই এর নিয়ন্ত্রণও মানুষের হাতেই থাকা উচিত, কোনও রাজনৈতিক নেতার অধীনে নয়।’ পুজোর জাঁকজমক ও থিম কালচারকে কিছুটা কটাক্ষ করে শমীকবাবু বলেন, প্যান্ডেলের সাজে নয়, পুজো কাটে সাবেকিয়ানার টানেই। শাসকদলকে নিশানা করে তিনি জানান, তাঁর লক্ষ্য বাংলায় এমন এক সরকার গড়া যা কোনও দলের নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই সাধারণ মানুষের সরকার হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজেপি বিধায়ক সজল ঘোষের অভিনয় প্রতিভার প্রশংসা করার পাশাপাশি রসিকতা করে বলেন, সজলও যদি পুজোয় কোনও রাজনৈতিক দাদাগিরি বা দখলদারি করার চেষ্টা করে, তবে তাকেও রেয়াত করা হবে না।

# সিআইডি’র হাতে এফএসএল রিপোর্ট

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** বিধানসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচনে সই জাল কাণ্ডে এফএসএল রিপোর্ট সিআইডি’র হাতে এসেছে। সেই রিপোর্টে স্পষ্টভাবে জালিয়াতির ইঙ্গিত রয়েছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জানিয়েছেন সিআইডি’র আইনজীবী। সই জাল কাণ্ডে সিআইডির সম্পূর্ণ তদন্ত প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলায় বৃহস্পতিবার আপাতত হস্তক্ষেপ করেনি আদালত। তবে সিআইডি’র তরফে এদিন আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করে জানানো হয়, কালীঘাট তৃণমূল কংগ্রেসের প্রস্তাবিত বিরোধী দলনেতা সিআইডি’র কাছে জবানবন্দি দিয়েছেন। সেই বক্তব্য সামনে আসলে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসবে। অভিষেকের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য জানান, সিআইডি’র তদন্ত প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। তখনই রাজ্যের অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার দাবি করেন, তাঁদের হাতে সই জাল নিয়ে এফএসএল রিপোর্ট এসেছে। তা আদালতে জমা দিতেও প্রস্তুত তদন্তকারীরা। মামলাটি ৭

**সই জাল কাণ্ড**

দিন পর শুনানির জন্য রেখেছেন বিচারপতি কৌশিক চন্দ।

এদিন অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার পর্যন্ত পুলিশ কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না বলে মৌখিত আশ্বাস দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। এদিকে সুমিতের খোঁজে ভিনরাজ্যেও পাড়ি দিয়েছে পুলিশ।

# নতুন নিয়ম

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** জন্ম ও মৃত্যুর ভুয়ো শংসাপত্র রুখতে একাধিক পরিবর্তন আনল রাজ্য সরকার। মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের পর এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, জন্ম বা মৃত্যুর ৩০ দিনের মধ্যে তা নথিভুক্তির আবেদন করতে হবে। ৩০ দিন থেকে এক বছরের মধ্যে আবেদন করলে জেলার রেজিস্ট্রারের লিখিত অনুমতি ও ৫০ টাকা জরিমানা নেওয়া হবে। অন্যদিকে, এক বছর থেকে দুই বছরের মধ্যে আবেদন করলে জেলা শাসকের নির্দেশের পাশাপাশি জরিমানা ধার্য করা হবে ১০০ টাকা। দুই বছরের বেশি দেরি হলে প্রথম শ্রেণির বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিপত্র বাধ্যতামূলক।

## রথযাত্রায় গৃহবন্দি মমতা, ফেসবুকে শুভেচ্ছাবার্তা

# সোনার ঝাড়ু হাতে শুভেন্দু

**অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** ভোরের আলো ফোটার আগেই কলকাতার অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরে জড়ো হতে শুরু করেছিলেন ভক্তরা। কপালে তিলক, হাতে ফুল-তুলসী নিয়ে অপেক্ষা কেবল জগন্নাথদেবের এক ঝলক দর্শনের। শঙ্খধ্বনি আর ‘জয় জগন্নাথ’ আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা চত্বর। দেশবাসীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অন্যদিকে, কলকাতা ও জেলায় রথযাত্রার উৎসবে মেতে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। উলটোদিকে, রাজনৈতিক ব্যস্ততাহীন বৃহস্পতিবার একপ্রকার গৃহবন্দি হয়েই কাটালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরে বিকেলে ফেসবুক লাইভে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান তিনি।

দুপুরের আগেই কলকাতার ইসকন মন্দিরে পৌঁছোন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভক্তদের সঙ্গে জনসংযোগ সেরে মন্দিরে পুজো ও আরতি করেন তিনি। শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে প্রণাম জানিয়ে কক্ষটিকে হেরিটেজের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন করবেন বলেও জানান।

*রথযাত্রার সূচনায় মুখ্যমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার ইসকনে। -দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়*

এরপরই শুরু হয় উৎসবের মূল আকর্ষণ। রথের সামনে জগন্নাথদেবকে মাল্যদান করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আজ ভক্তদের দিন।’ ভক্তদের অনুরোধে গেয়ে শোনান দু’কলি গৌড়ীয় সঙ্গীত। তারপর রীতিরক্ষা করে সোনার ঝাড়ু হাতে রথের পথ পরিষ্কার করেন এবং রশিতে টান দিয়ে কলকাতার ইসকনের রথযাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘আমি ধন্য, মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই ঐতিহাসিক রথযাত্রায় শামিল হতে পেরেছি। রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজ্য সরকার ইসকনের সঙ্গে সমাজকল্যাণে কাজ করবে।’

কলকাতার স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের দায়িত্ব ইসকনকে দেওয়া নিয়ে বিতর্ক চলছে। এবার আর শুধু কলকাতায় নয়। নদিয়া তারপর রাজ্যের সর্বত্র মিড-ডে মিল চালু হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতার অ্যালবার্ট রোডের ইসকন মন্দিরের রথযাত্রার অনুষ্ঠানে কারণ ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা ইসকন, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ এবং মানুষের সেবায় নিয়োজিত অন্যান্য সংগঠনকে সঙ্গে নিয়েই বাংলার নবনির্মাণের পথে এগোতে চাই। সমাজের উন্নয়নে সরকারের পাশাপাশি এই প্রতিষ্ঠানগুলির ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, ‘একটা ভালো, পুষ্টিকর আহার পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আমাদের স্কুলগুলিতে যে ছাত্রছাত্রীরা মিড-ডে মিল গ্রহণ করে, তারা মূলত মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা পরিবারের সন্তান। সচ্ছল পরিবারের শিশুদের অধিকাংশই এই প্রকল্পের উপর নির্ভর করে না। তাই অপুষ্টি দূর করতে পুষ্টিকর খাবারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।’

কলকাতা পর্ব মিটিয়ে নিজের জেলা পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মহাপ্রভু মন্দিরের রথযাত্রায় অংশ নিয়ে সোনার ঝাড়ু দিয়ে পথ পরিষ্কার করেন, ভক্তদের মধ্যে ‘হরির লুট’ বিলি করেন এবং খোল-করতালের তালে ভক্তদের সঙ্গে গলা মেলান। তমলুক থেকে মেচেদার ইসকনের রথযাত্রাতেও যোগ দেন তিনি। অন্যদিক, মায়াপুরের ইসকন মন্দিরে ছিল উপচে পড়া ভিড়। সেখানে মা ও স্ত্রীকে নিয়ে পুজো দিতে যান রাজ্যের মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। গোপুজো সেরে মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়েই তৃণমূলকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, ‘বিজেপির দরজা এখন আর দলবদলুদের জন্য খোলা নেই।’

রথযাত্রার এই পবিত্র দিনে একদিকে যখন ধর্মীয় আবেগ আর অন্যদিকে রাজনৈতিক তরজা দুই ছবিই দেখল রাজ্যবাসী, তবে দিনশেষে ঢাকের আওয়াজ আর কীর্তনের সুরে ভক্তির আবহেই গড়াল রথের চাকা।

*রথের চাকায় মাথানত। বৃহস্পতিবার অ্যালবার্ট রোডের ইসকনে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।*

# কাউন্সেলিং

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর উচ্চ প্রাথমিকে ১,১৭৭ জন নিয়োগপ্রার্থীর কাউন্সেলিংয়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। আদালতের নির্দেশে আগামী ২১ থেকে ৩০ জুলাই পর্যন্ত কাউন্সেলিং চলবে। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের টেটের ভিত্তিতে ২০১৬ সালে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলেও প্রশাসনিক জটিলতায় তা বারবার আটকে যায়। শেষপর্যন্ত ১,১৭৭ জনকে কাউন্সেলিয়ের জন্য ডাকল কমিশন। ফলে এখনও ৬৪টি পদ শূন্য থাকবে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, বিধাননগরের আচার্য সদনে কাউন্সেলিং হবে। নির্ধারিত দিনে সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে প্রার্থীদের রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে।

# বাংলা সহ ৫ রাজ্যে ইডি’র তল্লাশি

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশিদের বেআইনিভাবে ভারতে ঢোকানো এবং জাল নথি তৈরির আন্তর্জাতিক চক্রের খোঁজে দেশজুড়ে অভিযানে নামল ইডি। পশ্চিমবঙ্গ সহ পাঁচ রাজ্যের ১৩টি জায়গায় বৃহস্পতিবার ম্যারাথন তল্লাশি চালায় ইডি’র লখনউ ইউনিট ও উত্তরপ্রদেশের এটিএস। তল্লাশিতে উত্তর ২৪ পরগনার হাড়োয়ার একটি মাদ্রাসা থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪০ লক্ষ টাকা ও ১৮০ গ্রাম সোনা।

তদন্তকারীদের দাবি, মাদ্রাসা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) আড়ালে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয় দেওয়া হত। পরে মোটা টাকার বিনিময়ে তাদের জাল ভারতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দেওয়া হত। এই চক্রের নেপথ্যে বড়সড়ো মানব পাচার এবং জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থ জোগানোর যোগসূত্র মিলেছে। এদিন কলকাতা, হাসনাবাদ, বাগদা, বসিরহাট, ডোমকলের পাশাপাশি সাহারানপুর, দিল্লি, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও হানা দেন আধিকারিকরা।

এই অভিযান প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরেই বলছি যে খারিজি মাদ্রাসার আড়ালে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চলছে।’

অন্যদিকে, সমগ্র ঘটনার এনআইএ তদন্ত দাবি করে বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, মালদার এক প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিপুল টাকা বিনিয়োগ করেছেন, যা মৌলবাদী কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে।

তদন্তে জানা গেছে, বিদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা সীমান্ত লাগোয়া মাদ্রাসা ও এনজিওগুলিতে আসত। অনুপ্রবেশকারীদের ভিনরাজ্যে শ্রমিক হিসেবে পাঠাতে সক্রিয় ছিল একটি দালালচক্র। ধরাছোঁয়া এড়াতে ভাড়া করা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ছোট ছোট অঙ্কে কোটি কোটি টাকার লেনদেন করা হত। এই চক্রের শিকড় খুঁজতে তদন্ত আরও জোরদার করছে ইডি।

# কলেজ ভবন কবে হবে, প্রশ্ন পড়ুয়াদের

**সাগর বাগচী**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** আর কতদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হবে, সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছেন শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের পঠনপাঠন শিলিগুড়ি কলেজ প্রাঙ্গণে হয়। শিলিগুড়ি কলেজের ক্লাস শেষ হওয়ার পর বিকাল থেকে কমার্স কলেজের ক্লাস শুরু হয়। কিন্তু পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়ি কলেজের একটি ঘরও কমার্স কলেজের জন্য বরাদ্দ হয়নি। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাগর ভবনে কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার আয়োজন করতে হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে দ্রুত কাওয়াখালিতে কমার্স কলেজের নির্মীয়মান ভবনের কাজ শেষ করে সেখানেই যাতে পরবর্তী সিমেস্টারের পরীক্ষার আয়োজন করা হয়, সেই দাবি তুলছেন পড়ুয়ারা।

বিষয়টি নিয়ে কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রঞ্জন সরকার বলছেন, 'পড়ুয়াদের পাশাপাশি আমাদের সকলকেও পরীক্ষা শুরু হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটতে হচ্ছে। বর্ষার মধ্যে পড়ুয়াদের যাতায়াতের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। নিজস্ব ভবনে পরীক্ষা হলে সমস্যা হত না। তবে আমাদের ভবনের কাজ শুরু চলছে।'

বর্তমানে কমার্স কলেজের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ও ষষ্ঠ সিমেস্টারে ২৬০০ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন।

*কাওয়াখালিতে কমার্স কলেজের নির্মীয়মাণ ভবন।*

আগামী ২১ জুলাই পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে পড়ুয়াদের পরীক্ষা দেওয়ার সমস্যার বিষয়টি নিয়ে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) তরফে ইতিমধ্যে কমার্স কলেজ কর্তৃপক্ষকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কাছাকাছি যাতে কোনও জায়গায় পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়, সেই দাবিও এবিভিপির তরফে তোলা হয়েছে। কলেজের চতুর্থ সিমেস্টারের পড়ুয়া সায়ন বিশ্বাসের কথায়, 'অন্তত এরপরের সিমেস্টারের পরীক্ষা যাতে আমরা কাওয়াখালিতে নিজেদের কলেজ ভবনে দিতে পারি, সেটা দেখুক কর্তৃপক্ষ। কেননা, অনেক পড়ুয়ার স্কুটার বা বাইক নেই। বৃষ্টির এই মরশুমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছাতে সমস্যা হয়। তাই কলেজ নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ হোক, সেটাই চাইছি।' চতুর্থ সিমেস্টারের ছাত্র দীপঙ্কর সাহা বলছেন, 'আমরা পড়াশোনা করি এক জায়গায় আর পরীক্ষা দিচ্ছি অন্য জায়গায়। এতদিনেও কেন এই সমস্যা সমাধান করা গেল না? বিষয়টি কর্তৃপক্ষের দেখা উচিত।'

এমনিতে ভোটের ফল ঘোষণার পর হঠাৎ করেই কাওয়াখালিতে শিলিগুড়ি কমার্স কলেজের ভবন তৈরির কাজ থমকে গিয়েছিল। তবে সেই কাজ আবার শুরু হয়েছে। অভিযোগ, সেই কাজ খুবই শ্লথগতিতে চলছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের মধ্যে ভবন তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু জুলাই মাস হয়ে গেলেও ভবনের কাজ বাকি রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে এবিভিপির শিলিগুড়ি মহানগরের সম্পাদক সৌগত দাস বলছেন, 'এত দূর পরীক্ষা দিতে যাওয়ায় যাতায়াতের জন্য বেশি খরচ হচ্ছে। সেই খরচ বহন করার আর্থিক সামর্থ্য অনেকের নেই। সেই কারণে শহরের মধ্যে কোনও সেন্টার পরীক্ষার জন্য বাছাই করা হলে ভালো।'

*দড়ির ওপর খেলা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর*

# ৩টি হিরে সহ ধৃত নেপালের বাসিন্দা

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** দামি হিরে 'পাচার' করতে ঠিকঠাক পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তবে সেই পরিকল্পনা শেষপর্যন্ত কোনও কাজে এল না। ভারত থেকে নেপালে নিয়ে যাওয়ার পথে তিনটি হিরে উদ্ধার করে এসএসবি-র রানিডাঙ্গা ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের সদস্যরা দুজনকে গ্রেপ্তার করলেন। ধৃতদের মধ্যে নেপালের কাঠমান্ডুর বাসিন্দা পূর্ণকুমার তামাং ও নকশালবাড়ির বাসিন্দা সুজিত লোহার রয়েছেন। এসএসবি জানিয়েছে, পূর্ণর ব্যাগ থেকেই তিনটি হিরে উদ্ধার হয়েছে। বিদেশে তৈরি হিরের সপক্ষে তিনি কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি।

এসএসবি ও ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো যৌথভাবে পূর্ণকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য পেয়েছে। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া হিরেগুলি তাঁরই বলে পূর্ণ দাবি করেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁর জন্ম হংকংয়ে হলেও তিনি নেপালের নাগরিক। তাঁর কাছ থেকে নেপালের দুটি পাসপোর্ট উদ্ধার হয়েছে। একটি পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। সেটি হংকংয়ের নেপালি কনসুলেট জেনারেল ভেরিফাই করেছিল। অন্য পাসপোর্টটি এখনও বৈধ। তবে হিরেগুলির মালিকানা দাবি করলেও তিনি সংশ্লিষ্ট কোনও নথি দেখাতে পারেননি।

জিজ্ঞাসাবাদে এসএসবি আরও জানতে পেরেছে, চলতি বছরের ২১ জুন পূর্ণ নেপাল হয়ে ভারতে এসেছিলেন। এরপর তিনি কয়েক দিন সিকিমে ছিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিরে পাচারের কোনও চক্র জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, অন্যান্য দিনের মতো এদিনও মেচি সেতুতে নজরদারি চলছিল। সেই সময় একটি গাড়ি ভারত থেকে নেপালের দিকে যাচ্ছিল। সুজিত ওই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। স্ক্যানারের মাধ্যমে গাড়ি ও ব্যাগ পরীক্ষা করার সময় পূর্ণর ব্যাগ নিয়ে সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগ খুলে তল্লাশি চালাতেই তিনটি হিরে উদ্ধার হয়। এসএসবি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

- নেপালগামী গাড়ি থেকে তিনটি হিরে উদ্ধার করে দুজনকে গ্রেপ্তার
- হিরের মালিকানা দাবি করলেও কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি ধৃতদের একজন
- এ ঘটনায় আন্তঃরাষ্ট্র হিরে পাচারচক্রের যোগ রয়েছে কি না সে বিষয়ে তদন্ত চলছে

# সাড়ে ৩ মাস ভাতা পাচ্ছেন না জনপ্রতিনিধিরা

**নীতেশ বর্মন**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** প্রায় সাড়ে ৩ মাস ধরে ভাতা পাচ্ছেন না প্রধান, উপপ্রধান থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা। একই অবস্থা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতিদেরও। শিলিগুড়িতে পঞ্চায়েতের ত্রিস্তরের সদস্য, কর্মাধ্যক্ষদের কেউই ভাতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ তুলছেন তৃণমূল কংগ্রেসের জনপ্রতিনিধিরা। ভাতা না পাওয়ার পিছনে রাজ্যের বিজেপি সরকারের দিকে আঙুল তুলছেন তাঁরা। আঠারোখাই পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের যূথিকা রায় খাসনবিশ বলছেন, 'বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ভাতা মিলছে না। আমরা কাকে জানাব। অনেক সদস্যই ভাতা না পেয়ে কারণ জানতে চাইছেন।'

পঞ্চায়েত স্তরের তৃণমূলের জনপ্রতিনিধিদের দাবি, রাজ্যে তৃণমূল থাকার সময় তাঁরা প্রত্যেক মাসে ভাতা পেতেন। তবে কিছুক্ষেত্রে দুই মাস অন্তর দেওয়া হত। কিন্তু এবার প্রায় সাড়ে তিন মাস শেষ হতে চলছে ভাতা মেলেনি। পঞ্চায়েত সদস্যরা মাসে ৩ হাজার, পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষরা ৩৮০০, উপপ্রধান ৪০০০ এবং প্রধান পাঁচ হাজার টাকা করে পান। সদস্যদের অনেকে জানাচ্ছেন, এই টাকায় সংসার চালানো হয়তো যায় না, কিন্তু সংসারের নানা কাজে ব্যবহার হয়। হেটমুড়ি সিংহীঝোরা পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলের জগন্নাথ রায়ের বক্তব্য, 'তিন মাস ধরে ভাতা পাচ্ছি না। প্রাপ্য কেন আটকে রয়েছে জানি না।' জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কর অবশ্য বলেছেন, 'পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধিরা সাম্মানিক পান। বন্ধ থাকার কথা নয়। তারপরও খোঁজ নিতে হবে।'

এনিয়ে দার্জিলিং জেলা (সমতল) কালীঘাট তৃণমূলের সভাপতি কুন্তল রায়ের বক্তব্য, 'বিজেপি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কথা মুখে বললেও কাজে উলটো হচ্ছে।' মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অজয় ওরাওঁ বলেন, 'এতদিন দুর্নীতি করে প্রচুর টাকা কামিয়েছেন তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি থেকে নেতারা। ভাতার খোঁজও করতেন না। এখন কেন খোঁজ করছেন জানি না। সময়ে সব হবে।' মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহ সভাপতি, বর্তমানে সদস্য ভোলা ঘোষের বক্তব্য, 'তৃণমূল সরকারের সময় ২ মাস অন্তর ভাতা পাওয়া যেত।'

মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা জানিয়েছেন, ভাতা না পাওয়ার বিষয়টি কার্যনির্বাহী আধিকারিককে জানিয়েছেন। কিন্তু সঠিক উত্তর পাননি। রোমার বক্তব্য, 'ভাতার টাকায় এলাকার বাসিন্দাদের নানা সমস্যায় পাশে দাঁড়াতাম। হঠাৎ করে কেউ বিপদে পড়লে সেই টাকা থেকে সাধ্যমতো সাহায্য করতাম। গত কয়েক মাস থেকে সেটা বন্ধ।'

# দুই বছরে দশগুণ সম্পত্তি বৃদ্ধি প্রকাশের

**আলিপুরদুয়ার, ১৬ জুলাই :** শুধু শিবির বদলই নয়, তাঁর অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের বহুলচর্চিত নেতা প্রকাশ চিকবড়াইক ২০২৪ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সদস্য এবং লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী ছিলেন। ২০২৬ সালে তিনি বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী। সব ঠিক থাকলে কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য হতে চলেছেন। তবে দলবদলের পর থেকেই তাঁকে ঘিরে বিতর্ক চলছে। এর মধ্যেই নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য প্রকাশ্যে আসায় নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে প্রকাশ চিকবড়াইক যে হলফনামা জমা দিয়েছিলেন, তাতে তাঁর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৩ টাকা। ২০২৬ সালে বিজেপির রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে জমা দেওয়া হলফনামায় সেই সম্পত্তির পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ২৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৬৪৯ টাকা। অর্থাৎ দুই বছরে ঘোষিত সম্পত্তি প্রায় দশগুণ বেড়েছে। দলবদল নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই এই সম্পত্তি বৃদ্ধির বিষয়টি নতুন প্রশ্ন তুলেছে। এদিন এ বিষয়ে জানতে প্রকাশ চিকবড়াইককে ফোন করা হলেও তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শুধু প্রকাশ চিকবড়াইকেরই নয়, তাঁর স্ত্রী ললিতা চিকবড়াইকের সম্পত্তিও বেড়েছে। ২০২৪ সালের হলফনামায় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৬ লক্ষ ৬৬ হাজার ২১৮ টাকা ছিল। বর্তমানে তা বেড়ে হয়েছে ২১ লক্ষ ২৬ হাজার ৮০৪ টাকা। তবে এই সময়ে তাঁর স্থাবর সম্পত্তিতে কোনও পরিবর্তন হয়নি।

দুই বছরে প্রকাশের ঘোষিত সম্পত্তি বেড়েছে ১ কোটি ১১ লক্ষ ৭২ হাজার ৪৪৬ টাকা।

## আজও মেটেনি নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা

# পুরনিগমের নজর শুধু বড় রাস্তায়

> এক বছর ধরে নিকাশিনালাগুলি আর পরিষ্কার করা হয়নি। ফলে বর্ষার মরশুমে প্রতিবারই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। **সন্দীপ মুখোপাধ্যায়,** *হায়দরপাড়ার বাসিন্দা*

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** ব্যাপারটা কি তাহলে বজ্র আঁটুনি, ফস্কা গেরো? শিলিগুড়িতে জল জমার সমস্যা মেটাতে শহরের বিভিন্ন বড় রাস্তার পাশে নিকাশিনালার ওপর গড়ে ওঠা অবৈধ নির্মাণ বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। নির্মাণ ভাঙতে পুরনিগমের তরফে সেবক রোড, এসএফ রোড এলাকায় দফায় দফায় অভিযান চালানো হয়। লক্ষ্য একটাই, যাতে নিকাশিনালা সাফাই করতে সুবিধা হয়। শহরে জল না জমে।

অথচ পুরনিগমের অধিকাংশ ওয়ার্ডের নিকাশিনালা বহুদিন ধরে সাফাই করা হয় না। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, কোথাও ৫ মাস, কোথাও ৬, কোথাও আবার এক বছর ধরে নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হয় না। একদিকে সাফাইয়ের সুবিধার জন্য অবৈধ নির্মাণ ভাঙা হচ্ছে, অন্যদিকে শহরের নিকাশিনালা দীর্ঘদিন ধরে পরিষ্কার হয় না। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, পুরনিগম কি সত্যিই শহরে জল জমার সমস্যা মেটাতে আগ্রহী, নাকি সাফাইয়ের সুবিধা হবে বলে অবৈধ নির্মাণ ভাঙাটা আদতে 'স্টান্টবাজি'।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কোনও নিকাশিনালা পাঁচ মাস আগে পরিষ্কার হয়েছিল, আবার কোনওটি সাফাই হয়েছিল প্রায় এক বছর আগে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, পুরনিগমের কর্তাদের নজরদারির অভাবেই ফি বছর বর্ষার মরশুমে শহরের বিভিন্ন এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। এবারও ব্যতিক্রম হয়নি। এ বিষয়ে পুরনিগমের এক আধিকারিক বলেন, 'নিকাশিনালা পরিষ্কারের জন্য নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। তবে কোথাও যদি নিকাশিনালা এখনও পরিষ্কার না হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে স্থানীয়রা পুরনিগমের নির্দিষ্ট নম্বরে মেসেজ করে অভিযোগ জানাতে পারবেন। অভিযোগ পেলে দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।'

এই পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে, হাতেগোনা কয়েকটি এলাকায় অভিযান চালিয়ে আদৌ কি জল জমার সমস্যার সমাধান হবে? কারণ শহরের সিংহভাগ ওয়ার্ডের পাড়ায় পাড়ায় নিকাশিনালাগুলির বেহাল অবস্থা। বেশিরভাগ নিকাশিনালায় বালি-মাটি জমে আছে। পাড়ার নর্দমাই যদি নিয়মিত সাফাই না হয়, তবে সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকায় জল থইথই হওয়াটাই স্বাভাবিক।

শহরের হায়দরপাড়া এলাকা থেকে শুরু করে হাসপাতাল মোড়, বিধান রোড, সূর্য সেন কলোনি সহ বিভিন্ন এলাকার নিকাশিনালায় বালি-মাটি জমে আছে। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের দৃশ্য দেখে অবশ্য চোখ কপালে ওঠার জোগাড়। সেখানে হাইড্রেনের মাঝে বালি-মাটি জমে তাতে আগাছা জন্মেছে!

হায়দরপাড়া এলাকার বাসিন্দা সন্দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় এক বছর আগে এই এলাকার নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করা হয়েছিল। তারপর আর পরিষ্কার হয়নি। ফলে বর্ষার মরশুমে প্রতিবারই এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে।' একই সুরে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হাবু রায় বলেন, 'প্রায় পাঁচ মাস আগে শেষবার হাইড্রেন পরিষ্কার করা হয়েছিল।'

এ প্রসঙ্গে পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'সবটাই লক্ষ্য করছি। সঠিক সময়ে এ বিষয়ে কথা বলব।'

অন্যদিকে পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন বলেন, 'সবটাই আমাদের নজরে রয়েছে। শীঘ্রই বিষয়টি পুর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।'

*৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে নিকাশিনালায় জমে আবর্জনা।*

# বুড়াগঞ্জের ভাঙা কালভার্ট এখন মরণফাঁদ

**খড়িবাড়ি, ১৬ জুলাই :** বুধবার রাতে নকশালবাড়ি থেকে বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার গুয়াবাড়ি গ্রামীণ সড়ক হয়ে মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন দুই তরুণ। কিন্তু ভাঙা কালভার্টেই উঠতেই বিপত্তি। ওই কালভার্টের দু'পাশে কোনও ব্যারিকেড না থাকায় অন্ধকারে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কালভার্টের নীচে মোটরবাইক নিয়ে পড়ে যান তাঁরা। স্থানীয়রা চিৎকার শুনে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আঘাত গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক রাজেন মুন্ডা নামে এক তরুণকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

বৃষ্টিতে কিছুদিন আগে এই রাস্তায় বড় বক্স কালভার্টটি ভেঙে যায়। এরপর ব্লক প্রশাসনের তরফে হিউমপাইপ দিয়ে একটি বিকল্প কাঁচা রাস্তা তৈরি করা হয়। কিন্তু কালভার্টের দিকে যাওয়ার রাস্তাটি ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করা হয়নি। ফলে রাতে বুঝতে না পেরে ওই রাস্তা দিয়ে ভাঙা কালভার্টে উঠে পড়েন বাইকচালক। আর তাতেই বিপত্তি বাধে।

> কালভার্ট ভেঙেছে ১৯ জুন। অথচ এখনও প্রশাসনের তরফে রাস্তাটি বন্ধ করার জন্য কোনও ব্যারিকেড কেন দেওয়া হল না।
>
> **সদানন্দ রায় চৌধুরী**
> *ব্লক কংগ্রেস সভাপতি, খড়িবাড়ি*

স্থানীয়দের মধ্যে খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি সদানন্দ রায় চৌধুরী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, 'প্রশাসনের তরফে কালভার্ট ভাঙার পর বিকল্প রাস্তা করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মূল রাস্তার ভাঙা অংশের আগে কোনও ব্যারিকেড না দেওয়ায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।' তিনি অভিযোগ করে বলেন, 'কালভার্ট ভেঙেছে ১৯ জুন। অথচ এখনও প্রশাসনের তরফে রাস্তাটি বন্ধ করার জন্য কোনও ব্যারিকেড কেন দেওয়া হল না।' এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া হোক এবং ভাঙা কালভার্টটি নতুন করে তৈরি করা হোক। বুড়াগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনীতা রায় বলছেন, 'হিউমপাইপের বিকল্প সেতু ও রাস্তা তৈরি করেছে ব্লক প্রশাসন। তবে ওখানে যে ব্যারিকেড দেওয়া হয়নি, তা জানা ছিল না। শুক্রবারের মধ্যেই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামীণ রাস্তাটি বন্ধের জন্য ব্যারিকেড দেওয়া হবে।'

# চারাগাছ বিলি

**বাগডোগরা ও খড়িবাড়ি, ১৬ জুলাই :** বাগডোগরা থানার পুলিশের তরফে বৃহস্পতিবার অরণ্য সপ্তাহ পালিত হয়। এদিন থানায় এবং বিহার মোড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ফল এবং বিভিন্ন প্রজাতির চারাগাছ বিলি করা হয়। বাগডোগরা থানার ওসি কল্যাণ সাহা এবং পুলিশকর্মীরা চারাগাছ লাগান। এদিকে, বাতাসি ও নকশালবাড়ি রথমেলায় চারাগাছ বিতরণ করেন বন দপ্তরের টুকুরিয়াঝাড় রেঞ্জের কর্মীরা। এদিন বাতাসি ও নকশালবাড়িতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আসা সাধারণ মানুষের হাতে চারাগাছ তুলে দেন মন্ত্রী আনন্দময় বর্মন, বিধায়ক দুর্গা মুর্মু, রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়া প্রমুখ।

# বাইক চুরি

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** ফুলবাড়ি বাজার এলাকা থেকে বাইক চুরির ঘটনা ঘটল। বুধবার রাতে ফুলবাড়ির কালাঙ্গিনীর বাসিন্দা হসিমুদ্দিন আহমেদ বাইক রেখে বাজারে গিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, বাইক উধাও। এরপর খবর দেওয়া হয় এনজেপি থানায়। হসিমুদ্দিন বলেন, 'বাইক লক না করে বাজারে গিয়েছিলাম। কিন্তু এভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে চুরি হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। এলাকায় নতুন করে চোরের উৎপাত বেড়েছে।' বৃহস্পতিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

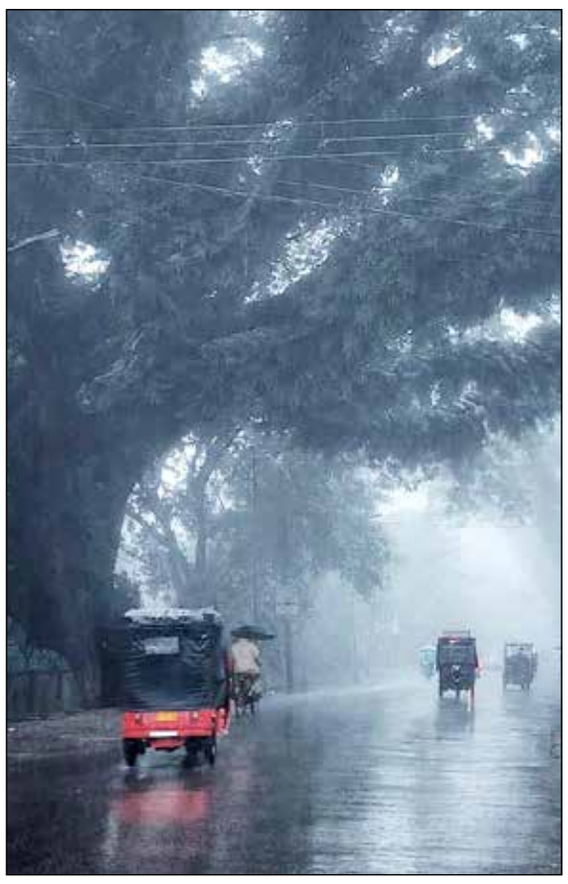

বৃষ্টিভেজা সেদিন।। *কোচবিহার শহরে ছবিটি তুলেছেন পূর্বা দাস।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

# ল্যাপটপ বাজারের বর্ষপূর্তি

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** সাফল্যের সঙ্গে ৩০ বছরের পথচলা সম্পূর্ণ করল ল্যাপটপ বাজার। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির শহরের পানিটাঙ্কি মোড় সংলগ্ন সেবক রোড এলাকায় ল্যাপটপ বাজারের শোরুমে দিনটি বিশেষভাবে উদযাপন করা হয়। গ্রাহকদের জন্যেও একগুচ্ছ অফার ঘোষণা করা হয়েছে।

ল্যাপটপ বাজারের কর্ণধার পঙ্কজকুমার দত্ত বলেন, '৩০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ল্যাপটপ কেনাকাটায় বিশেষ ছাড় ঘোষণা করা হয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য স্পেশাল ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ক্যাশব্যাক অফার পাবেন গ্রাহকরা। পাশাপাশি প্রতিটি কেনাকাটার ওপর নিশ্চিত উপহার থাকছে।' চলতি মাসের শেষ দিন পর্যন্ত এই অফার কার্যকর থাকবে বলে তিনি জানান।

শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার হোক বা ফাঁসিদেওয়ার চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগার, কর্মীসংকটে গ্রন্থাগারগুলির জেরবার দশা। কোথাও গ্রন্থাগারিকের পদ ফাঁকা পড়ে আছে। আবার কোথাও নতুন বই কিনে আনার পরও তা বস্তাবন্দি হয়ে থাকছে। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত শূন্যপদ পূরণ এবং গ্রন্থাগার ভবনগুলির সংস্কারের দাবি উঠছে।

# ৫০ হাজার বই, নেই গ্রন্থাগারিক

**তমালিকা দে**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ' থেকে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'তীরন্দাজ'— সব মিলিয়ে ৫০ হাজারেরও বেশি বই রয়েছে। অথচ সেই সব বই পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার কেউ নেই। দু'দিন ধরে একটা বই জমা দেওয়ার জন্য ঘুরছেন বলে জানালেন শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পাঠক সঞ্জীব ঘোষ। বললেন, 'দু'দিন ধরে আমি একটা বই জমা দেওয়ার জন্য ঘুরছি। কিন্তু কাউকে না দেখে আবার বই নিয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে।'

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের পাশেই রয়েছে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার। রেজিস্টার অনুযায়ী প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫ জন পাঠক আসেন। তবে সারি সারি তাকে বই থাকলেও তার ক্যাটালগিং করা বা চাহিদা অনুযায়ী পাঠকের হাতে বই তুলে দেওয়ার লোকই নেই গ্রন্থাগারে। দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগারিক না থাকায় দায়িত্ব সামলাচ্ছেন একজন পিওন। গ্রন্থাগারে মোট আটটি পদ থাকলেও কর্মী রয়েছেন মাত্র দুজন। এমনকি সেই দুজনকে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ অবস্থায় কখনো-কখনো গ্রন্থাগার ফাঁকা পড়ে থাকছে।

অবশ্য বর্তমানে চাকরিপ্রার্থীদের হাত ধরে অনেকটা হাল ফিরেছে গ্রন্থাগারের। প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার টাকার বইও কেনা হয়। কিন্তু পাঠকসংখ্যা বাড়লেও কর্মীসংখ্যা হাতেগোনা। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব সামলানো পিওন বলছেন, 'আমার সোম ও শুক্রবার হাতিঘিসার সৌমেনচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে দায়িত্ব রয়েছে। সেই দু'দিন শিবমন্দিরের একটি গ্রন্থাগারের কর্মী এসে এখানের দায়িত্ব সামলান।' শিবমন্দির থেকে আসা সেই কর্মী শুধু শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার নয়, উদয়ন মেমোরিয়াল স্পোর্টস গ্রন্থাগারের দায়িত্বেও রয়েছেন। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট বলছেন, 'আমার পোস্টিং এই গ্রন্থাগারে থাকলেও আমাকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দায়িত্বও সামলাতে হয়।' শিলিগুড়ি মহকুমায় মোট গ্রন্থাগার ২৯টি। এই গ্রন্থাগারগুলো পরিচালনার জন্য ৬৮ জন কর্মীর প্রয়োজন। তবে রয়েছেন মাত্র ২০ জন। অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারের পাশে থাকা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চারটি পদ থাকলেও শুধু একজন গ্রন্থাগারিক রয়েছেন। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক এসডি ভুটিয়া বলছেন, 'কালিম্পংয়ের পাশাপাশি আমার এখানে বাড়তি দায়িত্ব রয়েছে। এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে পারব না।'

*শিলিগুড়ি অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগারে চাকরিপ্রার্থী পড়ুয়ারা।*

# অবহেলায় পড়ে আছে গ্রন্থাগার

**মনোময় পাল**

**বাগডোগরা, ১৬ জুলাই :** স্যাঁতসেঁতে দেওয়াল, খসে পড়ছে প্লাস্টার। ভগ্নদশা শৌচাগারেরও। যে ঘরে একদিন জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলত, সেখানে এখন ইঁদুর, উইপোকার রাজত্ব। চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারের এখন এমনই অবস্থা। স্থানীয় বাসিন্দা অনাথবন্ধু রায় গ্রন্থাগারের জন্য জমি দিলেও তা আজ পর্যন্ত পড়েই আছে।

ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি-সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতে শাল-সেগুন আর চা বাগানের মাঝে ১৯৭৮ সালে চৌপুকুরিয়া প্রগতি পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। একসময় এখানে চারশোজন সদস্য ছিলেন। প্রতিদিন গ্রন্থাগারে ২৫-৩০ জন পাঠকের দেখা মিলত। বাগডোগরা, বিধাননগর থেকে অনেকেই এই গ্রন্থাগারে আসতেন, বই পড়তেন। কিন্তু এখন গ্রন্থাগারের দুটি ঘরের একটির টিনের চাল ফুটো হয়ে গিয়েছে। সেখান দিয়ে বর্ষায় জল ঢোকে। আজ সরকারি খাতায় এই গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ১৭৩ জন। কিন্তু দিনে উপস্থিতি মাত্র ৮-৯ জন।

পুরোনো বইগুলোর বেশিরভাগই পোকায় কাটা, উইতে ঝাঁঝরা। নতুন বই বস্তাবন্দি হয়ে রয়েছে। প্রয়োজন মতো বরাদ্দ আসেন না বলেও দাবি গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের।

বর্তমানে গ্রন্থাগারের কোনও কার্যনির্বাহী সমিতি পর্যন্ত নেই। গ্রন্থাগারিক জাহেনা বেগম লিউসিপাকরি লাইব্রেরির অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলান। সপ্তাহে তিনদিন- মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার আসেন।

যুগল ধর নামে গ্রন্থাগারের এক সদস্য বললেন, 'আগে সিলেবাসের বই, নোট বই সমস্ত রাখা হত। বহু ছেলেমেয়ে প্রতিদিন এখানে লেখাপড়া করতে আসত। এখন তো গ্রন্থাগার খোলেই না প্রতিদিন। আর ঘরগুলোর যা অবস্থা, যখন-তখন ভেঙে পড়তে পারে।'

প্রাক্তন লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট রতন বিশ্বাসের কথায়, 'করোনা পরবর্ত

# রাত বাড়লেই অতিরিক্ত ফি আদায়

## সেবক রোডে পার্কিংয়ে অনিয়ম

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত বাড়তেই শিলিগুড়ির সেবক রোড এলাকায় পার্কিংয়ের নামে অতিরিক্ত টাকা তোলার অভিযোগ ফের সামনে এসেছে। বিশেষ করে বিভিন্ন পাব ও বার থাকা কমপ্লেক্সগুলির সামনে নির্ধারিত পার্কিংকে কেন্দ্র করেই এই অভিযোগ উঠেছে। অতিরিক্ত টাকা দিতে অস্বীকার করলে হেনস্তারও শিকার হতে হচ্ছে বলে গাড়িচালকদের একাংশ অভিযোগ করেছেন।

পেশায় সেনাবাহিনীর এক কর্নেল এবং তাঁর স্ত্রী বুধবার রাতে এমনই এক ঘটনার মুখোমুখি হন। পরে তিনি ভক্তিনগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, বুধবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ স্ত্রীর সঙ্গে একটি কমপ্লেক্সে খেতে গিয়েছিলেন। পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা এক কর্মী তাঁর কাছে ৫০ টাকা দাবি করেন। স্লিপ চাইলে তাঁকে ২০ টাকার স্লিপ দেওয়া হয়। পুলিশের কাছে ওই কর্নেলের অভিযোগ, 'দাবিমতো ৫০ টাকা না দিয়ে আমরা চলে যাই। পরে এসে দেখি, গাড়ির টায়ারে পেরেক ঢোকানো রয়েছে। এরপর ড্যাশ ক্যামেরায় পরীক্ষা করতেই দেখি, পার্কিংয়ের ওই কর্মী এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।'

ঘটনায় সেবক রোডের ওই অংশের পার্কিং টেন্ডারের দায়িত্বে থাকা রাজু সেনগুপ্ত অস্বস্তিতে পড়েছেন। অভিযোগের জেরে তাঁকেও থানায় যেতে হয়। পরে তিনি বলেন, 'আমরা রাত ১১টা পর্যন্ত পার্কিংয়ের টাকা তুলতে পারি। রাত বাড়তেই সেবক রোডের কমপ্লেক্সগুলোতে বিভিন্ন মানুষের আনাগোনা চলায় পরিষ্কারভাবেই বলে দিয়েছি, রাত ১০টা পর্যন্ত পার্কিং নিতে। অভিযোগ পাওয়ামাত্র ওই পার্কিং কর্মীকে কাজ থেকে সরিয়ে দিয়েছি। কোনও ধরনের ঝামেলায় কেউ যাতে না জড়ায় সে ব্যাপারে পার্কিং কর্মীদের পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছি।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, সেবক রোড এলাকায় সন্ধ্যার পর থেকেই পার্কিং ব্যবস্থার চেহারা বদলে যায়। দিনের নির্ধারিত হারের বদলে রাতের দিকে পার্কিংয়ের রেট বেড়ে যায়। পাশাপাশি ঠেলাগাড়ি বসানোর পরিবর্তে টাকা তোলার অভিযোগও রয়েছে। পানিট্যাঙ্কি মোড়ের কাছে একটি কমপ্লেক্সের সামনে এক দোকানদারের দাবি, 'প্রতিদিন পঞ্চাশ টাকা হিসেবে আমরা দোকান বসাচ্ছি।' নিয়মিত

- রাত বাড়লেই পার্কিংয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায়ের অভিযোগ জোরালো হচ্ছে
- সেনাবাহিনীর এক কর্নেল এনিয়ে সমস্যায় পড়েন, দাবি না মেটানোয় টায়ার ফুটো করার অভিযোগ
- সমস্যার বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে বলে শিলিগুড়ি পুরনিগম জানিয়েছে

ওই এলাকায় যাতায়াতকারী রমেশ দাস বলেন, 'রাত বাড়তেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্কিংয়ের রেট বেড়ে যায়। কুড়ি টাকার পার্কিং পঞ্চাশ টাকা হয়ে যায়। অতিরিক্ত টাকা না দিলে হেনস্তার মুখেও পড়তে হয়।'

পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'আমাদের কাছে এ সংক্রান্ত নির্দিষ্ট অভিযোগ জানালে অবশ্যই ব্যবস্থা নেব। আমরাও নিজেরা এ ব্যাপারগুলোর দিকে নজর রাখছি। এছাড়াও পার্কিংয়ের টেন্ডারের মেয়াদ শেষ হলে নতুন করে টেন্ডার ডাকা হবে।'

কাজের মাঝে বিশ্রাম।। আলিপুরদুয়ারের কাছে ভাটপাড়া চা বাগানে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

## প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা

# রাস্তা নিম্নমানের, রিপোর্ট কেন্দ্রের

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** ২০১৯ সাল এবং তার পরবর্তী সময়ে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় (পিএমজিএসওয়াই) তৈরি হওয়া প্রায় ৭০ শতাংশ রাস্তাই অত্যন্ত নিম্নমানের। কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের ন্যূনতম মানদণ্ড পূরণেও এই রাস্তাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের অভিযোগের ভিত্তিতে ন্যাশনাল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এজেন্সির (এনআরআইডিএ) করা এক তদন্ত রিপোর্টে এই চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

দার্জিলিং লোকসভা এলাকা

কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রকের নির্দেশে এনআরআইডিএ-র 'ন্যাশনাল কোয়ালিটি কন্ট্রোল মনিটর' প্রতিনিধিদল দার্জিলিং লোকসভার অধীনস্থ ১৩০টি রাস্তার গুণমান খতিয়ে দেখে চলতি বছরের মে মাসে কেন্দ্রে রিপোর্ট জমা দেয়। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৩০টির মধ্যে ৮৮টি রাস্তার কাজই অত্যন্ত নিম্নমানের। আটটি রাস্তার কাজ কিছুটা সন্তোষজনক হলেও সেগুলির আরও উন্নতি প্রয়োজন। মাত্র ৩৪টি রাস্তার কাজ পুরোপুরি সন্তোষজনক বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। রিপোর্টে উল্লেখ, দার্জিলিং-পুলবাজার, জোড়বাংলো-সুকিয়াপোখরি, মিরিক, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, ফাঁসিদেওয়া,

- দার্জিলিং লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার ৭০ শতাংশ রাস্তাই অত্যন্ত নিম্নমানের
- কালিম্পং বাদে দার্জিলিং থেকে চোপড়া পর্যন্ত প্রায় সব ব্লকেই সরকারি নিয়ম মানা হয়নি
- বিগত রাজ্য সরকার ও জিটিএ-র বিরুদ্ধে রাস্তা তৈরিতে কোটি কোটি টাকা দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে

খড়িবাড়ি এবং চোপড়া ব্লকের অধিকাংশ রাস্তাতেই সরকারি নিয়ম মানা হয়নি। তবে কালিম্পং জেলার ব্লকগুলিতে তুলনামূলকভাবে ভালো কাজ হয়েছে।

এই রিপোর্টের ভিত্তিতে রাজ্য সরকার, প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ ও গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে (জিটিএ) কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন সাংসদ বিস্ট। তাঁর অভিযোগ, 'তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার এবং জিটিএ-র মদতে এই প্রকল্পে কেন্দ্রের পাঠানো কোটি কোটি টাকা লুট করা হয়েছে। নিম্নমানের নির্মাণকাজ, ভুয়ো বিল এবং ঠিকাদার-তৎকালীন শাসকদলের আঁতাতের কারণে গ্রামের মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে।' কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রক দ্রুত এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে এবং যে রাস্তাগুলি সংস্কার করে টেকসই করা সম্ভব, সেগুলির দ্রুত কাজ হবে বলেও তিনি আশ্বাস দিয়েছেন।

অন্যদিকে দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ প্রসঙ্গে জিটিএ-র প্রাক্তন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'আমাদের সময় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার বরাদ্দ আসেনি। তবে নিম্নমানের কাজ হয়ে থাকলে কেন্দ্র অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিক।'

গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা এলাকায় প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজের তদন্ত চেয়ে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে চিঠি দিয়েছিলেন বিস্ট। সেই চিঠির ভিত্তিতেই গত বছরের ৬ জুলাই এনআরআইডিএ-কে এই প্রকল্পগুলির কাজ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্র। এবার প্রকাশ্যে এল রিপোর্ট।

# দুই রুটে বন্ধ টয়ট্রেন

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। বর্তমান সময়েও ধস মোকাবিলায় মহানদী ও তিনধারিয়া এলাকায় কাজ চলছে। ফলে বৃহস্পতিবারও নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে চলাচলকারী টয়ট্রেন পরিষেবা সহ শিলিগুড়ি জংশন-তিনধারিয়া জঙ্গল সাফারি বন্ধ ছিল। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর) সূত্রে খবর, চলতি মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত পৃথক দুটি রুটে টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ২১ তারিখ থেকে ওই দুটি টয়ট্রেন পরিষেবা ফের ছন্দে ফিরতে পারে বলে আশা করছেন ডিএইচআর কর্তারা।

# উৎসবের আবহে রথযাত্রা

**উত্তরবঙ্গ ব্যুরো**

**১৬ জুলাই :** আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মীয় উৎসাহ ও উৎসবের আবহে রথযাত্রা পালিত হল। স্নানযাত্রার পর পনেরো দিন ঘরবন্দি থাকার পর এদিন জগন্নাথ দেব দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে রথে চড়ে মাসির বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেই উপলক্ষ্যে শহর ও গ্রামজুড়ে রথ, মেলা এবং নানা ধর্মীয় আয়োজনে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতোই।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, মন্ত্রী তথা বিধায়ক আনন্দময় বর্মন, ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু সহ অন্যরা নকশালবাড়ি ইসকন মন্দিরের রথযাত্রার উদ্বোধন করেন। ইসকন মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে পুণ্যার্থীদের জন্য খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বাবুপাড়া থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে নকশালবাড়ি রথখোলা এলাকায় পৌঁছায়। ভিড়ের কারণে নকশালবাড়ি-পানিঘাটা রাজ্য সড়ক সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়। পরে নকশালবাড়ি রথখোলায় রথের দড়িতে টান দিয়ে আনন্দময় রথের মেলার সূচনা করেন। খড়িবাড়ির বাতাসিতে বাতাসি ব্যবসায়ী সমিতি পরিচালিত রথযাত্রা এ বছর ৩৫তম বর্ষে পা দিল। বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা সেখানে রথের দড়িতে টান দেন। বাতাসি পিএসএ ক্লাবের মাঠে মেলারও আয়োজন করা হয়।

বাগডোগরা শ্রীকলোনি হরি মন্দির কমিটি, গোঁসাইপুর মুলাইজোত রাধাগোবিন্দ মন্দির, মুলাইজোত গোপালজি গৌড়ীয় মঠ, রানিডাঙ্গা সর্বজনীন রথযাত্রা কমিটি এবং বাগডোগরা লোকনাথনগর হরি মন্দিরেও সাড়ম্বরে রথযাত্রা পালিত হয়। বাগডোগরায়ও রথ উপলক্ষ্যে মেলার আয়োজন করা হয়। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়ার ভক্তিনগর থেকে রথ বের হয়। থানা মোড়ের হাইস্কুল মাঠে ধামমেলা থাকায় ভক্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে থানা মোড়ের মাসির বাড়িতে জগন্নাথ দেবের রথ রাখা হয়। হাটখোলা ও লিউসিপাকড়ি থেকেও জগন্নাথ দেবের রথের দড়িতে টান দিতে প্রচুর মানুষ ভিড় করে। প্রতিটি এলাকায় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসন ও পুলিশ ছিল তৎপর।

ইসলামপুর শহরেও রথযাত্রা ঘিরে ছিল উৎসবের আবহ। বৃষ্টি বাধা হয়ে দাঁড়ালেও ভক্তদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। রথযাত্রা ও মেলায় অংশ নিতে বহু মানুষ ভিড় করে। ইসলামপুর কোর্ট মাঠে মেলার আয়োজন করা হয়। চোপড়া ব্লকের সদর চোপড়া, কালাগছ, কাঁচাকালি, দাসপাড়া এবং সোনাপুরের তিনমাইল সহ বিভিন্ন এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে রথযাত্রা পালিত হয়। বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসে। সব মিলিয়ে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় রথযাত্রা সম্পন্ন হয়।

# নতুন মহকুমা শাসক

**ইসলামপুর, ১৬ জুলাই :** ইসলামপুরের নতুন মহকুমা শাসক হচ্ছেন রুশালী ক্লের। তিনি আগে মালদা সদরের মহকুমা শাসকের দায়িত্বে ছিলেন। বর্তমান মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়ালকে দুর্গাপুরে বদলি করা হয়েছে। তিনি বেশিদিন আগে ইসলামপুরের মহকুমা শাসক হিসাবে দায়িত্ব নেননি। ফলে সরকার পরিবর্তন হতেই তাঁর বদলি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

# জিটিএতে বদলি

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) প্রধান সচিব পদে রদবদল হল। নতুন প্রধান সচিব হিসাবে দায়িত্ব নিচ্ছেন স্মৃতিরঞ্জন মোহান্তি। এদিকে, জিটিএ-র বর্তমান প্রধান সচিব শামা পারভিন রাজ্য অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দপ্তরের বিশেষ সচিব পদে যোগ দিচ্ছেন। বুধবার রাজ্য সরকারের তরফে বদলির এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে।

# বাসের ধাক্কায় জখম, বিক্ষোভ

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে আসার পথে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম (এনবিএসটিসি)-এর একটি বাস দুর্ঘটনাগ্রস্ত হল। বৃহস্পতিবার মহানন্দা সেতু পার হওয়ার পর ওই বাসটি এক ব্যক্তিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় ওই ব্যক্তির মাথায় গুরুতর চোট লাগে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বাসটি আটকে বিক্ষোভ দেখান। অতিরিক্ত গতিতে বাস চালানোর অভিযোগে তাঁরা সরব হন। প্রধাননগর থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটির পাশাপাশি চালককে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গত এক সপ্তাহে এনবিএসটিসি'র বাসের সঙ্গে এটি তৃতীয় দুর্ঘটনা। পরপর এই ঘটনায় যাত্রী নিরাপত্তা এবং বাস চালানোর ধরন নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'দুর্ঘটনা যে কোনও সময়ই হতে পারে। তবে বিষয়টা নিয়ে আমরা দেখছি। আমরা এ বিষয়ে এনবিএসটিসি'র চালকদের সঙ্গেও আলোচনা করব।'

এদিন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে জংশন ট্রাফিক গার্ডের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। দুর্ঘটনার জেরে আতঙ্কিত হয়ে যাত্রীরা বাস থেকে নেমে পড়েন। পরে ট্রাফিক পুলিশ বাস ও চালককে আটক করে প্রধাননগর থানায় খবর দেয়। প্রত্যক্ষদর্শী নির্মল দাসের দাবি, 'ওই ব্যক্তি রাস্তা পার করছিলেন। ওই সময়ই এই বাসটি অতিরিক্ত গতিতে চলে আসে। বাসের ধাক্কায় ওই ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।' বাসের যাত্রী নির্মলা রায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এনবিএসটির বাস মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। এদিনও বড় একটা দুর্ঘটনা ঘটাল। দুর্ঘটনায় আহত ওই ব্যক্তি তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠুন বলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি।'

# পাঁচ মাসেও চালু হয়নি ক্যাফেটেরিয়া

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** গত ফেব্রুয়ারিতে ধুমধাম করে উদ্বোধন হয়েছিল উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের তেনজিং নোরগে ডিপোয় ক্যাফেটেরিয়া ও ডর্মিটরির। নিগমের তৎকালীন চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়ের হাত ধরে টার্মিনাসের একপাশে থাকা ভবনের দোতলায় ক্যাফেটেরিয়া ও ডর্মিটরির উদ্বোধন করে নানা পরিকল্পনার কথা শুনিয়েছিলেন। সেদিনই উদ্বোধন হয়েছিল ওয়েটিং রুমের। সেসবই এখন অতীত। উদ্বোধনের পর আর ঝাঁপ খোলেনি ক্যাফেটেরিয়ার। ডর্মিটরির দরজাও বন্ধ।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ছাতা, টেবিল সাজিয়ে ক্যাফেটেরিয়ার উদ্বোধন পুরোটাই ছিল লোকদেখানো। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও সেই ক্যাফেটেরিয়া আদতে চালুই হয়নি। নিগম সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত ক্যাফেটেরিয়ার দায়িত্ব কাউকে দেওয়ার জন্য টেন্ডারই ডাকা হয়নি। শুধু ক্যাফেটেরিয়াই নয়, উদ্বোধনের দিন তৎকালীন চেয়ারম্যান ডর্মিটরি রুমে বেশ কিছুক্ষণ কাটালেও এখনও সেটা ব্যবহারের মতো পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা যায়নি।

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগম সূত্রে খবর, এখনও ওই রুমে ফ্যান লাগানো হয়নি। বাতানুকূল করার কথা বলা হলেও তার ব্যবস্থা হয়নি। তবে উদ্বোধনের পর চালু হয়েছে ওয়েটিং রুম। বিষয়টি নিয়ে নিগমের অন্দরে ও রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নিগম সূত্রে খবর, সেই সময় সামনে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো, টেন্ডার ছাড়াই ক্যাফেটেরিয়া ও ডর্মিটরি উদ্বোধন করে দেওয়া হয়েছিল। নিগমের এক কর্তা স্বীকার করেছেন, উদ্বোধনের কিছুদিনের মধ্যেই নির্বাচনি আচরণবিধি চালু হয়ে যাওয়ায় বাকি কাজগুলো আর করাই সম্ভব হয়নি।

তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসের একপাশেই রয়েছে একটি ক্যান্টিন। এছাড়াও টার্মিনাসের আশপাশে বেশকিছু খাবারের দোকান রয়েছে।

- গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ক্যাফেটেরিয়া ও ডর্মিটরির উদ্বোধন করেন নিগমের তৎকালীন চেয়ারম্যান
- তারপরই নির্বাচনি আচরণবিধির জন্য আর কাজ হয়নি
- ক্যাফেটেরিয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য টেন্ডার পর্যন্ত ডাকা হয়নি

> তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যেই পরিবহণ দপ্তরের তরফে যেখানেই উন্নতি করার সুযোগ থাকবে আমরা সেটা করব।
>
> আনন্দময় বর্মন

সকাল থেকেই ওই দোকানগুলোয় যাত্রীদের ভিড় লেগে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাফেটেরিয়ার চালু করা গেলে আয় অনেকটাই বাড়বে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

বিষয়টা অস্বীকার করছেন না নিগমের নীচুতলার কর্মীদের একাংশও। এক কর্মীর কথায়, 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের আয় বাড়ানোর কথা চিন্তা করলে ক্যাফেটেরিয়া চালু করার বিষয়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তেনজিং নোরগে টার্মিনাসে পরিকল্পনামতো ক্যাফেটেরিয়া চালু করা গেলে যাত্রীরা সেখানে যেতেন বলে আমাদের আশা। ডর্মিটরি থেকেও ভালো আয় হত। বিশেষ করে ভোরের বাসের জন্য রাতেই টার্মিনাসে আসা যাত্রীদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে দাঁড়াত এই ডর্মিটরি।'

সম্প্রতি ডর্মিটরি রুমের জন্য কিছু ফ্যান নিয়ে আসা হলেও কবে সেগুলো লাগানো হবে, কবেই বা ডর্মিটরি চালু করা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'আগের সরকার কী করেছিল, সেটা আমাদের জানা নেই। তবে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাস থেকে শুরু করে গোটা রাজ্যেই পরিবহণ দপ্তরের তরফে যেখানেই উন্নতি করার সুযোগ থাকবে আমরা সেটা করব।'

# ব্যাটারি চুরির অভিযোগে ধৃত

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** টাওয়ারের দুই ডজন ব্যাটারি চুরির অভিযোগে বাড়ির কেয়ারটেকারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সাগর শীল। তিনি মাটিগাড়ার বাসিন্দা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক।

পুলিশ জানিয়েছে, গত বছর অক্টোবরে শেঠ শ্রীলাল বাজার এলাকার দীপঙ্কর দাস অভিযোগ দায়ের করেন, তাঁর বাড়ির ছাদের টাওয়ার খোলার সময় একটি সংস্থা ২৪টি ব্যাটারি রেখে যায়। ব্যাটারিগুলির আনুমানিক দাম ৭০,০০০ টাকা। ওই ব্যাটারিগুলি সাগর চুরি করেন বলে অভিযোগ। শনিবার তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে জেরা করে অসমের দুই ব্যক্তির সন্ধান পায় পুলিশ।

ওই দুই ব্যক্তি শিলিগুড়ি থেকে অসমে চুরির জিনিস নিয়ে যেতেন বলে অভিযোগ। দুই ব্যক্তির মধ্যে আবদুল কাদের জেলানিকে মঙ্গলবার সেবক রোড থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। প্রতিটি ব্যাটারি ১৬০০ টাকায় বিক্রি করেছিলেন ধৃতরা।

ইন্ডিয়ান অয়েল
IndianOil
CIN : L23201MH1959GOI011388
পাইপলাইনস ডিভিশন, ইস্টার্ন রিজিয়ন পাইপলাইনস, সিলিগুড়ি নির্মাণ কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ
"ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য চুক্তিভিত্তিকভাবে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী (L&LR বিভাগ ও LA বিভাগ) নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগ্রহ প্রকাশ (EOI)"
ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিমিটেড (IOCL) ১২ মাসের জন্য চুক্তিভিত্তিকভাবে কাজ করার উদ্দেশ্যে যোগ্য ও অভিজ্ঞ দেশাদারদের নিয়োগ করতে আগ্রহী। প্রয়োজন ও কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে চুক্তির মেয়াদ অতিরিক্তভাবে বাড়ানো যেতে পারে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

| সিরিয়াল নম্বর | উপলব্ধ পদবী | পোস্টের সংখ্যা | স্থান | যোগ্যতার মানদণ্ড |
|---|---|---|---|---|
| 1 | সার্ভেয়ার | 1 | শিলিগুড়ি (দার্জিলিং / জলপাইগুড়ি জেলা) পশ্চিমবঙ্গ | • প্রার্থীকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি সংস্কার বিভাগ (L&LR বিভাগ) এবং ভূমি অধিগ্রহণ বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হতে হবে। • IOCL ওয়েবসাইট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী প্রার্থীর বয়স ৬৪ বছরের বেশি হওয়া যাবে না। |
| 2 | পাটোয়ারী / আমিন / তালাতি / লেখপাল | 1 | | |
| 3 | নোটিশ সার্ভার / রাজস্ব সহকারী | 1 | | |

যোগাযোগ কর্মকর্তা : উপ-মহাব্যবস্থাপক (নির্মাণ), ইআরপিএল, কলকাতা, মোবাইল : 9687693391, ই-মেল : rishianand@indianoil.in
বিস্তারিত তথ্যের জন্য https://iocl.com/latest-job-opening. ভিজিট করুন। এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যেকোনো সংশোধনী/সংযোজনী/বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি শুধুমাত্র iocl.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিস নং : সিগ ডব্লু_৫ পলিসি, তারিখ ১৪.০৭.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_১৫_ওটি, তারিখ ১৪.০৭.২০২৬। কাজের নাম : পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে সকল স্টেশন/হাট/ইন্টারলকড এলসি গেট সমূহর ডাটালগার/আরটিইউ পিসি-র ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৩,২৫,৫৭,৬০২ টাকা। বায়না অর্থ : ৬,৫১,২০০ টাকা। ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নং : এমএলডিটি_এসএনটি_২৬-২৭_১৬_ওটি, তারিখ ১৪.০৭.২০২৬। কাজের নাম : মালদা ডিভিসনে নিম্নলিখিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এসঅ্যান্ডটি-র কাজ (ক) জেএমপি-কেইইউ শাখায় মাসুদন (এমএসডিএন) স্টেশনে প্রথম এফওবি-র ব্যবস্থা। (খ) মালদা ডিভিসনে বিইউপি এবং জেএমপি স্টেশনে বিদ্যমান এফওবি অপসারণ সহ কেপিআরডি, কেএপিপি এবং জিআইবিপি স্টেশনে প্রথম এফওবি-র ব্যবস্থা। (গ) অবজুগঞ্জ, পাওয়াই, ব্রহ্মস্থান, রামপুর এবং বিন্দুবাসিনী হল্টে এফওবি (৩ মিটার চওড়ার ব্যবস্থা)। (ঘ) বরিয়ারপুর স্টেশনে বিদ্যমান এফওবি-র সম্প্রসারণ। (ঙ) মালদা ডিভিসনের ডিআরটিপি, কেজেএইচ এবং বিকেএলই স্টেশনে এফওবি-র ব্যবস্থা। (চ) মালদা ডিভিসনের এনএটি, একেএন, ডিআরএইচ, এএইচএ, বিডিএজি স্টেশনে এফওবি-র ব্যবস্থা। (ছ) মালদা ডিভিসনে অতিরিক্ত/নতুন এটিভিএম-এর ব্যবস্থা। (জ) মালদা ডিভিসনের ৯টি স্টেশনে বিদ্যমান নন-আরডিএসও ধরনে অগ্নি-নির্ধারক এবং বিপদঘন্টি (অ্যালার্ম) ব্যবস্থা প্রতিস্থাপনের বন্দোবস্ত। টেন্ডার মূল্য : ২,৬৩,৫৫,৫৩৪.২২ টাকা। বায়না অর্থ : ৫,২৭,১০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২২.০৭.২০২৬ তারিখ থেকে ০৫.০৮.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং, মালদা।
MLD-137/2026-27
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং ৭৭-৮০ এমএলডিটি-২৬-২৭, তারিখ ১৩.০৭.২০২৬ (পি.ওয়ে এবং সিভিল ওয়ার্কস)। সিনিয়র ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর: কলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, টেন্ডার নং ৭৭-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-II/মালদা/পূর্ব রেলওয়ের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাহেবগঞ্জের অধিক্ষেত্রে এসএসই/পি.ওয়ে/ইন চার্জ/ট্র্যাক ডিপো/সাহেবগঞ্জের জন্য পি.ওয়ে সামগ্রী খালাস করার পি.ওয়ে কাজের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্য : ২৫,১৮,৪২৩.৫০ টাকা। ক্র. নং ২, টেন্ডার নং ৭৮-এমএলডিটি-২৬-২৭, কাজের নাম: ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অধিক্ষেত্রের অধীনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত বিভিন্ন স্থান-মালদা টাউন কলোনি, নিউ ফরাক্কা, বরহরওয়া, মণিগ্রাম প্রভৃতি বৈদ্যুতিস সাব-স্টেশ

■ ৪৭ বর্ষ ■ ৬০ সংখ্যা, শুক্রবার, ৩২ আষাঢ় ১৪৩৩

# অভূতপূর্ব সংকট

বঙ্গ রাজনীতি এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সম্মুখীন। একদিকে এতদিনের প্রধান বিরোধী দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে রাজ্য পরিচালনা করছে, অন্যদিকে এখনকার বিরোধী দলের অস্তিত্ব আদালত এবং নির্বাচন কমিশনে বিচারাধীন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্রমে একাকী, নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছেন। তাঁর অনুগত সঙ্গীরাও তাঁকে ছেড়ে ভিন্ন পথের পথিক হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন যেমন তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব, তেমনই বিপন্ন রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামো। এই ঘটনা রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে মোটেও শুভ নয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে তৈরি করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস। এককভাবে রাজনীতির ময়দানে নেমে লড়াই করে চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের অবলুপ্তি ঘটিয়েছিলেন। ভারতীয় রাজনীতিতে যা ছিল অনন্য দৃষ্টান্ত। একাদিক্রমে পনেরো বছর তিনি এই রাজ্য শাসনের ভার পেয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র এবং মহিলাদের জন্য এমন কিছু সামাজিক প্রকল্প শুরু করেছিলেন, যা তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

রাজনীতিক হিসাবে তিনি প্রশংসিত হচ্ছিলেন ঠিকই। কিন্তু প্রশাসক মমতার দুর্বলতা ধরা পড়ছিল বারবার। কখনও দুর্নীতির অভিযোগে, কখনও আইনশৃঙ্খলার অবনতির জন্য তাঁর সরকার সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছিল। তিনি এইসব সমালোচনাকে উপেক্ষা করে নিজস্ব ভঙ্গিতে রাজ্য পরিচালনা করে চলেছিলেন। প্রবল অহংবোধে আক্রান্ত মমতা বিরোধীশূন্য করতে চাইছিলেন রাজ্যকে। এটি তাঁর অন্যতম প্রধান ত্রুটি।

একসময় তাঁর প্রধান বিরোধী সিপিআই(এম) ক্রমে হীনবল হওয়ায় সেই স্থান পূর্ণ করে ফেলছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। এই দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক শক্তির প্রভাব এবং ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি অবহিত হলেও তাঁর কল্পনায় আসেনি যে, কখনও বিজেপি তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবে। এইসময় রাজ্য প্রশাসনে একটি সমান্তরাল ক্ষমতার উৎপত্তি হয়, যার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন মমতার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকেই মমতার অনুগত সঙ্গীরা খলনায়ক বলে চিহ্নিত করেছেন।

দলের 'সেনাপতি' হয়ে ওঠার যাত্রাপথ অভিষেকের ছিল উল্কার গতিতে। দলের বিধায়ক এবং সাংসদদের অভিযোগ, অভিষেকের এই উত্থানের মূলে রয়েছে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ধ স্নেহ। অভিষেক দলকে কর্পোরেট ধাঁচে সাজানোর উদ্যোগ নেন, যা দলের প্রবীণ নেতাদের সিংহভাগ মেনে নিতে পারেনি। কারণ ওইসব নেতার গুরুত্ব তখন থেকে কমতে থাকে। অভিষেক নতুন মুখদের দলের প্রথম সারিতে নিয়ে আসার প্রয়াসে মূলত নিজের ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।

সেই নতুন মুখেরাও কিন্তু এখন তাঁর বিরুদ্ধে মুখ খুলছেন। দলের নেতা, যাঁরা মমতার দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা, বারবার অভিযোগ করেছেন অভিষেকের একনায়কতান্ত্রিক ব্যবহারে তাঁরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন। অথচ এই ঘোর সংকটের মুহূর্তেও মমতা অভিষেককে ত্যাগ করতে রাজি হননি। মমতার এই অন্ধ স্নেহই দলের সিংহভাগকে বিদ্রোহের পথে ঠেলে দিয়েছে।

মদন মিত্র বা অনুব্রত মণ্ডলের মতো নেতারা, যাঁরা একসময় মমতার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা আজ অভিষেকের নেতৃত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে দল ছাড়ছেন। তৃণমূলের এমন ভগ্নদশায় স্বভাবতই অতীব খুশি শাসকদল বিজেপি। যেসব বিদ্রোহী বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গী হয়ে মমতার হাত ছেড়েছেন, তাঁরা নিজেদের প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস বলে দাবি করছেন।

তাঁরা বিধানসভায় পৃথক ব্লক হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন। উভয়পক্ষই নির্বাচন কমিশন এবং আদালতে তৃণমূলের প্রকৃত দাবিদার হিসাবে নথি পেশ করেছে। মমতা বিরোধী তৃণমূল বিধায়কদের প্রতি শাসকদলের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ধরা পড়ছে, যা বড় প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রশ্নটি হল, তবে কি এই বিরোধী তৃণমূল বিধায়ক গোষ্ঠী শাসকদলের নির্দেশে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে? যদি সত্যিই তা হয়, তাহলে এই রাজ্য যে অদূরভবিষ্যতে গভীর গণতান্ত্রিক সংকটে পড়বে, সে বিষয়ে সংশয় নেই।

## অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

# বধির দেশে মৃত্যুশয্যায় বিবেক

পরীক্ষা ব্যবস্থার ভয়াবহ দুর্নীতি ও প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে যন্তরমন্তরে সোনম ওয়াংচুকের টানা ১৯ দিনের আমরণ অনশনের প্রতি আমজনতার এই চরম উদাসীনতা আসলে আমাদের পচে যাওয়া বিবেকেরই নগ্ন রূপ।

**শুভঙ্কর চক্রবর্তী**

রুপোলি পর্দায় যখন 'থ্রি ইডিয়টস'-এর ক্লাইম্যাক্স ঘনিয়ে আসে, তখন প্যাংগং হ্রদের ধারে ফুংসুক ওয়াংডুকে আবিষ্কার করে দর্শক হাততালিতে ফেটে পড়েছিল। পপকর্ন হাতে বসে থাকা আমজনতা ভেবেছিল, যাক, জিনিয়াস শেষপর্যন্ত তার যোগ্য সম্মান পেল! সিনেমায় চশমা পরা, রগচটা ডিন 'ভাইরাস'-ও শেষমেশ নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফুংসুককে জড়িয়ে ধরেছিলেন। কিন্তু বাস্তবের চিত্রনাট্য তো আর বলিউডের কোনও পরিচালক লেখেন না। বাস্তবের মাটিতে তাই ফুংসুক ওয়াংডু, অর্থাৎ সোনম ওয়াংচুককে দিনের পর দিন না খেয়ে বসে থাকতে হয়। সিনেমা শেষ হলে হলের আলো জ্বলে ওঠে, কিন্তু লাদাখের এই স্বপ্নদ্রষ্টার বাস্তবের লড়াই শেষে আজও আলো জ্বলেনি। সেই দীর্ঘ লড়াইয়ের শব্দ রাষ্ট্রের কান পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য নিজের শরীরটাকেই তিল তিল করে ক্ষয় করছেন সোনম। তবুও আমজনতার মূল্যবোধের বাতি টিমটিম করছে।

রাষ্ট্রের চরিত্রটি বরাবরই বড় অদ্ভুত। যতদিন সোনম তাঁর অভিনব 'আইস স্তূপ' বানিয়ে খরাপীড়িত লাদাখে জলের বন্দোবস্ত করেছেন, কিংবা সৌরশক্তিচালিত পরিবেশবান্ধব তাঁবু বানিয়ে সেনার সাহায্য করেছেন, ততদিন রাষ্ট্র তাঁকে মাথায় তুলে রেখেছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে পুরস্কার পেয়ে যখন দেশের নাম উজ্জ্বল হয়েছে, তখন বাহবা দিতে কেউ কার্পণ্য করেনি। কিন্তু গোল বাধল তখনই, যখন সেই 'জাতীয় হিরো' লাদাখের পরিবেশ, সংস্কৃতি এবং শিক্ষার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। যখন তিনি ষষ্ঠ তফশিলের দাবি তুলে মনে করিয়ে দিলেন যে, কর্পোরেট লোভের হাত থেকে পাহাড়ের ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানো দরকার, তখন হঠাৎ করেই রাষ্ট্র যেন কানে তুলো গুঁজে দিল। প্রশ্ন যখন জোরালো হল তখন হিরো থেকে রাতারাতি 'দেশদ্রোহী' তকমা সেঁটে দেওয়া হল সোনমের কপালে। সিনেমার 'ভাইরাস' তাও নিজের ভুল স্বীকার করেছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক আর রাজনৈতিক ভাইরাসে আক্রান্ত আমাদের সিস্টেম বড্ড বেশি একগুঁয়ে।

ওয়াংচুকের এই লড়াইয়ের একেবারে কেন্দ্রে মিশে আছে তাঁর নিজস্ব শিক্ষাদর্শন। তিনি তাঁর বিকল্প স্কুল 'সেকমোল' তৈরি করেছিলেন তথাকথিত ফেল করা, বাতিল ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে। হাতেকলমে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন, সমতলের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে বানানো সিলেবাস লাদাখের রুক্ষ ভূপ্রকৃতির জন্য নয়। যে শিশুটি হিমাঙ্কের নীচে তাপমাত্রায় মাটি আর বরফের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকার কায়দা জানে, তাকে সমতলের মডেলে কেরানি বানানোর এই যে বিশাল কারখানা, তার বিরুদ্ধেই তো ওয়াংচুক চিরকাল আওয়াজ তুলেছেন। আর আজ, দিল্লির যন্তরমন্তরে তাঁর চলতে থাকা এই আমরণ অনশনের মূলেও রয়েছে সেই শিক্ষারই চরম অবক্ষয়ের প্রতিবাদ।

সর্বভারতীয় স্তরের পরীক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতি এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের কেলেঙ্কারির পর শিক্ষার আমূল সংস্কার ও জবাবদিহির দাবিতেই মূলত তাঁর এই অনশন। তাঁর দাবি অত্যন্ত স্পষ্ট— এই ভয়াবহ দুর্নীতির, বিশেষ করে 'নিট' প্রবেশিকা পরীক্ষার কেলেঙ্কারির নৈতিক দায়ভার কাঁধে নিয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে। সোনমের জেদ পাহাড়ের মতোই অটল; যতক্ষণ না সরকার সরাসরি এই ছাত্র-আন্দোলনকারীদের সঙ্গে সদর্থক আলোচনায় বসে এই ব্যর্থ সিস্টেমের সমাধান করছে, ততক্ষণ তিনি অনশন ভাঙবেন না। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে তিনি আজ সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা, কঠোর দুর্নীতিদমন নীতি এবং ভারতের কেন্দ্রীভূত পরীক্ষা ব্যবস্থার আমূল পুনর্গঠনের ডাক দিয়েছেন।

প্যাংগং হ্রদের ধারে হলুদ স্কুটার নিয়ে পর্যটকরা 'থ্রি ইডিয়টস'-এর স্মৃতি হাতড়ে সেলফি তুলতে ব্যস্ত। অথচ সেই সিনেমার আসল অনুপ্রেরণা একাকী লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন চরম উদাসীনতার বিরুদ্ধে। তা নিয়ে সেই অর্থে কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। রুপোলি পর্দার হিরোরা আড়াই ঘণ্টার শেষে জিতে যায় ঠিকই, কিন্তু বাস্তবের স্বপ্নদ্রষ্টাদের লড়তে হয় এক অনন্ত ক্লান্তিকর লড়াই। সোনম ওয়াংচুকের এই অনশন আসলে আমাদের গোটা ব্যবস্থারই এক চরম ব্যর্থতার প্রতিচ্ছবি, যেখানে একজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদকে তাঁর মেধা, তাঁর উদ্ভাবন সবকিছু সরিয়ে রেখে, বেঁচে থাকার আর দেশের ভবিষ্যৎ বাঁচিয়ে রাখার দাবিতে অনশন করে শুকিয়ে যেতে হচ্ছে। তাই সিনেমার শেষের হাততালি, বাস্তবের শূন্যতায় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

১৪০ কোটির দেশে সোনমের পাশে দাঁড়ানো মানুষের সংখ্যা নগণ্য। তবুও এক বুক পাহাড়প্রমাণ জেদ নিয়ে লড়ে যাচ্ছেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় আচমকা যখন তাঁর সেই পরিশ্রান্ত, শুকিয়ে যাওয়া মুখখানা ভেসে ওঠে, তখন যে কোনও সংবেদনশীল মানুষের বুকের ভিতরটা এক অজানা যন্ত্রণায় দুমড়ে-মুচড়ে যেতে বাধ্য। তবুও ওই ক্লান্ত চোখের দৃষ্টিতে এখনও হিমালয়ের মতো অটল এক জ্বলন্ত আগুন। তবে দিনের শেষে দিল্লির বাতাসে ভাসছে একটাই প্রশ্ন, যাঁদের জন্য এই আত্মত্যাগ, সেই মানুষরা কি আদৌ তাঁর দিকে একবার ফিরে তাকাচ্ছেন?

সোনম লড়ছেন আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুরক্ষিত, দুর্নীতিমুক্ত ভবিষ্যৎ রেখে যাওয়ার জন্য। সেই প্রেক্ষিতে তাঁর এই লড়াই কেবল লাদাখের নয়, গোটা ভারতের। কিন্তু এক রূঢ় সত্য হল, যাঁদের জন্য মানুষটা তিলে তিলে নিজেকে শেষ করছেন, তাঁদের বিন্দুমাত্র কোনও হেলদোল নেই। চারদিকে সবাই যেন বধির। চরম স্বার্থপর নীরবতার বাতাস বইছে। যন্তরমন্তর একসময় দেশের প্রতিবাদের, অধিকার আদায়ের সবচেয়ে বড় প্রাঙ্গণ ছিল। আজ সেখানে সোনমের সমর্থনে লাখো মানুষের ঢল নেই, আকাশ-কাঁপানো কোনও স্লোগান নেই।

দেশের স্বার্থে, শিক্ষার স্বার্থে একজন বরেণ্য বিজ্ঞানী যখন অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তখন এই উপমহাদেশ যেন কুম্ভকর্ণের ঘুমে আচ্ছন্ন। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি, এর চেয়ে বড় লজ্জা এই স্বাধীন দেশের আর কী হতে পারে? আমরা কি সত্যিই এক অকৃতজ্ঞ জাতিতে পরিণত হয়েছি? পাঠ্যবইয়ে ভগৎ সিং, ক্ষুদিরাম বা গান্ধিজির আত্মত্যাগের কথা পড়ে আমাদের চোখে জল আসে ঠিকই, কিন্তু চোখের সামনে যখন একজন জলজ্যান্ত মহামানব নিজের জীবন বিপন্ন করেন, তখন মেরুদণ্ড সোজা করে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর সাহসটুকু আমাদের হয় না। যে সমাজ আজ ভেতর থেকে পচে গিয়েছে, যে সমাজের বিবেক গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে, সেই মৃত সমাজের জন্য এক সোনার মানুষের এই আত্মাহুতি বড় বেমানান।

যাঁদের অধিকারের জন্য সোনম গলা ফাটাচ্ছেন, তাঁরা যেন জন্ম থেকেই বধির। আসলে মূল্যবোধের চর্চায় আমরা বারে বারে গোল্লা পেয়েই আসছি। জীবিত অবস্থায় আমরা বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগর, রামমোহনকেও কটাক্ষ করতে ছাড়িনি, তীব্র যন্ত্রণা দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথকেও সহ্য করতে হয়েছে আমাদের গঞ্জনা। স্বাধীন ভারতে দাঁড়িয়ে নেতাজিকে নিয়ে উপহাস করতেও আমরা পিছপা হচ্ছি না। তাই সোনমের অনশন নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মিম তৈরি হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। যে মানুষটা সত্যিই ঘুমিয়ে আছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে জাগানো যায়। কিন্তু যে সমাজ সচেতনভাবে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে আছে, তাকে প্রাণ দিয়েও জাগানো অসম্ভব। সোনমের এই অপরিসীম ত্যাগের মূল্য বোঝার মতো সংবেদনশীলতা এই দেশের মরে যাওয়া বিবেকের আর অবশিষ্ট আছে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলাই যায়। অনশনের দিন গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ওয়াংচুকের শরীর যখন একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে আসছে, রক্তচাপ যখন আশঙ্কাজনকভাবে কমছে, তখন আমাদের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলোর নির্লিপ্ততা দেখে শিউরে উঠতে হয়। এই পঙ্গু সমাজের কাছে সোনমের বেঁচে থাকার লড়াইটাই আজ সবচেয়ে বড় চপেটাঘাত হওয়া উচিত।

আমাদের সোনমের দরকার নেই, আমাদের প্রয়োজন বাতেলাবাজ একদল নেতার। তাদের পদযুগল মাথায় তুলে নাচতে পারলেই আমরা নিজেদের ধন্য মনে করি। কিন্তু ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার, ওই পাহাড়গুলোর বড্ড প্রয়োজন ওয়াংচুককে। তাঁর মস্তিষ্ক, তাঁর অদম্য জীবনীশক্তি, এগুলো কেবল ভারতের নয়, গোটা পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। তিনি না থাকলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, অধিকার নিয়ে কথা বলার আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। তিনি ফিরে যান তাঁর পাহাড়ে, বেঁচে থাকুন নিজের শর্তে- এই অসহায় প্রার্থনাই করছেন দেশের সংবেদনশীল সমস্ত মানুষ।

*(লেখক সাংবাদিক)*

**শিক্ষার অধিকার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে যন্তরমন্তরে সোনম ওয়াংচুকের এই আমরণ অনশন আসলে আমাদের মৃত সমাজের এক জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। 'নিট'-এর মতো পরীক্ষায় নজিরবিহীন কেলেঙ্কারির পর শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ এবং স্বচ্ছতার দাবিতে আজ তিনি মৃত্যুশয্যায়। ১৪০ কোটির এই বধির দেশে স্বার্থপর সমাজের এই চরম নীরবতা স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি ও জাতীয় লজ্জা। আমরা কি সত্যিই এক অকৃতজ্ঞ জাতিতে পরিণত হয়েছি?**

## আজ

**১৯০৬**

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন নাট্যব্যক্তিত্ব বিজন ভট্টাচার্য।

**১৯৯২**

অভিনেত্রী কানন দেবী প্রয়াত হন আজকের দিনে।

## আলোচিত

গত চার বছর ধরে আমরা বিশ্বের সেরা দল। সেটা কারও পছন্দ হোক বা না হোক। কেউ আমাদের সুবিধা দেয়নি। পরপর দুটো বিশ্বকাপের ফাইনালে ওঠা সহজ নয়। আমরা জানি, আমরা কতটা ভালো খেলি। তাই কে কী বলল, তাতে কিছু যায় আসে না। তবে এমন কিছু বলা উচিত নয়, যাতে পরে আফসোস করতে হয়।

- লিওনেল মেসি

## ভাইরাল/১

গ্রিল টপকে নীচে পড়ল ৪ বছরের একরত্তি। বাবা-মায়ের সঙ্গে কর্ণাটকের চিকবল্লাপুরে শপিং মলে গিয়েছিল শিশুটি। মলের প্রথমতলায় বাবা-মায়ের অগোচরে একা সেফটি গ্রিল ধরে দাঁড়িয়েছিল। আচমকা জায়গাটি টপকে ডিগবাজি খেয়ে নীচে পড়ে।

## ভাইরাল/২

ভরদুপুরে জিম থেকে উধাও পেল্লাই ওয়াটার কুলার! অমরাবতীর রাজকমল চকে মানুষের তেষ্টা মেটাতে নিজের জিমের বারান্দায় কুলারটি বসিয়েছিলেন। একজন জিমের সামনে অনেকক্ষণ ঘুর ঘুর করছিল। সতর্কভাবে চারপাশ দেখে চোখের পলকে তা কাঁধে তুলে চম্পট দেয়।

জনমন
জনমত

# বিবেকের অন্ধত্ব ও শিক্ষার সংকট

ভারতীয় প্রকৌশলী, আবিষ্কারক, শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক টানা ১৯ দিন ধরে দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশন কর্মসূচি পালন করছেন। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দীর্ঘ অনশনের কারণে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তাঁর আন্দোলনের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে- জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস, পরীক্ষা পরিচালনায় অনিয়ম, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কার, তরুণ সমাজের কর্মসংস্থানের বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট অবস্থান এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি।

এইসব দাবির সঙ্গে কেউ একমত হতে পারেন, আবার কেউ দ্বিমতও পোষণ করতে পারেন। গণতান্ত্রিক সমাজে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু যে বিষয়টি আমার বিবেকে আঘাত করেছে তা হল, সামাজিক মাধ্যমে সোনমকে উদ্দেশ্য করে প্রকাশিত বহু অবমাননাকর, বিদ্রুপাত্মক ও অমানবিক মন্তব্য। এমনকি তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবরেও কেউ কেউ আগাম মৃত্যুকামনা করেছেন। মতাদর্শের পার্থক্য কি আমাদের মানবিকতার বোধটুকুও কেড়ে নিতে পারে?

সোনম শুধু একজন আন্দোলনকারী নন, তিনি এমন একজন শিক্ষাবিদ ও উদ্ভাবক, যিনি দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করে আসছেন। তাঁর অবস্থান বা আন্দোলনের পদ্ধতি নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার স্বচ্ছতা, পরীক্ষায় ন্যায্যতা এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে যেসব প্রশ্ন তিনি ও তাঁর সঙ্গে থাকা আন্দোলনকারীরা তুলেছেন, সেগুলো কি সত্যিই উপেক্ষা করার মতো?

শিক্ষা কোনও রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়। এটি একটি জাতির ভবিষ্যতের ভিত্তি। তাই শিক্ষা নিয়ে ওঠা প্রশ্নকে দলীয় সমর্থন বা বিরোধিতার সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে, জাতীয় স্বার্থের আলোকে বিচার করা প্রয়োজন। প্রশ্ন ফাঁস, দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে কার্যকর সংস্কার অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

গণতন্ত্রে প্রতিবাদ যেমন একটি সাংবিধানিক অধিকার, তেমনি ভিন্নমত প্রকাশও নাগরিকের অধিকার। কিন্তু মতভেদ কখনোই বিদ্বেষ, কটূক্তি বা অমানবিকতার রূপ নিতে পারে না। একজন মানুষ বা একটি আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিমত থাকলেও তাঁর বক্তব্যকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করা যায়। ব্যক্তিগত অপমান বা অসুস্থতার জন্য উপহাস কোনও সভ্য সমাজের পরিচয় হতে পারে না।

আজ আমরা যদি শিক্ষার মতো মৌলিক প্রশ্নে নীরব থাকি, যদি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক আনুগত্যকে সত্য ও ন্যায়ের ঊর্ধ্বে স্থান দিই, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমরা আরও একটি বৈষম্যমূলক ও অনিশ্চিত সমাজ রেখে যাব। তাই এখনই সময় বিবেককে জাগ্রত করার, শিক্ষার মর্যাদা রক্ষার এবং এমন একটি ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়ানোর, যেখানে মেধা, পরিশ্রম ও সততাই হবে সাফল্যের একমাত্র ভিত্তি। কারণ, চোখের অন্ধত্বে মানুষ কখনও বা পথ হারায়, কিন্তু বিবেকের অন্ধত্ব একটি জাতির ভবিষ্যৎকে চিরতরে অন্ধকারে ঠেলে দেয়।

**বীণা বল**
**শ্রীপল্লি, রোড নম্বর ৫, শিলিগুড়ি বাজার।**

# ডেলুলু থেকে ভাষার নতুন মানচিত্র

ডিজিটাল প্রজন্ম বদলে দিচ্ছে ভাষা, অভিধানও মানছে সেই পরিবর্তন।

**পরাগ মিত্র**

খবরটা ছড়াতেই পুরো গ্রাম মাটি খুঁড়ছে। কোথাও নাকি দস্যুরা লুটের খাজানা পুঁতে রেখেছে। শেষে জানা গেল, সবটাই ভুলোমন ভোলাদাদুর দিবাস্বপ্ন। কমলা দাসের গল্প পড়ানোর পর ক্লাসে একসঙ্গে উত্তর এল, 'স্যর, ডেলুলু ইজ সলুলু কেস।' প্রবীণ শিক্ষক বিরক্ত হলেও কেমব্রিজ অভিধান 'ডেলুলু' শব্দটিকে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছে। 'ডেলুলু' মূলত 'ডিলিউশনাল' বা অবাস্তব কল্পনায় বিশ্বাসী হওয়ার জনপ্রিয় কথ্য রূপ। সলুলু, রিজ, স্কিবিডি, ব্রেন রট— ডিজিটাল যুগের বহু শব্দ ইতিমধ্যেই অভিধানের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। 'ব্রেন রট' ২০২৪ সালে অক্সফোর্ডের বর্ষসেরা শব্দও হয়েছে। ভাষা কেবল ব্যাকরণ মেনে চলে না, মানুষের ব্যবহারই তার আসল চালিকাশক্তি, এই নতুন অভিধানচর্চা যেন সেটাই আরও একবার মনে করিয়ে দেয়।

সাহিত্য নয়, রক, বাজার, ট্রেন, মাঠই ভাষা তৈরির আসল কারখানা। নতুন শব্দের জন্ম, পুরোনো অর্থের বদল ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তন। একসময় ডুয়ার্সের 'চ্যারেড' বা কোচবিহারের 'ফাল পারা' ছিল আঞ্চলিক। এখন জেন জেড যুগে ট্রেন্ডিং শব্দ মুহূর্তে দেশ থেকে দেশান্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। স্প্যানিশ 'ভালে', উত্তর ভারতীয় কথ্য 'ওয়ে' কিংবা নানা দেশের কথ্য শব্দ আজ সহজেই বিশ্বভাষার অংশ হয়ে উঠছে। আগে একটি শব্দ এক জেলা থেকে অন্য জেলায় পৌঁছাতে বছর কেটে যেত। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে একটি ভিডিও বা একটি মিমের হাত ধরে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

এই প্রজন্মের কথোপকথনে 'ব্রো', 'ফ্যাম', 'সাস', 'বেইজড', 'স্লে', 'বেস্টি', 'ড্রিপ', 'ক্যাপ', 'ঘোস্টিং', 'সিচুয়েশনশিপ', 'অরা', 'বাংক' কিংবা 'ওয়াইফি' যেমন স্বাভাবিক, তেমনি বাংলাতেও 'হেব্বি', 'চরম', 'ফাটিয়ে দেওয়া', 'চাপ নিস না', 'সিন টাইট', 'মাস্কা মারিস না', 'পাঁচিলে বসে থাকা' বা 'দিমাগের ভাজিপাও' অনায়াসে ঢুকে পড়েছে। ভাষা এখানে শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়, পরিচয়েরও চিহ্ন। কে কোন প্রজন্মের, কোন ডিজিটাল সংস্কৃতির অংশ, অনেকসময় তা বোঝা যায় তার ব্যবহৃত শব্দ থেকেই। তাই বাবা-মা বা শিক্ষকদের কাছে অনেক শব্দ দুর্বোধ্য মনে হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে সেগুলো প্রতিদিনের স্বাভাবিক ভাষা।

সময়ের সঙ্গে ভাষাও বদলায়। 'ইলু' থেকে শুরু করে আজকের 'ওটিপি' (ওয়ান ট্রু পেয়ারিং), 'টিবিএইচ', 'ফিনস্টা', 'আইআরএল', 'আইডিসি', 'এফআর' বা 'বিটিডব্লিউ'— আলফানিউমেরিক ভাষা এখন ঠোঁটের ডগায়। দ্রুত চ্যাটিং, ছোট বার্তা আর ডিজিটাল যোগাযোগের প্রয়োজনে তৈরি হওয়া এই সংক্ষিপ্ত রূপগুলো এখন আর শুধু মোবাইল ফোনের পর্দায় আটকে নেই, কথাবার্তার মধ্যেও জায়গা করে নিয়েছে। পাওলো ফ্রেইরি দেখিয়েছিলেন, ভাষা ক্ষমতারও হাতিয়ার। তাই নতুন প্রজন্ম নিজের অভিজ্ঞতা, গতি ও সংস্কৃতি অনুযায়ী নিজের ভাষাও তৈরি করবে, সেটাই স্বাভাবিক। দ্রুতির যুগে ণত্বষত্বের আবরণ কিছুটা খসে পড়লেও ভাষা তার প্রাণশক্তি হারায় না, বরং নতুন প্রকাশভঙ্গিতে আরও বহমান হয়ে ওঠে।

ইংরেজি আজ ডিজিটাল পৃথিবীর লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা বলেই ট্রেন্ডিং শব্দে তার প্রভাব বেশি। কেমব্রিজ, অক্সফোর্ড, ওয়েবস্টারের মতো অভিধানও নতুন স্ল্যাং নথিভুক্ত করছে। বিজ্ঞাপন জগৎও দ্রুত সেই ভাষা গ্রহণ করছে, কারণ তারা জানে, মানুষের মুখের ভাষাই শেষপর্যন্ত বাজারের ভাষা। অথচ বাংলা অভিধান সেই গতির সঙ্গে তাল মেলাতে পারেনি। তাই জনপ্রিয় ধারাবাহিকের প্রবীণ উকিলও যখন অনায়াসে 'ফ্লেক্স' বলেন, কিংবা স্কুলের মাস্টার 'ডেলুলু' শব্দের অর্থ খুঁজে নেন, তখন বোঝা যায

# ইসরোয় ইস্তফা ১০০ বিজ্ঞানীর কঠোর কেন্দ্র

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** গগনযান অভিযানের মুখে ১০০ বিজ্ঞানীর গণ-ইস্তফায় বেকায়দায় ইসরো। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং প্রকল্পগুলি বাঁচাতে বিজ্ঞানীদের ইস্তফার নিয়ম কড়া করল নরেন্দ্র মোদি সরকার।

গত ১৪ জুলাই কেন্দ্রীয় মহাকাশ বিভাগ (ডস) এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, 'গগনযান'-এর মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে যুক্ত বিজ্ঞানীদের ইস্তফা বা স্বেচ্ছাবসর আর রুটিন মেনে গ্রহণ করা হবে না। এখন থেকে 'গ্রুপ-এ' ভুক্ত কারিগরি বা বৈজ্ঞানিক স্তরের কর্মীদের ইস্তফার বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্র। এর ফলে ইসরোর বিভিন্ন কেন্দ্রের অধিকর্তাদের হাতে থাকা ইস্তফা গ্রহণের পুরোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা কার্যত কেড়ে নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মরিয়া সরকার।

বেঙ্গালুরুর ইউআরএসসি এবং তিরুবনন্তপুরমের ভিএসএসসি কেন্দ্র থেকেই সবথেকে বেশি বিজ্ঞানী ইস্তফা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য পদত্যাগকারীদের মধ্যে রয়েছেন এলভিএম-৩ রকেট প্রকল্পের ডিরেক্টর ভিক্টর জোসেফ টি। বিশেষজ্ঞদের মতে, মহাকাশ গবেষণা ক্ষেত্রে জোয়ার আসা নতুন স্টার্টআপ সংস্থাগুলিতে আকাশছোঁয়া বেতন, দ্রুত পদোন্নতি ও বাড়তি স্বাধীনতার হাতছানিই এই 'ব্রেন ড্রেন'-এর মূল কারণ। ইসরো চেয়ারম্যান ভি নারায়ণন অবশ্য পরিস্থিতি লঘু করে জানিয়েছেন, 'মানুষ কাজ ছেড়ে যায়, সেটা যে কোনও সংস্থার অংশ। তবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি যাতে হঠাৎ থমকে না যায়, তা নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। কেউ গেলে অন্য কেউ দায়িত্ব নেবেন।'

গগনযান ছাড়াও চন্দ্রযান-৪, মঙ্গলযান-২ এবং ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশনের মতো বড় চ্যালেঞ্জ এখন ইসরোর সামনে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বেতন কাঠামো ও কাজের পরিবেশের আমূল সংস্কারই দীর্ঘস্থায়ী সমাধান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, প্রশাসনিক কারণেই ইস্তফার নিয়ম আরও কড়া করা হয়েছে। বিষয়টিকে 'স্বাভাবিক' বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ইসরোয় প্রচুর মানুষ কাজ করেন। তাই অনেকেই আসেন এবং যান। তবে গগনযানের মতো মিশনের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলবে।' তবে স্বেচ্ছাবসরের নিয়ম বদলে তাঁর জবাব, 'প্রশাসনিক বিষয়গুলির কারণেই স্বেচ্ছাবসর নিয়ে নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে। কারণ ইস্তফার আবেদন অনেক উচ্চতর পর্যায়ে খতিয়ে দেখা উচিত। এর পিছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো।'

*সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের বাইরে অতন্দ্র প্রহরী। বৃহস্পতিবার।*

> ইসরোয় অনেকেই আসেন এবং যান। তবে গগনযানের মতো মিশনের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবেই চলবে।
>
> জিতেন্দ্র সিং

*মাদলের তালে তালে...*

*বৃহস্পতিবার ইম্ফলে রথযাত্রা উৎসবে শামিল মেইতেইরা।*

# নৌকাডুবিতে মৃত্যুর শঙ্কা ৫০০ রোহিঙ্গার

**ইয়াঙ্গন, ১৬ জুলাই :** বঙ্গোপসাগরে জোড়া নৌকাডুবিতে অন্তত ৫০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীর সলিলসমাধির আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। সম্প্রতি মায়ানমার উপকূলে পৃথক দুটি দুর্ঘটনায় এই মর্মান্তিক বিপর্যয় ঘটে।

রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংস্থা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) যৌথ বিবৃতিতে জানিয়েছে, জুন মাসের শেষ দিকে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য এবং বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকে ওই নৌকা দুটি রওনা দিয়েছিল। প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, প্রথম নৌকাটিতে প্রায় ২৫০ জন যাত্রী ছিলেন, যা যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই নিখোঁজ হয়ে যায়। অন্যদিকে, প্রায় ২৮০ জন আরোহী নিয়ে দ্বিতীয় নৌকাটি গত ৮ জুলাই মায়ানমারের আয়েয়ারওয়াডি বা ইরাবতী উপকূলের কাছে উত্তাল সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বর্ষার প্রতিকূল আবহাওয়া ও উত্তাল সমুদ্রে ঝুঁকি নিয়ে ছোট কাঠের নৌকায় এই পাড়ি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। মায়ানমারের অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র সংঘাত এবং বাংলাদেশের ঘিঞ্জি শরণার্থী শিবিরের অনিশ্চিত জীবন থেকে বাঁচতেই তাঁরা মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলেন। রাষ্ট্রসংঘের মতে, এই রুটটি বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম প্রাণঘাতী সমুদ্রপথ। এই পথে গত বছরই প্রায় ৯০০ রোহিঙ্গাকে নিখোঁজ বা মৃত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

যৌথ বিবৃতিতে ইউএনএইচআরসি ও আইওএম জানিয়েছে, 'হতাহতের সংখ্যা এখনও সরকারিভাবে নিশ্চিত করা না গেলেও এই ভয়াবহ প্রাণহানির আশঙ্কায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।' নিখোঁজদের দ্রুত অনুসন্ধান ও উদ্ধারে ওই অঞ্চলের দেশগুলির সক্রিয় সহযোগিতার আবেদন জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

## সংসদ চলোর ডাকে অনড় অনশনকারী

# ওয়াংচুককে বাঁচাতে কেন্দ্রকে নির্দেশ

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** 'কত হাজার মরলে তুমি মানবে অবশেষে?' কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এখন এই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছে দেশ। যন্তরমন্তরে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) বিক্ষোভ সমাবেশে সোনম ওয়াংচুকের অনশন বৃহস্পতিবার ১৯ দিনে পড়ল। তাবড় বিরোধী রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি তাঁকে অনশন ভাঙার আবেদন জানালেও তাতে কর্ণপাত করতে নারাজ লাদাখের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ তথা জলবায়ু আন্দোলনকর্মী। উলটে তিনি তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীদের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি যদি খেয়ে নিই তাহলে কী বার্তা যাবে?'

ওয়াংচুকের সাফ কথা, 'আমার অবস্থা এমন নয় যে ২-৪ দিনের মধ্যে আমি মারা যাব। অনেকগুলি মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ফলাফলও প্রায় স্বাভাবিক। ইসিজি করা হয়েছে। সেটাও মন্দ নয়। আমি আরও কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারি। হ্যাঁ একটু দুর্বল আছি। পেশিগুলিও দুর্বল হচ্ছে। কিন্তু আমার হৃদযন্ত্র এখনও ভালো আছে।' তিনি অনশন চালিয়ে যাওয়ার বার্তা দিলেও তাতে অবশ্য কর্ণপাত করছে না দিল্লি হাইকোর্ট। ওয়াংচুকের অনশন ভাঙার জন্য দায়ের করা একটি মামলায় উচ্চ আদালত কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছে, 'সোনম ওয়াংচুকের জীবন বাঁচানোর জন্য যা যা করণীয় তাই করুন। যে-কোনও নাগরিকের জীবন অমূল্য। সেই জীবন বাঁচানোর জন্য সরকারের উচিত সমস্তরকমের চেষ্টা করা।'

*সোনম ওয়াংচুকের পাশে অরবিন্দ কেজরিওয়াল। যন্তরমন্তরে বৃহস্পতিবার।*

প্রধান বিচারপতি দেবেন্দ্রকুমার উপাধ্যায় এবং বিচারপতি তেজস কারিয়ার বেঞ্চের নির্দেশ, সরকারি চিকিৎসকদের নিয়ে প্রতিদিন ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করতে হবে। এদিকে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও ২০ জুলাই সংসদ পর্যন্ত মিছিলের কর্মসূচিতে অনড় ওয়াংচুক। তিনি বলেন, '২০ জুলাই হাজার হাজার মানুষ ওই মিছিলে শামিল হবেন।' এদিন সোনমের সঙ্গে দেখা করেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং সপা সাংসদ ডিম্পল যাদব। ধর্মেন্দ্র প্রধানকে সরিয়ে ওয়াংচুককে নতুন শিক্ষামন্ত্রী করার দাবিও তোলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে দীর্ঘ নীরবতা ভেঙে বৃহস্পতিবার কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল বলেছেন, 'সোনম ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে আমরা ওঁকে অনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার আর্জি জানাচ্ছি। ওঁর মতো আমরাও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবি তুলছি।' তবে পাশে থাকার বার্তা দিলেও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি কেন এখনও পর্যন্ত যন্তরমন্তরে সোনমের সঙ্গে দেখা করলেন না তা নিয়ে নানা শিবিরে প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে ১৯৮৪ সালে সোনমের বাবা সোনম ওয়াঙ্গিয়াল লাদাখের এসটি মর্যাদার দাবিতে অনশনে বসার ঘটনাও সমাজমাধ্যমে উঠে এসেছে। তাতে জানা গিয়েছে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি লে-তে গিয়ে ওয়াঙ্গিয়ালের সঙ্গে দেখা করে তাঁর দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর অনশন প্রত্যাহারও করিয়েছিলেন।

# বনভূমি ধ্বংসে রুষ্ট আদালত

**মুম্বই, ১৬ জুলাই :** মুম্বই ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ক্রমাগত কমতে থাকা সবুজ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল বম্বে হাইকোর্ট। নির্বিচারে গাছ কেটে পরিবেশের যে ক্ষতি করা হচ্ছে তা নিয়ে মহারাষ্ট্র সরকারকে ভৎসনা করল বম্বে হাইকোর্ট। মামলায় ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে ও বিচারপতি গৌতম আনখাড়ের বেঞ্চ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'এভাবে নির্বিচারে প্রকৃতি ধ্বংস হলে সেই দিন আর বেশি দূরে নেই, যেদিন মানুষকে অক্সিজেন সিলিন্ডার পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে।'

মুম্বই-আহমেদাবাদ বুলেট ট্রেন প্রকল্পের সংযোগকারী একটি বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন তৈরির জন্য পালঘর জেলায় ৩.৩৫ হেক্টর বনভূমির ৮৪৭টি ম্যানগ্রোভ গাছ কাটার অনুমতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল মহারাষ্ট্র স্টেট ইলেকট্রিসিটি ট্রান্সমিশন কোম্পানি লিমিটেড (এমএসইটিসিএল)। শুনানিতে বম্বে হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ঘুগে এবং বিচারপতি গৌতম আনখাড়ের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দেয়, এভাবে লাগাতার গাছ কাটার ফলে পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।

যে এলাকায় গাছ কাটা হবে, তার থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে সোলাপুরে বৃক্ষরোপণের প্রস্তাব দিয়েছে সরকার। কিন্তু এই প্রস্তাবে আপত্তি জানিয়ে বিচারপতিদের প্রশ্ন, কয়েকশো কিলোমিটার দূরে গাছ লাগালে মূল ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার পরিবেশের কী লাভ হবে? তবে বুলেট ট্রেনের মতো গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রকল্পে আদালত কোনও বাধা সৃষ্টি করতে চায় না। বিকল্প রাস্তা হিসেবে হাইকোর্টের নির্দেশ গাছ কাটার আগেই স্থানীয় এলাকায় সমপরিমাণ গাছ লাগানোর কাজ শুরু করতে হবে। নতুন চারাগাছগুলো নজরদারি করতে হবে।

*ভারতে প্রথম হাইড্রোজেন চালিত ট্রেনের ট্রায়াল শুরু। বৃহস্পতিবার।*

# নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা কেন

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** বোর্ড পরীক্ষার আগে নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা চাপিয়ে দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হতে পারে পড়ুয়াদের কাছে, এই মর্মে কেন্দ্রকে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। তামিলনাড়ু সরকারের একটি আবেদনের শুনানি চলাকালীন এই পর্যবেক্ষণ বিচারপতি বিভি নাগরত্নের। তাঁর মতে, নবম শ্রেণি থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে বোর্ড পরীক্ষার প্রস্তুতি ও চূড়ান্ত মানসিক চাপ শুরু হয়ে যায়। সেখানে নতুন

## সিবিএসই-কে প্রশ্ন সুপ্রিম কোর্টের

কোনও ভাষা শিক্ষা সেই ভার আরও বাড়াবে। বিচারপতি নাগরত্ন প্রশ্ন করেন, 'নবম শ্রেণি অত্যন্ত চাপের। কেন এই স্তরে নতুন ভাষা আনা হবে? এটা ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে চালু করুন।' তিনি আরও বলেন, 'ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ, নবম শ্রেণিতে তৃতীয় ভাষা রাখবেন না। দশম শ্রেণিতে বোর্ড পরীক্ষা থাকে, অষ্টম থেকেই চাপ শুরু হয়।'

আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, জাতীয় শিক্ষানীতিতে তৃতীয় ভাষা হিসাবে হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি। পড়ুয়ারা ইংরেজি ও রাজ্য ভাষার পাশাপাশি অন্য যে কোনও ভাষা বেছে নিতে পারে। বিচারপতি নিজের স্কুলজীবনের উদাহরণ টেনে বলেন, 'যত আগে নতুন ভাষা শেখা শুরু হবে, পড়ুয়াদের জন্য বিষয়টি তত সহজ হবে।' আপাতত এই মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ অগাস্ট।

# হরমুজে ভারতীয় নাবিক নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** নাবিকদের সুরক্ষাকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিল কেন্দ্র। পারস্য উপসাগরের হরমুজ প্রণালীতে চরম নিরাপত্তাহীনতার কথা মাথায় রেখে ওই রুটের কোনো জাহাজে আপাতত ভারতীয় নাবিকদের নিয়োগ না করার নির্দেশ দিল নয়াদিল্লি। বুধবার ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ডিজিএমএ) ২০২৬ সালের ৩৬ নম্বর সার্কুলার জারি করে সমস্ত জাহাজ মালিক ও পরিচালক সংস্থাকে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছে।

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। নাবিকদের জীবন কোনোভাবেই ঝুঁকির মুখে ফেলা যাবে না জানিয়ে ডিজিএমএ সাফ করেছে, হরমুজ প্রণালীর বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল ও বিপজ্জনক। তাই জাহাজ চলাচলের বিকল্প রুট হিসেবে হরমুজ প্রণালী এড়িয়ে লোহিত সাগর কিংবা আফ্রিকার কেপ অফ গুড হোপ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত রবিবার হরমুজ প্রণালীতে সাইপ্রাসের পতাকাবাহী একটি বাণিজ্যিক জাহাজে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চলে। সেই ভয়াবহ হামলায় হেরম্ব কর্মকার নামে এক ভারতীয় নাবিকের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার পরই ভারতীয় নাবিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে নড়েচড়ে বসল কেন্দ্র।

# সংসদে কংগ্রেসের কৌশল চূড়ান্ত

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন। আসন্ন অধিবেশনে মোদি সরকারকে ডিলিমিটেশন বিল, পরীক্ষা দুর্নীতি, প্রণামী চুরি, ভ্রান্ত বিদেশনীতির মতো একাধিক ইস্যুতে কোণঠাসা করার কৌশল চূড়ান্ত করল প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধির সভাপতিত্বে দলের সংসদীয় কৌশল নির্ধারণ কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

খাড়গে জানান, 'আসন্ন অধিবেশনে কংগ্রেস যেসব বিষয়কে সামনে আনবে তার মধ্যে রয়েছে চাঁদা চুরি আস্থার সঙ্গে প্রতারণা, প্রশ্নফাঁস ও শিক্ষা ব্যবস্থার অবক্ষয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ, রাজনৈতিক দল ভাঙার রাজনীতি, একাধিক দুর্নীতি, লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি, বিদেশনীতি ও কৌশলগত ব্যর্থতা, সাড়ে তিন কোটি গাড়ির মালিকের ওপর ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি চাপিয়ে দেওয়া, নির্বিচারে বন উজাড় এবং তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি, ওবিসি ও সংখ্যালঘুদের অধিকারের উপর ধারাবাহিক আক্রমণ।' খাড়গে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে সীমা পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব নিয়ে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার আবেদন জানিয়েছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, মার্চ মাস থেকেই তিনি সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে একাধিকবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু সেই অনুরোধ গ্রহণ করা হয়নি।

*কংগ্রেসের রণনীতি বৈঠকে সোনিয়া-রাহুল গান্ধি। বৃহস্পতিবার।*

এদিনবৈঠকের পর সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, 'সীমা পুনর্নির্ধারণ বিলের বিরোধিতার প্রশ্নে কংগ্রেসের অবস্থান বরাবরই পরিষ্কার ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এই ইস্যুতে সমস্ত বিরোধী দলকে একজোট রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে।' একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, সরকার বিরোধী দলগুলিকে ভেঙে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থন জোগাড়ের চেষ্টা করছে। তাঁর কথায়, ১৭ এপ্রিলের পর থেকেই বিরোধী দলে ভাঙন ধরানোর চেষ্টা হয়েছে। অন্য দল ভেঙে সংবিধান সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যা জোগাড় করা সংবিধানের প্রতি অবমাননা এবং তা হলে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে 'কলঙ্কিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা'। যদিও লোকসভায় সরকার সেই সংখ্যা পাবে না বলেও দাবি করেন তিনি।

# ফেডেরাল রিজার্ভের কমিটিতে রঘুরাম রাজন

**ওয়াশিংটন, ১৬ জুলাই :** মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডেরাল রিজার্ভের একটি বিশেষ কমিটিতে রাখা হয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর রঘুরাম রাজনকে। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও দুই ভারতীয় অর্থনীতিবিদ রাজ শেঠি এবং মাইক্রোসফটের সিনিয়ার এগজিকিউটিভ আশা শর্মা। সম্প্রতি ফেডেরাল রিজার্ভের চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছেন কেভিন ওয়ার্শ। দায়িত্ব পেয়েই মূল্যবৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণে রেখে ফেডেরাল রিজার্ভের নীতি নির্ধারণ সংক্রান্ত রোড ম্যাপ তৈরি করে এই কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রাক্তন গভর্নর মার্টিন কিং, ওয়ালমার্টের প্রাক্তন সিইও ডাগ ম্যাকমিলান, নোবেলজয়ী থমাস সার্জেন্ট এবং সিলিকন ভ্যালির ভেঞ্চার্স ক্যাপিটালিস্ট মার্ক অন্ড্রেসেন। যদিও কমিটির কার্যপ্রণালী নিয়ে কিছুই খোলসা করেননি ওয়ার্শ।

# মুনিরকে চ্যালেঞ্জ

**ইসলামাবাদ, ১৬ জুলাই :** রাজনীতি ও প্রশাসনে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে এবার সরাসরি সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরকে নিশানা করে চ্যালেঞ্জ জানালেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মওলানা ফজলুর রহমান। তিনি মুনিরকে সামরিক উর্দি খুলে রাজনৈতিক দল গড়ে ভোটে লড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। গত ১২ জুলাই এক জনসভায় রহমান বলেছেন, 'রাজনীতি করার এত শখ থাকলে উর্দি খুলে রাজনীতির মাঠে নামুন। দল গড়ে নির্বাচনে লড়ে দেখান, সাধারণ মানুষ বুথে গিয়ে আপনাকে কত ভোট দেয়।' তিনি সাফ জানিয়েছেন, কারা সরকার গড়বে, কাদের পতন হবে তা ঠিক করা সেনাবাহিনীর কাজ নয়। সেনার কাজ রাষ্ট্রকে নিরাপত্তা দেওয়া। সেজন্য তাঁরা বেতন পান। সম্প্রতি পাক সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কমিটিতে সেনাপ্রধান মুনিরকে অন্তর্ভুক্ত করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন তিনি।

# ভিসা ছাড়া ভিন দেশে শ্রীঘরে প্রেমিক

**লাহোর ও লখনউ, ১৬ জুলাই :** ফেসবুকে আলাপ, বন্ধুত্ব এবং তারপর প্রেম। আড়াই বছরের সেই ভালোবাসার টানেই ভিসা ছাড়া সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের আলিগড়ের বাসিন্দা বাদল বাবু। কিন্তু পাকিস্তান পৌঁছানোর পর প্রেমিকা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই পরিস্থিতিতে পকেটে টাকা না থাকায় এবং থাকার জায়গা না পেয়ে স্রেফ পেটের টানে ছাগল চড়ানোর কাজ নেন বাদল।

আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। কথাবার্তায় হিন্দির টান শুনে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশে খবর দেন। অনুপ্রবেশের দায়ে গ্রেপ্তার হয়ে বর্তমানে লাহোরের কোট লাখপত জেলে বন্দি রয়েছেন তিনি। সাজার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও এখনও মুক্তি পাননি বাদল।

সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্ট দেখেই পরিবারের লোকজন বাদলের পাকিস্তানে চলে যাওয়ার কথা জানতে পারেন। ছেলেকে দেশে ফিরিয়ে আনতে ভারত সরকার ও বিদেশমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে বাদলের পরিবার। আলিগড়ের সাংসদ সতীশ গৌতম ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে বিদেশ মন্ত্রককে চিঠি লিখেছেন। পাশাপাশি, লন্ডনের এক প্রবাসী ভারতীয় মহিলা বাদলের মুক্তির জন্য আইনি লড়াইয়ে সাহায্য করছেন।

# অস্তিত্ব রক্ষায় নয়া সমীকরণের খোঁজ মমতার

**নবনীতা মণ্ডল**

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** 'বেঁচে থাকার গান' খুঁজে বেড়াচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রয়াত জ্যোতি বসুর পর যাঁর একডাকে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে জনতার ভিড় জমে যেত, অচল হয়ে যেত ধর্মতলা চত্বর, সেই তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো ক্রমশ একা হয়ে পড়ছেন রাজ্য রাজনীতিতে। বিধানসভা ভোটে ধাক্কা খাওয়ার পর থেকে তাঁর হাতে তৈরি দল তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। প্রায় প্রতিদিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে একে একে কালীঘাট তৃণমূল ছাড়ছেন মমতার একদা ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা। বৃহস্পতিবারও রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ মণীশ গুপ্ত তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। যাওয়ার আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে দিল্লিতে বিরোধী শিবিরের প্রায় প্রতিটি কর্মসূচিতে এবার থেকে সক্রিয় উপস্থিতি বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে কালীঘাট তৃণমূল।

রাজনৈতিক মহলের মতে, নিজেদের এখনও জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী শক্তি হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে মমতা-পন্থী শিবির। এমনকি, আগে যেখানে ইন্ডিয়া জোটের প্রধান শক্তি কংগ্রেসের ডাকা বৈঠকগুলি তৃণমূল কংগ্রেস হয় এড়িয়ে গিয়েছে না হলে দলের মধ্যে কোন নতুন সাংসদকে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পাঠিয়েছে, সেখানে এবার থেকে দিল্লিতে বিরোধী এবং সামাজিক সব রকমের আন্দোলনে নিজেদের প্রতিনিধি পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মমতার নেতৃত্বাধীন শিবির।

দলীয় সূত্রের খবর, জাতীয় স্তরে বিরোধী দলগুলির যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, প্রতিবাদ, সর্বদল বৈঠক কিংবা ইন্ডিয়া জোটের কর্মসূচিতে তৃণমূলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, 'দলের পক্ষ থেকে সংসদ ও দিল্লির রাজনৈতিক কর্মসূচির দায়িত্ব মূলত দেওয়া হয়েছে প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষকে। ১৯ জুলাই কেন্দ্রের ডাকা সর্বদল বৈঠকে তাঁরা অংশ নেবেন। একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে চলা ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকেও তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব করবেন তাঁরা।'

সোনম ওয়াংচুকের আন্দোলনের প্রতিও প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছে মমতার শিবির। ২০ জুলাই তাঁর ডাকা 'সংসদ চলো' কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা সাগরিকা ঘোষের। মমতা নিজেও সোনমের সঙ্গে কথা বলেছেন। মহুয়া মৈত্র, দোলা সেনরাও যন্তরমন্তরে গিয়েছিলেন। আবার জম্মু ও কাশ্মীরের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পুনর্বহালের দাবিতে ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লার ডাকা দিল্লির কর্মসূচিতেও যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল। মনে করা হচ্ছে, দলকে সংগঠিত রাখা এবং নিজেদেরই 'আসল তৃণমূল' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা এখন বড় রাজনৈতিক লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে মমতার কাছে। যেহেতু জাতীয় রাজনীতিতে ঋতব্রত, কাকলিদের তুলনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক বেশি পরিচিত নাম, তাই তাঁর শিবির এবার থেকে বিজেপি বিরোধী যাবতীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের প্রাসঙ্গিক রাখতে চাইছে মমতাশিবির।

## পৃথিবীর পাঠশালা

### জার্মানির খামারবাড়ির রহস্য

১৯২২ সালে জার্মানির এক নির্জন খামারবাড়িতে একই পরিবারের ছয়জনকে নির্মমভাবে খুন করা হয়। খুনি বেশ কয়েকদিন ধরে ওই বাড়ির চিলেকোঠায় লুকিয়ে ছিল। খুনের পরও সে কয়েকদিন ওই বাড়িতে থেকে পশুদের খেতে দিয়েছে এবং রান্না করে খেয়েছে। এত তদন্ত করেও পুলিশ আজ পর্যন্ত ওই হিমশীতল খুনির পরিচয় জানতে পারেনি।

### ইস্টার দ্বীপের লিপি

ইস্টার দ্বীপের বিশাল মূর্তির কথা সবাই জানেন, কিন্তু ওখানকার কাঠের পাটায় লেখা প্রাচীন লিপি এক চরম রহস্য। উনিশ শতকে এই লিপি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিশ্বের বাঘা বাঘা ভাষাবিদরা চেষ্টা করেও এর পাঠোদ্ধার করতে পারেননি। এই লেখাগুলো এমনভাবে সাজানো যে এক লাইন পড়ার পর পরের লাইনটি উলটো দিক থেকে পড়তে হয়।

### হারিয়ে যাওয়া পাঁচ শিশু

১৯৪৫ সালের বড়দিনের রাতে আমেরিকার সডার পরিবারের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। বাবা-মা ও চার সন্তান বাঁচতে পারলেও বাকি পাঁচ শিশু নিখোঁজ হয়। আগুনের ছাই ঘেঁটেও তাদের কোনও হাড় বা দেহাবশেষ পাওয়া যায়নি। পুলিশের ধারণা তারা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে, কিন্তু পরিবারের বিশ্বাস ছিল কেউ তাদের অপহরণ করে বাড়িতে আগুন লাগিয়েছিল।

### হারিয়ে যাওয়া বিশাল জাহাজ

১৯০৯ সালে বিলাসবহুল একটি ব্রিটিশ জাহাজ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে রওনা হয়ে মাঝসমুদ্রে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। জাহাজে দুইশোর বেশি যাত্রী ছিলেন। কোনও ঝড়ের খবর ছিল না, কোনও বিপদের সংকেতও আসেনি। জাহাজটির একটি ভাঙা টুকরো বা যাত্রীদের কোনও চিহ্নও আজ পর্যন্ত সমুদ্রের বুক থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

# স্কুলেই ডিজিটাল ল্যাব

**সৌরভকুমার মিশ্র ও শিবশংকর সূত্রধর**

**হরিশ্চন্দ্রপুর ও কোচবিহার, ১৬ জুলাই :** রাজ্যজুড়ে ৫০০ স্কুলে 'ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' তৈরি করবে শিক্ষা দপ্তর। মঙ্গলবার প্রতিটি জেলায় নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, গ্রাফিকস সম্পর্কিত বিষয় শেখানো হবে। স্কুলশিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ডিজিটাল ক্রিয়েটিভিটি, ডিজিটাল লিটারেসি, স্টোরিটেলিং এবং ডিজিটাল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হবে। পাশাপাশি, পড়ুয়ারা যাতে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ভিজুয়াল অ্যানিমেশনে উৎসাহী হয় সেদিকেও নজর দেওয়া হবে। মালদা জেলা বিদ্যালয় দপ্তর সূত্রে দাবি, প্রতিবছর এক লক্ষ পড়ুয়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। আগামী পাঁচ বছর এই পরিকল্পনা চলবে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে।

প্রশ্ন, এই বিষয়গুলি শেখাবেন কারা? প্রযুক্তিগতভাবে জটিল বিষয়গুলি শেখানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রয়োজন। এখন স্কুলে সেই পরিকাঠামো নেই। এই

- রাজ্যজুড়ে ৫০০ স্কুলে 'ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব' তৈরি করবে শিক্ষা দপ্তর
- নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের অ্যানিমেশন, ভিজুয়াল এফেক্টস, গেমিং, গ্রাফিকস সম্পর্কিত বিষয় শেখানো হবে
- কিন্তু প্রশ্ন, শেখাবেন কারা? কারণ অ্যানিমেশন, গ্রাফিকসের মতো বিষয়গুলি শেখা বা শেখানো সহজ নয়

পরিস্থিতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কতটা সম্ভব? প্রশ্ন উঠছে। যদিও এবিষয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন আধিকারিকরা। তাঁদের যুক্তি, বিষয়টি এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। ধীরে ধীরে সরলীকরণ হবে। মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মৃন্ময় রায় বলেন, 'সম্প্রতি এ সম্পর্কে নির্দেশিকা আমাদের দপ্তর এসেছে।' রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, 'ল্যাব তৈরি করতে রাজ্যের তথ্যপ্রযুক্তি দপ্তরের পাশাপাশি ওয়েবেলের সাহায্য নেওয়া হবে। ২২ জুলাইয়ের মধ্যে জেলাভিত্তিক গুগল ফর্মের মাধ্যমে পড়ুয়াদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।'

কোচবিহারের এক শিক্ষকের কথায়, 'আধুনিক সমাজ যেভাবে ডিজিটাল মাধ্যমে ঝুঁকছে তাতে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে পড়ুয়াদের এই বিষয়ে শেখানো প্রয়োজন। কিন্তু তাদের শেখাবেন কারা? কারণ অ্যানিমেশন, গ্রাফিকসের মতো বিষয়গুলি শেখা বা শেখানো সহজ নয়।' দিনহাটার এক শিক্ষক বলেন, 'গেমিং, ভিএফএক্স, ডিজিটাল গ্রাফিকসের বিষয়ে বহু পড়ুয়ার আগ্রহ থাকে। সঠিক প্রশিক্ষণ দিলে তারা এগিয়ে যেতে পারবে। বর্তমানে এসব শিখতে হলে কলকাতা বা ভিনরাজ্যে যেতে হয়। আমাদের এখানে ল্যাব তৈরি হলে এখানেই সেই কাজ হবে। কিন্তু তার আগে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ জরুরি। না হলে পুরো প্রকল্পই মুখ থুবড়ে পড়বে।'

সরকারি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে জনৈক অভিভাবক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খুব ভালো উদ্যোগ। গ্রামীণ এলাকার পড়ুয়ারা তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার সুযোগ পাবে।' এদিকে, কনটেন্ট ক্রিয়েটররা জানাচ্ছেন, অর্থ উপার্জনের একটি বড় মাধ্যম কনটেন্ট তৈরি। সঠিক প্রশিক্ষণ পেলে অনেকে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পাবে। তবে সরকারি উদ্যোগে পড়ুয়াদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা হলেও প্রশিক্ষকদের অভাবই এখন সবচেয়ে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর উজ্জ্বল বর্মন বলেছেন, 'বর্তমানে যাঁরা সামাজিক মাধ্যমে কনটেন্ট তৈরি করেন, অনেক সময় তাঁদের ভুল হয়। স্কুলে শিক্ষা মিললে সেই ভুল কমবে।'

হরিশ্চন্দ্রপুর কিরণবালা বালিকা বিদ্যাশ্রমের প্রধান শিক্ষক যূথীপুষ্প ভৌমিক বলেন, 'খুব ভালো প্রকল্প। আমাদের স্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত প্রায় ৮০০ জন ছাত্রী আছে। যদি স্কুল স্তর থেকে এই পরিকাঠামো গড়ে ওঠে তাহলে ভবিষ্যতে একে কাজে লাগিয়ে উচ্চশিক্ষায় সুবিধা হবে।'

## অভিযুক্ত বিজেপি নেতা

# টাকা না দেওয়ায় মারধর

**শমিদীপ দত্ত**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** বিজেপির ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতি হিরমল শা ও তাঁর দুই সঙ্গীর বিরুদ্ধে ভক্তিনগর থানায় শিলিগুড়ির এক রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীর কাছ থেকে প্রতি মাসে ১০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় মারধরের জেরে তিনি ৪০ শতাংশ শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন বলে ওই ব্যবসায়ীর দাবি। বৃহস্পতিবার রাতে অভিযোগ জমা পড়ার পর ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্ত বিজেপি নেতা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ভক্তিনগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

প্রবীণ মুন্দ্রা নামে ওই ব্যবসায়ী জানান, বৃহস্পতিবার সকালে তিনি ভক্তিনগর থানা এলাকার জ্যোতিনগরে একটি নির্মীয়মাণ সাইট পরিদর্শনে যান। সেখানে আগে থেকেই কয়েকজন তরুণ রড, চেন ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল বলে অভিযোগ। লিখিত অভিযোগে তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে হিরমলও ছিলেন। সাইটে ঢোকার পর তাঁকে ঘিরে ফেলে নির্মাণকাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি মাসে ১০ লক্ষ টাকা দেওয়ার দাবি জানানো হয়। প্রবীণের কথায়, 'টাকা না দিলে ওরা সাইটের বাকি কাজ করতে দেবে না বলে হুঁশিয়ারি দেয়। এমনকি প্রাণে মারারও হুমকি দেয়।' এরপর তিনি তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করলে তাঁর ওপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। মারধরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাত লাগে। বিশেষ করে কানে গুরুতর চোট পান বলে ওই ব্যবসায়ী দাবি করেছেন।

ঘটনার পর তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে চিকিৎসকদের পরামর্শে একটি নার্সিংহোমে বিভিন্ন পরীক্ষা করানো হয়। প্রবীণের দাবি, 'সেখানে আমাকে বিভিন্ন মেডিকেল টেস্ট করার পাশাপাশি অডিওমেট্রি টেস্টের পরামর্শ দেওয়া হয়। এরপর পরিবারের সদস্যরা আমাকে একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে যাবতীয় পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার রিপোর্টে জানতে পারি, আমি ৪০ শতাংশ শ্রবণশক্তি হারিয়েছি।'

অভিযোগ অস্বীকার করে হিরমল শা বলেন, 'ওয়ার্ড মাস্টারের সঙ্গে বিজেপির কিছু ছেলে সহযোগিতার জন্য থাকে। ওখানে একটি সাইটের কাজকে কেন্দ্র করে

- বিজেপি নেতা হিরমল শা-র বিরুদ্ধে মাসে ১০ লক্ষ টাকা চাওয়ার অভিযোগ
- টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় ব্যবসায়ীকে মারধরের অভিযোগ, তিনি ৪০ শতাংশ শ্রবণশক্তি হারিয়েছেন
- অভিযুক্ত বিজেপি নেতা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন, ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ

গোটা নর্দমা অবরুদ্ধ ছিল। সেটা নিয়ে ঝামেলা হয়। পরে আমি খবর পাওয়ার পর সেখানে যাই। সেখানে গিয়ে প্রবীণ মুন্দ্রার সঙ্গে কথা বলি। তবে মারধরের অভিযোগটা ঠিক নয়।' ঘটনাকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করা হলেও সাড়া না দেওয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

## রুদ্ররূপ ঝোরাগুলির, ধসের আশঙ্কা

# বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত পাহাড়ের জনজীবন

**রণজিৎ ঘোষ**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** পাহাড়ে গত কয়েকদিন ধরে চলা অতিভারী বৃষ্টির জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে। ক্রমাগত বর্ষণে পাহাড়ের ছোট-বড় ঝোরা বা পাহাড়ি ঝরনাগুলি ফুলেফেঁপে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। বৃহস্পতিবার ধোপিখোলা এবং পাগলাঝোরায় ঝোরার ভয়ংকর রূপ দেখে এলাকায় আতঙ্ক দেখা হয়েছে। এর পাশাপাশি হুহু করে বাড়ছে পাহাড়ি নদীগুলোর জলস্তর। ধস ও প্লাবনের জোড়া আশঙ্কায় এই মুহূর্তে চরম আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন পাহাড়ের মানুষ। কেউ যাতে ঝোরা এবং নদীর আশপাশে না যান, সেই বিষয়ে প্রশাসনের তরফে মাইকিং করে বাসিন্দাদের সতর্ক করা হচ্ছে।

অনবরত বৃষ্টির ফলে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা ঝোরাগুলো এখন কার্যত প্রবল স্রোতে বয়ে যাওয়া নদীতে পরিণত হয়েছে। ঝোরার তীব্র জলের তোড়ে কার্সিয়াং মহকুমায় বেশকিছু জায়গায় রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। এদিন ভোর থেকেই পাগলাঝোরায় ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে ঝোরার জল প্রচণ্ড গতিতে যেতে থাকে। ফলে দীর্ঘ সময় ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে জল পেরিয়েই যান চলাচল শুরু হয়। পাগলাঝোরায় ঝোরার কাছেই দু'-তিনটি দোকানঘর রয়েছে। সেই দোকানেই কয়েকজন বসবাস করেন। ঝোরার ভয়ংকর রূপ দেখে তাঁরা সেখান থেকে সরে গিয়েছেন।

পাহাড়ে লাগাতার বৃষ্টির জেরে

*লাগাতার বর্ষণে ফুলেফেঁপে উঠেছে পাহাড়ের ধোপিখোলা ঝোরা।*

বালাসন নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। পাশাপাশি কালিম্পং ও সিকিমে ভারী বৃষ্টির জেরে তিস্তা, রঙ্গিত নদীর জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে।

প্রবল বর্ষণে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাওয়ায় ধসের আশঙ্কাও তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের দুই জাতীয় সড়ক সহ বিভিন্ন বসতি অঞ্চলে ধসের আশঙ্কা রয়েছে। জেলা প্রশাসনের তরফে সমস্ত সরকারি দপ্তরকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক হরিশংকর পানিক্কার জানিয়েছেন। টানা বৃষ্টির জেরে পাহাড়ের স্বাভাবিক জনজীবন কার্যত স্তব্ধ। এদিনই ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে সেবকের কাছে এসএনটি ধুরায় পাহাড় থেকে বোল্ডার এবং কাদামাটি নেমে রাস্তায় পড়ে। এর জেরে রাস্তা কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে। পরে ধস সরিয়ে একমুখী যানবাহন চলাচল শুরু করানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পথে বিকেল থেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আগামী কয়েকদিন পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় প্রতিটি ব্লকেই বিডিও অফিসের তরফে মানুষকে সচেতন থাকার জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। নদীর তীরবর্তী এলাকায় না যাওয়া, নদীসংলগ্ন এলাকায় বসতি থাকলে সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার জন্য বাসিন্দাদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

## কোটি টাকার মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

**মালদা, ১৬ জুলাই :** কয়েক কোটি টাকার মাদক তৈরির কাঁচামাল সহ নিউ ফরাক্কা স্টেশন থেকে দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ধৃতরা বাজেয়াপ্ত হওয়া মাদক মণিপুরের ডিমাপুর থেকে ফরাক্কায় নিয়ে এসেছিলেন। ধৃতদের নাম আসাদ আলি (২৮) ও দিলাবর হোসেন (৩২)। তাঁরা অসমের হোজাই এলাকার বাসিন্দা।

বুধবার সন্ধ্যায় মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে কামরূপ এক্সপ্রেসে মাদক ফরাক্কা স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ওঁত পেতে থাকে। ট্রেনটি নিউ ফরাক্কা স্টেশনে পৌঁছাতেই সন্দেহজনক দুই তরুণকে আটক করে পুলিশ। দেখা যায় পায়ের গোড়ালির কাছে টেপ দিয়ে আটকে প্যান্ট দিয়ে ঢেকে মাদক পাচারের ছক করছিলেন ওই দুই তরুণ। তাঁদের কাছ থেকে ২ কেজি ৪২০ গ্রাম মাদক তৈরির কাঁচামাল বাজেয়াপ্ত হয়।

## অশালীন মন্তব্যে ধৃত

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নামে অশালীন মন্তব্যের অভিযোগে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম শুভঙ্কর সাহা। তিনি রানানগরের বাসিন্দা। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে হলে জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক। পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে ওই তরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ করে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর নামে অশালীন মন্তব্য করেন। এরপর স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা তরুণকে ঘেরাও করেন। খবর পেয়ে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

# শা আজ শিলিগুড়িতে

*প্রথম পাতার পর*

কিন্তু, রাজনৈতিক কারণে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের আমলে সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়ে খুব একটা অগ্রগতি হয়নি। নির্বাচনি প্রচারে এসে রাজ্যের তৃণমূল সরকারকে দুষে বারবার সেই অভিযোগ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে অমিত শা। রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সীমান্ত অনুপ্রবেশ রোধে সরকার গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যে সীমান্ত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জমি বিএসএফকে হস্তান্তর করবে বলে আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন শা। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

প্রশাসনিক সূত্রে খবর, ১৭২.৬ কিলোমিটার সীমান্তে কাঁটাতার দিতে ১০ জুলাই পর্যন্ত মোট ১১২৪.৭৫ একর জমি বিএসএফের হাতে তুলে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এরমধ্যে সবথেকে বেশি জমি দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদে (৪৫.৪ কিলোমিটার সীমান্তের জন্য ৩৩৭ একর)। সবচেয়ে কম জমি দেওয়া হয়েছে জলপাইগুড়িতে (২.১৭ একর)। ১০ জুলাই পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে মালদায় ১৭৬.৭৮, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৬.৪১, উত্তর দিনাজপুরে ৬.৬১, দার্জিলিংয়ে ৪.৩১ এবং কোচবিহারে ১৩৫.৩৩ একর জমি রাজ্যের তরফে বিএসএফকে দেওয়া হয়েছে।

ভৌগোলিক ও কৌশলগত কারণে উত্তরবঙ্গের চিকেন নেক নিয়েও বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রশাসন সূত্রে খবর, শনিবার দুপুর ১টা থেকে শুরু হবে বৈঠকটি। রাত সাতটা পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে চলা বৈঠকে গুরুত্ব পাবে চিকেন নেক। রাজ্যে পালাবদলের পর, সীমান্ত সুরক্ষা ও সার্বিকভাবে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রশ্নে শা'র এই উদ্যোগকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজ্য প্রশাসন।

## পায়ের চাপে অসুস্থ

*প্রথম পাতার পর*

গত বছরও রথযাত্রার সময় গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে পদপিষ্ট হয়ে তিনজনের মৃত্যু হয়েছিল। এবছর নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে আরও কড়াকড়ি করার দাবি উঠলেও পরিস্থিতির খুব একটা বদল হয়নি বলে মনে করছেন পুণ্যার্থীদের একাংশ। প্রশাসন অবশ্য জানিয়েছে, ভক্তদের নিরাপত্তায় সবরকম প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছিল। মৃতদের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

# কলঙ্কস্পর্শে না মমতার

*প্রথম পাতার পর*

বিজেপির কোনও এক নেতার সঙ্গে মিটিং করে পদত্যাগ করতে গিয়েছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে বলি, উনি আগেই ই-মেল পাঠিয়েছিলেন। থ্যাংকস টু হার। আজ ফিজিকালি জমা দিতে গিয়েছেন।'

শহিদদের পরিবারগুলিকে নিয়ে টানাপোড়েন নিয়ে মমতার অভিযোগ, 'শহিদ পরিবারগুলিকে ভয় দেখিয়ে বালিশ শিবিরে নিয়ে যাচ্ছে শুনলাম। যান, তবে আপনাদের হৃদয় আমাদের সঙ্গে থাকবে জানি।' ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই পুলিশের গুলিতে নিহত শ্রীকান্ত শর্মার স্ত্রী রেণু বলেন, 'যা হচ্ছে তা শহিদের অপমান ছাড়া কিছু নয়। কার ডাকে যাব বুঝতে পারছি না।' এতদিন শহিদ দিবসের মঞ্চে রেণু ও তাঁর বড় মেয়ের হাত ধরে হাজির থাকতেন ছোট্ট পিঙ্কি। তিনি বলেন, 'মা অসুস্থ। এবার আমাকে যেতে হবে। তৃণমূল ও কংগ্রেস আমন্ত্রণ জানিয়েছে। শুনছি, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকেও যোগাযোগ করা হবে। প্রথম থেকে যার সঙ্গে ছিলাম, সেখানে না গেলে অন্য কোথাও যাওয়ার প্রশ্ন নেই।'

ঋতব্রত দাবি করেন, '২১ জুলাই স্পষ্ট হবে শহিদদের পরিবার কাদের সঙ্গে রয়েছে।' কংগ্রেসের শহিদ দিবসের ট্যাবলো উদ্বোধনে হাজির ছিলেন এক শহিদ পরিবারের সদস্য। প্রদেশ কংগ্রেস নেতা অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা দু'তিনটি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পেরেছি। যতদূর সম্ভব আমন্ত্রণ জানানোর চেষ্টা হচ্ছে।' আরেক শহিদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা প্রকাশ বলেন, 'এভাবে আলাদা আলাদা আমন্ত্রণে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের অপমান করা হচ্ছে। আমরা বিড়লা তারামণ্ডলেই যাব।' অবশ্য নিহত অসীম দাসের ভাই অনুপের কথায়, 'বুঝে উঠতে পারছি না কোথায় যাব। বিভ্রান্তিতে আছি।'

কালীঘাট শিবিরের তরফে দোলা সেন বলেন, 'শহিদদের সব পরিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন। এই পরিবারগুলিকে চাকরি দেওয়া, তাদের সুখে-দুঃখে পাশে থেকেছেন দলনেত্রী।' শহিদদের পরিবার নিয়ে টানাপোড়েনের মাঝে ফের মমতাকে উদ্দেশ্য করে কটাক্ষ করেছেন এনসিপিআই সাংসদ মালা রায়। তাঁর ভাষায়, 'সবাই যে কারণে পদত্যাগ করছেন, কোয়েল সেকারণেই পদত্যাগ করেছেন। তাঁর যদি মনে হয় অন্য দলে যাবেন, তাহলে যাবেন।'

# পথের কাঁটা সরাতে খুন

*প্রথম পাতার পর*

ও নিতাইকে যুক্ত করেন। নিতাই আবার তার বন্ধু, পেশায় মাংস বিক্রেতা বাপিকে এই পরিকল্পনায় শামিল করেন।

হাঁসখোয়া চা বাগানের ৯ নম্বর সেকশনকে খুনের জায়গা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। ঘোষপুকুরের চার্চ মোড় থেকে ফুলবাড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত ক্যানাল রোড ওই এলাকার পাশ দিয়ে গিয়েছে। রাতে সেখানে যানবাহন কম চলাচল করে এবং এলাকা প্রায় জনবিরল থাকে। তদন্তকারীদের দাবি, সেই কারণেই জায়গাটি বেছে নেওয়া হয়েছিল।

পুলিশের দাবি, ১৩ জুলাই রাতে নিতাই ফোন করে পুজো করানোর কথা বলে ইমামকে ডাকেন। পারিশ্রমিক হিসেবে চার হাজার টাকা দাবি করলে আগে দুই হাজার টাকা পাঠানো হয়। বাকি টাকা পরে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। সেই বিশ্বাসেই ইমাম কিশনগঞ্জ থেকে ঘোষপুকুর মোড়ে পৌঁছান। সেখান থেকে নিতাই মোটরবাইকে করে তাঁকে ঘটনাস্থলে নিয়ে যান। সুদীপ, কাশীনাথ ও বাপি সেখানে আগে থেকেই অপেক্ষা করছিলেন। ধৃতদের জেরায় উঠে এসেছে, প্রথমে গলায় গামছা পেঁচিয়ে ইমামের শ্বাসরোধ করা হয়। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে দেহ থেকে মুণ্ডু আলাদা করা হয়। দেহ ঘটনাস্থলেই ফেলে রেখে কাটা মুণ্ডু অন্যত্র সরিয়ে দেওয়া হয়। তবে সেটি কোথায় ফেলা হয়েছে, তা ধৃতরা এখনও জানাননি।

১৪ জুলাই পুলিশ দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করে। মৃতের পকেটে থাকা ভোটার পরিচয়পত্রের সূত্র ধরে মমিনা বেগমের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বাগডোগরায় এসে দেহ শনাক্ত করেন। পরে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও যান। তদন্তে ঘটনাস্থলে ওই রাতে সক্রিয় থাকা মোবাইল ফোনের তথ্য বিশ্লেষণ করেই পুলিশ অভিযুক্তদের শনাক্ত করে। এরপর বুধবার রাতে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

## প্রকাশিত হল নিটের ফল

**নয়াদিল্লি, ১৬ জুলাই :** তুমুল বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত হল ২০২৬ সালের নিটের ফল। সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষার মার্কশিট ডাউনলোড করা যাচ্ছে নিয়ামক সংস্থার ওয়েবসাইট থেকে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির তরফে জানানো হয়েছে, ২০ লক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১১ লক্ষ ২১ হাজার জন কৃতকার্য হয়েছেন। পাশের হার ৫৮ শতাংশের বেশি। পূর্ণমান ৭২০-র মধ্যে ৭১৫ নম্বর পেয়ে যুগ্মভাবে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন পঞ্জাবের আরিয়ান গুপ্তা এবং হরিয়ানার পড়ুয়া পাংশুল বনসল। ৭০০-র বেশি নম্বর পেয়েছেন মোট ১৯ জন পরীক্ষার্থী। ১৩৮ জন ৬৯০-এর বেশি নম্বর পেয়েছেন। দেশের ৫৫১ শহরে এবং বিদেশের ১৪ শহরের মোট ৫ হাজার ৪৪০টি কেন্দ্রে ১৩টি ভাষায় এই পরীক্ষার আয়োজন করা হয়েছিল। এর আগে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল এনটিএ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে। ফলে এই 'রি-নিট' -এর ভবিষ্যতের দিকে নজর রয়েছে জনতার।

# কোথাও যেন মিশে যায়

*প্রথম পাতার পর*

ফোটোগ্রাফার খুয়ান মনফোর্টের স্মৃতি বলে, ফোটোশুটটা সহজ ছিল না।

সেই ইয়ামাল একেবারে বিশ্বকাপ ফাইনালের মঞ্চে মেসির মুখোমুখি হবেন, ভাবলেই কেমন লাগে!

আটলান্টায় ইংল্যান্ডকে যেদিন ধ্বংস করল আর্জেন্টিনা, সেদিন ম্যাচের প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা বাদে মিডিয়া সেন্টার থেকে বেরিয়েছি। তখনও দেখি, আর্জেন্টিনার জার্সি পরা প্রচুর ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্টেডিয়াম চত্বরে। আসলে ইতিহাস তৈরি করা স্টেডিয়ামের চারপাশের স্বাদ নিচ্ছেন। আর একটু দূরে নাচগান চলছে। পাথরের বিশাল ফুটবল রয়েছে একটা। ওখানেই খুয়ান এবং তাঁর প্রেমিকা রেবেকার সঙ্গে দেখা। সেলফি তুলছিলেন। খুয়ানের মন্তব্য, 'ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমাদের যেমন ঐতিহাসিক ঝামেলা আছে, স্পেনের সঙ্গে নেই। আমাদের তো ছয়টা প্লেয়ার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদে খেলে। একজন রিয়াল বেটিসে। হয়তো হুলিয়ান আলভারেজ এবার বার্সেলোনায় খেলবে।' আর্জেন্টিনা ও স্পেনের ছেলেমেয়েরা সবাই ফুটবল নিয়ে ভালো খোঁজখবর রাখেন।

স্পেন এবং আর্জেন্টিনার খেলার স্টাইলের মিল কোথায়, অমিলই বা কোথায়!

সবুজ ক্যানভাসে স্পেন পা রাখে একজন স্থপতির মন নিয়ে। তাদের শৈলী হল শূন্যস্থান আর ধৈর্যের এক সম্মোহনী জ্যামিতি। প্রতিটি ছোট পাস যেন এক একটি শান্ত শব্দ। তারা বুনে চলে এক ছন্দময়, অন্তহীন জাল। যা ধীরে ধীরে গ্যালারির সমস্ত বাতাস শুষে নেয়।

স্প্যানিশদের খেলা দেখা মানে কোনও গ্র্যান্ড মাস্টারকে দাবার ঘুঁটি চালতে দেখা। তরল এবং মসৃণ সেই চলন। তারা গোলের জন্য তাড়াহুড়ো করে না। শুধু অপেক্ষা করে প্রতিপক্ষের চোখের পলক ফেলার। এ যেন এক শীতল, বুদ্ধিদীপ্ত সৌন্দর্যের ফুটবল।

অন্য স্প্যানিশভাষী আর্জেন্টিনা খেলে বুকে এক আগুন নিয়ে। যে আগুন তৈরি হয়েছে গলির ধুলোমাখা ছন্নছাড়া পথ থেকে। তাদের খেলা জ্যামিতিক সামঞ্জস্যের নয়। তা আসলে আকস্মিক, নাটকীয় বাঁকের গল্প। শেষ মিনিট পর্যন্ত যারা হাল ছাড়ে না। অবশ্য তাদের কথাই বা বলছি কেন! এবার স্প

ছোট্ট তারা

নীলেন্দু দাস নেতাজি বয়েজ প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির পড়ুয়া। পড়াশোনার পাশাপাশি দারুণ ছবি আঁকে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বেশকিছু পুরস্কার জিতেছে।

# শতবর্ষের কাঠামোয় প্রাণের টান

**রামসিংহাসন মাহাতো**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** মিত্র সম্মিলনীর শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোর কাঠামো যে বেশ লম্বা হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কাঠামো শুধু প্রতিমার হয় না, ১০০ বছর পেরিয়ে আসা প্রতিষ্ঠানেরও একটা কাঠামো থাকে। বৃহস্পতিবার এটা বোঝা গেল মিত্র সম্মিলনীর নাটমন্দিরে গিয়ে।

পুরোনো ঐতিহ্য মেনে এদিন বৃষ্টিবিঘ্নিত সকালে মিত্র সম্মিলনীর শতবার্ষিকী দুর্গাপুজোর কাঠামোপুজো হল। ১৯০৯ সালে এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠালগ্নে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের একজন হলেন প্রতুলচন্দ্র দত্ত। এদিন তাঁর ৮৬ বছরের নাতি রঞ্জিতকুমার দত্ত গুটিগুটি পায়ে হাজির হয়েছিলেন ক্লাবের শতবার্ষিকী কাঠামোপুজোয় অংশ নিতে। এই দাদু থেকে নাতি হলেন প্রথম পর্বের তিন প্রজন্ম। এরপরের তিন প্রজন্মে রয়েছেন গ্র্যান্ড-পা কাঞ্চনকুমার রায়ের হাত ধরে মার্কিন মুলুক থেকে নাটমন্দির কাঠামোপুজো দেখতে আসা বারো বছরের নাতি রিয়ান। ও এখন পিটসবার্গে থাকে। ওখানেই স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। ওকে নিয়ে সব মিলিয়ে ছয় প্রজন্ম। তার মধ্যে নাটমন্দিরে এদিন হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে পুজোর পর প্রতিমা তৈরির কাঠামোর উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দিল চার প্রজন্ম। শিলিগুড়িকে বুঝিয়ে দিলেন তাঁরাই এ শহরে দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যের ধারক।

এদিন ছিল রথযাত্রা। রথযাত্রা হয় আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে। শাস্ত্রীয় মতে, এই দিনটি অত্যন্ত শুভ এবং যে কোনও মঙ্গলময় বড় কাজের সূচনা করার জন্য অত্যন্ত প্রশস্ত। দুর্গাপুজোর মতো মহাযজ্ঞের প্রস্তুতি শুরু করার জন্য তাই এই দিনটি বেছে নেওয়া। আর মিত্র সম্মিলনীর এটা শতবার্ষিকী পুজো, শুধু মহাযজ্ঞ নয়, রীতিমতো রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন।

তাই এই যজ্ঞে শামিল হতে নাটমন্দিরে উপস্থিত হয়েছিলেন যাঁদের দান করা জমিতে মিত্র সম্মিলনী গড়ে উঠেছে সেই পরিবারের তপতী ভট্টাচার্য, এ শহরের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, পুরনিগমের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, বিজেপি নেতা নান্টু পাল, লেখক প্রাবন্ধিক গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী সত্যজিৎ মুখোপাধ্যায়, সিআইআই-এর ভাইস চেয়ারম্যান অমল মণ্ডল সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিষ্ঠিত মানুষরা।

*১০০ বছর পূর্তিতে মিত্র সম্মিলনীর কাঠামোপুজো। ছবি : সূত্রধর*

অতীতেও দেখা গিয়েছে, মিত্র সম্মিলনীর ছত্রছায়ায় এলে সব মত ও পথ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এদিনও তাই হল। গৌতম দেবকে খোশমেজাজে দেখে চেয়ার ছেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন নান্টু পাল। বললেন, 'এখন ফ্রেশ অ্যান্ড রিল্যাক্সড মনে হচ্ছে।' হাত মিলিয়ে প্রাণ খুলে হাসলেনও দুজনে। মিত্র সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য বললেন, 'আমরা সব মত-পথ-ধর্ম-বর্ণ-কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মানুষকে আমাদের এই শতবর্ষের পুজোয় শামিল করতে চাই। এ পুজো কোনও ক্লাবের নয়, শিলিগুড়ির সব মানুষের আবেগের। আর সেটাকে মূল্য দিতেই এ শহরের একশো বছরের পুজোর আবেগকে তুলে ধরতে আমরা প্রয়াসী হয়েছি।' তিনি জানান, শুধু পুজোর কয়দিন নয়। বিভিন্ন পর্বে নানা অনুষ্ঠান হবে। এই পুজোকে শহরের সকলের পুজো করে তুলতে সবার সহযোগিতাও চেয়েছেন সৌরভ।

মিত্র সম্মিলনীর সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য জানালেন, পুজোর শতবার্ষিকী স্মরণিকাও বিশিষ্টজনদের লেখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হতে চলেছে।

পুজোর পুরোনো কথা জানতে চাইতেই, ছিয়াশি বছরের রঞ্জিত দত্তের মুখমণ্ডল আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। জানালেন, আগে এ পাড়ার ক্ষুদিরামপল্লি নাম ছিল না। তখন মহানন্দাপাড়াই বলা হত। হিলকার্ট রোডে ট্রেন চলত। রেললাইন ছিল। দশমীর দিন লাইন ধরে আমরা দু'ভাই বিসর্জন দেখতে চলে যাই ঘাটে। কাঁধে করে বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন এই শহরের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব জগদীশ ভট্টাচার্য। আর এই শহরে এটাই মিত্র সম্মিলনীর প্রাণের বাঁধন।

*গৌড়ীয় মঠের রথে ভক্তের ঢল। (ডানদিকে) শিলিগুড়ির রথখোলার রথের মেলা। ছবিগুলি তুলেছেন : সঞ্জীব সূত্রধর ও সূত্রধর*

# উৎসবের মুডে রথ

## রশিতে টান দিলেন স্পিকার

**শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** সকালের মেঘলা আকাশ আর টিপটিপ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই 'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল শিলিগুড়ি শহর। বৃহস্পতিবার চিরাচরিত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, আবেগ ও বিপুল উৎসাহের মধ্য দিয়ে সাড়ম্বরে পালিত হল ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা উৎসব। সকালের মেঘ কেটে বেলা বাড়তেই রোদ এসে পড়ে রাজপথে। আর তখনই ইসকন মন্দির ও বিধান মার্কেট সহ শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষের ঢল। এক পলক দড়ি ছোঁয়ার আকুলতা আর মেলা-খেলনা-জিলিপির নস্টালজিয়ায় মেতে ওঠেন শিলিগুড়িবাসী।

এদিন সকাল থেকেই ইসকন মন্দিরে দেখা যায় ভক্তদের উপচে পড়া ভিড়। মাটির টানে আর ভক্তির টানে সকালসকাল মায়ের হাত ধরে বিশেষ সাজে সেজে মন্দিরে হাজির হয়েছিল ষোলো বছরের কিশোরী চিত্রা রায়। জগন্নাথ দেবকে সামনে থেকে দেখার জন্য তার চোখে-মুখে ছিল চনমনে উৎসাহ। অন্যদিকে, রথখোলায় প্রায় ঘণ্টাখানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর রথের দড়ি ছুঁতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ষাট বছরের বৃদ্ধা মনীষা দাস। চোখে জল নিয়ে তিনি বলেন, 'এই সামান্য দড়িটুকু ছোঁয়ার জন্যই তো সারাবছরের অপেক্ষা।'

বড়দের পাশাপাশি পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের ছোট ছোট রথ টানার ধুম ছিল চোখে পড়ার মতো। পথচলতি মানুষ পরম স্নেহে তাদের হাতে প্রণামির টাকা দিতেই দশ-বারো বছরের খুদে বিজয় আর মীনাক্ষীদের মুখে চওড়া হাসি ফুটে ওঠে।

শহরের এই সর্বজনীন উৎসবে শামিল হতে এসেছিলেন রাজ্য বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু। তিনি ইসকন মন্দির এবং বিধান মার্কেট— উভয় জায়গাতেই রথের দড়িতে টান দেন এবং উপস্থিত সকলকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান।

বিধান মার্কেটের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সামনে সকাল থেকেই ছিল খিচুড়ি ভোগের মহা ব্যস্ততা। ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য রাজু সাহা ও অসিত দে-রা রান্নার তদারকি করার পাশাপাশি বারবার নজর রাখছিলেন রথের সাজসজ্জার দিকে। ইসকন মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী 'পাহণ্ডি বিজয়' উৎসবের মাধ্যমে জগন্নাথ দেবকে যখন রথে আসীন করা হচ্ছিল, সেই ভক্তিঘন মুহূর্তটি মোবাইলে ক্যামেরাবন্দি করছিলেন ফাড়াবাড়ির বাসিন্দা রিতা দাস। সামাজিক মাধ্যমে এই রূপ ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমাদের এখানকার রথযাত্রা যে কত সুন্দর, তা গোটা বিশ্বের মানুষ দেখুক।'

*রথের মেলায় বিকিকিনি। শিলিগুড়িতে।*

- সকালের মেঘ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বিপুল উৎসাহে রথযাত্রা উৎসব পালিত
- এক পলক রথের দড়ি ছোঁয়ার আবেগ রথযাত্রাকে এক অনন্য রূপ দেয়
- বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু শহরের রথযাত্রায় দড়ি টানেন
- মেলায় মাটির খেলনা ও লটকা ফলের বিক্রিতে শৈশবের স্মৃতি ফুটে ওঠে
- জিলিপি-পাঁপড় কেনার ভিড়ের মধ্যে মানুষের উৎসবমুখর মেজাজ

রথযাত্রা মানেই তো মেলা, আর মেলা মানেই মাটির খেলনা ও লটকা ফলের চেনা নস্টালজিয়া। আধুনিকতার ছোঁয়ায় অনেককিছুই পালটালেও এই আবেগে আজও এতটুকু মরচে পড়েনি। এদিন সকাল থেকেই রথখোলা, বিধান মার্কেট, শক্তিগড় কেশব গোস্বামী গৌড়ীয় মঠ প্রাঙ্গণ, চম্পাসারি মোড় এবং হায়দরপাড়া বাজার এলাকায় মেলা বসেছিল। শক্তিগড়ের বাসিন্দা ষাট বছরের মিতা রায় নাতনিকে মাটির খেলনা কিনে দেওয়ার সময় স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। নিজের শৈশবের গল্প মনে করে তিনি বলেন, 'জগন্নাথ দেবের দর্শনের পর এই মাটির খেলনাগুলো দেখলেই ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায়।'

ক্রেতার মুখে এই কথা শুনে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি মাটির খেলনা বিক্রেতা রাজু পালও। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, 'আসলে মাটির এই খেলনাগুলো তো এখন শুধু রথের এই একটা দিনকে কেন্দ্র করেই বেঁচে রয়েছে।'

সন্ধ্যা নামতেই উৎসবের আমেজ আরও জমজমাট হয়ে ওঠে। রথযাত্রার দিন বাড়িতে গরম গরম জিলিপি আর মুচমুচে পাঁপড় নিয়ে যাওয়া যেন এক অলিখিত নিয়ম। হায়দরপাড়ায় রথ দেখে বাড়ি ফেরার পথে জিলিপি কিনতে মিষ্টির দোকানে ভিড় করেছিলেন বিধান রায়। দোকানে উপচে পড়া ভিড় দেখে বিক্রেতা যখন জানান জিলিপি ভাজতে সময় লাগবে, তখন হাসিমুখেই বিধানবাবু বলেন, 'দেরি হলেও জিলিপি নিয়েই বাড়িতে ঢুকতে হবে। ঠাকুরদার আমল থেকে চলে আসা এই পারিবারিক রীতি কিছুতেই ভাঙা যাবে না।'

# রাশ পদ্মের হাতে, নেই জোড়াফুল

**শমিদীপ দত্ত ও প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** পালাবদলের পর এবার শহর শিলিগুড়ির 'রথের রশি'র রাশ হাতে নিল গেরুয়া শিবির!

তৃণমূল নেতাদের সরিয়ে শহরের একাধিক রথযাত্রা উদযাপন কমিটির অনুষ্ঠানে এবার দেখা গেল বিজেপি নেতাদের। অরুণ মণ্ডল থেকে মানিক আরোরাদের মতো জেলা নেতৃত্ব, মণ্ডল সভাপতিরা রথ টানলেন। আলোকিত করে রাখলেন মঞ্চ। এদিকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, পালাবদলেও কি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজনীতিবিদদের সামনের সারি দখল করে থাকার ট্রেন্ডে বদল এল না? বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলের অবশ্য বক্তব্য, 'এখানে কোনও রাজনীতির বিষয় নেই। এটা ধর্মীয় ভাবাবেগের বিষয়। বিভিন্ন কমিটির তরফে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই ডাকে মানুষের সামনে যাওয়াটাই অনেক বড় বিষয়।'

গত দেড় দশকজুড়ে যে কোনও অনুষ্ঠানে তৃণমূল নেতারাই ছিলেন সর্বেসর্বা। পটপরিবর্তনের পর এই প্রথম বড় কোনও ধর্মীয় উৎসব রাজ্যে। রথযাত্রা উদযাপন কমিটিগুলি নতুন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে অনুদান পেয়েছে। আর রথেই কার্যত উধাও হয়ে গেল তৃণমূল। এমনকি, সদ্য প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলাররাও এদিন চোখে পড়লেন না। শহরে বরাবরই বিশেষ আকর্ষণ ইসকনের রথ। গত বছর মঞ্চ আলোকিত করেছিলেন তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব সহ তৃণমূল কাউন্সিলাররা। আর এবার অনুষ্ঠান মঞ্চে মূল অতিথি বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। এছাড়াও ছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের সঙ্গী হন অরুণ, মানিকরা।

একই দৃশ্য দেখা গেল রথখোলার অনুষ্ঠানে। গতবছর এই পুজো কমিটির সঙ্গেও ছিলেন গৌতম, রঞ্জন সরকাররা। তবে এবার দেখা গিয়েছে বিজেপির ২২ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ শ্যামাশংকর রক্ষিত, বুথ সভাপতি শুভাশিস সাহাদের। হায়দরপাড়ার রথ উৎসবে গত কয়েক বছর আধিপত্য ছিল ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলারের স্বামী বিবেকানন্দ সাহার। এবার আর তাঁর দেখা মেলেনি। কমিটির তরফে বাপি ঘোষের বক্তব্য, 'এবার আমরা বিধানসভার অধ্যক্ষকে পেয়েছি। এর থেকে বড় কিছু হয় না।'

গত কয়েক বছর রথ উৎসবে রাজনৈতিক নেতাদের থেকে দূরত্ব রাখলেও এবার বিধান মার্কেট কমিটির ডাকে নান্টু পাল, প্রাক্তন কাউন্সিলার মঞ্জুশ্রী পাল এবং অরুণকে দেখা গিয়েছে। এখানেও দড়িতে টান দেন বিধানসভার স্পিকার। আর এসবের মধ্যে গৌতমের গলায় আক্ষেপের সুর, 'ইসকনকে আমি বিভিন্ন সময় সহযোগিতা করেছি। কিন্তু ওঁরা আমাকে আমন্ত্রণ করল না। বাড়িতে কোনও আমন্ত্রণপত্র না পাওয়ায় আমি আর যাইনি।' ইসকনের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক নামকৃষ্ণ দাসের বক্তব্য, 'উলটো রথের দিন আমরা তাঁকে আমন্ত্রণ জানাব।'

## শিখার 'অনুমতি' নিয়ে বিতর্ক

# ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ডাবগ্রামের বর্জ্য

**প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** শিলিগুড়ি পুরনিগমের অনুমতি ছাড়াই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আবর্জনা ফেলা নিয়ে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অভিযোগ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি পরিচালিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত গত শুক্রবার থেকে মাঝেমধ্যে বর্জ্য ফেলতে শুরু করেছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার দাবি করেছেন, বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যদিও বিধায়ক সেই দাবি অস্বীকার করেছেন। অন্যদিকে, পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই জানিয়েছেন, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে কিছুই জানানো হয়নি। ফলে প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। পাশাপাশি, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে অতিরিক্ত বর্জ্য ফেলা হলে পরিস্থিতির অবনতিও হতে পারে বলে আশঙ্কা ছড়িয়েছে।

এই ঘটনাকে ঘিরে পুরোনো বিতর্কও সামনে এসেছে। কিছুদিন আগে পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্যের পর জলপাইগুড়ি জেলার আবর্জনা শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কয়েকটি ডাম্পারে করে বর্জ্যও ফেলা হয়। সেই সময় তৎকালীন মেয়র গৌতম দেব আপত্তি জানান এবং বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষের কাছে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। পরে শংকরের হস্তক্ষেপেই ভিনজেলা থেকে বর্জ্য আনা বন্ধ হয়। এক বিধায়কের হস্তক্ষেপে যেখানে বর্জ্য ফেলা বন্ধ হয়েছিল, সেখানে আর এক বিধায়কের নাম সামনে আসায় নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এবার হস্তক্ষেপ করবেন কি না, প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী শংকর মন্তব্য করতে চাননি।

ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁর সহমতেই আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। আসলে আবর্জনা ফেলার কোনও জায়গা আমাদের নেই। এটা একটা অনেক বড় সমস্যা। যাতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আমাদের আবর্জনা ফেলতে দেওয়া হয় সেজন্য আগেও আমরা বারবার বিধায়কের কাছে, পুরনিগমে অনুরোধ করেছিলাম । তবে রাজি করানো যায়নি। এবার ফের শিখা চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি আমাদের আশ্বাস দিয়ে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আবর্জনা ফেলতে বলেছেন। গত শুক্রবার থেকে আবর্জনা ফেলা শুরু হয়েছে। এখন ছোট গাড়িতে করে আবর্জনা নিয়ে গিয়ে ফেলা হচ্ছে।' মিতালি জানান, ডাম্পার ভাড়ায় নেওয়ার চেষ্টা চলছে। ডাম্পার পেয়ে গেলে সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকা থেকে ছোট গাড়িতে করে আবর্জনা তোলা হবে। পরে সেগুলি ডাম্পারে করে কয়েক দফায় ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

এদিকে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে বর্জ্য ফেলা শুরু হওয়ায় ডাবগ্রাম-২ এলাকার বাসিন্দা ও স্থানীয় প্রশাসনের একাংশ স্বস্তি পেলেও অন্য জায়গায় সমস্যা। বর্তমানে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শুধুমাত্র শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের বর্জ্য ফেলার অনুমতি রয়েছে। কোনও গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্জ্য এখানে ফেলার নিয়ম নেই। ইতিমধ্যেই সেখানে আবর্জনার বিশাল স্তূপ জমেছে। বর্জ্যের চাপে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের একাংশের দেওয়ালও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরোনো বর্জ্য সরাতেই হিমসিম খেতে হচ্ছে। তার ওপর নতুন করে ডাবগ্রাম-২'এর বর্জ্য জমতে শুরু করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে আশঙ্কা।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাই জানিয়েছেন, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। তিনি বলেন, 'খুব বেশিদিন হয়নি আমি দায়িত্ব নিয়েছি। আমার সঙ্গে এই বিষয়ে কেউ কোনও কথা বলেনি। তবে আগে থেকেই এমন কোনও নিয়ম ছিল কি না সেটা জানা নেই।' প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব স্পষ্ট জানিয়েছেন, এমন কোনও নিয়ম আগে ছিল না। নতুন করে বর্জ্য ফেলার খবর শুনে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'এভাবে চললে তো একদিন আশপাশের এলাকাও আবর্জনায় ভরে উঠবে। জলপাইগুড়ি থেকে আবর্জনা নিয়ে আসার কথা যখন হয়েছিল তখনও আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। এখন তো আমি আর কোনও দায়িত্বে নেই। যাঁদের বিষয়টি দেখার তাঁরা দেখবেন।'

অন্যদিকে, প্রধান মিতালি মালাকারের বক্তব্যের সঙ্গে বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে মিল পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, 'এমন কোনও বিষয় আমার জানা নেই।' তাঁর বক্তব্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্জ্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ফেলা যাবে কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। প্রধানের দাবি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে শিখা বলেন, 'এতবড় এলাকায় কে কোথায় কী ফেলছে তা আমি জানি না। তবে আমার সঙ্গে কোনও কথা হয়নি। এই বিষয়টি আমার জানা নেই।' তাঁর বক্তব্যে বিষয়টি নিয়ে কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে।

এদিকে, ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, রাতের অন্ধকারে ডাবগ্রাম-২ থেকে ছোট এক-দুটি গাড়িতে করে বর্জ্য আনা হচ্ছে। পুরনিগমকে কিছু না জানিয়েই সেই বর্জ্য সেখানে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

*শিলিগুড়ি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পাহাড়সমান আবর্জনা।*

- অনুমতি ছাড়াই শিলিগুড়ির ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ডাবগ্রামের বর্জ্য ফেলার অভিযোগ উঠেছে
- প্রধানের দাবি ও বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট অসংগতিও সামনে এসেছে
- বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অজ্ঞাত বলে জানিয়েছেন পুরনিগমের কমিশনারও

## মহানন্দা পাড়ের মেসিরা

*বিশ্বকাপ আবহে প্র্যাকটিস। শিলিগুড়িতে সুশান্ত পালের তোলা ছবি।*

# ডেঙ্গি মোকাবিলায় তৎপর পুরনিগম

**নিতাই সাহা**

**শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** ডেঙ্গি মোকাবিলায় এবার প্রশাসক পরিচালিত শিলিগুড়ি পুরনিগম কর্তৃপক্ষ শক্ত হাতে রাশ ধরতে চলেছে। ইতিমধ্যে শহরের ৪৭টি ওয়ার্ডে একজন করে ভেক্টর কন্ট্রোল মনিটরিং অফিসার নিযুক্ত করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বৃষ্টিতে বিরাম পড়তেই শহরজুড়ে চলা ডেঙ্গি মোকাবিলার কাজে আরও জোর দেওয়ার কথা স্পষ্ট করা হয়েছে। কোথাও জমা জলে ডেঙ্গির বাহক এডিস মশার লার্ভা জন্মাচ্ছে কি না, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, নিয়মিত এই নজরদারি চললে ডেঙ্গি মোকাবিলায় বড় সাফল্য মিলবে। পুর কমিশনার বীরবিক্রম রাই বলেন, 'কোথাও যাতে জল না জমে সেদিকে নজর রাখা হচ্ছে। নিকাশিনালাগুলি পরিষ্কার করার পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় স্প্রে করার কাজ শুরু করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সচেতনতা বৃদ্ধির কাজ করা হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি সার্ভের কাজেও জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও, হাসপাতালগুলিকেও অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে।'

পুরনিগম সূত্রে খবর, চলতি বছরে জানুয়ারি মাস থেকে এখনও পর্যন্ত শহরের বিভিন্ন এলাকার সাত বাসিন্দা ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। যদিও গত বছর এই সময় অবশ্য সেই সংখ্যাটা ২০-র বেশি ছিল। এই পরিস্থিতিতে পুর স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, বর্তমান সময়ে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক রয়েছে। তবে এখনই সন্তুষ্টির কোনও জায়গা নেই বলেই তাঁদের মন্তব্য। সেই লক্ষ্যে বর্ষার মরশুমে যাতে নতুন করে ডেঙ্গির প্রকোপ মাথাচাড়া দিতে না পারে, তার জন্য আগে থেকেই শক্ত হাতে রাশ ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেউ জ্বরে আক্রান্ত রয়েছেন কি না তা নিশ্চিত করার কাজ চলছে। সেই কাজে যাতে কোনও গাফিলতি না হয় সেদিকে নজর দিতে ভেক্টর কন্ট্রোল মনিটরিং অফিসারদের সজাগ দৃষ্টি রাখার বার্তা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ডেঙ্গি মোকাবিলায় ভেক্টর কন্ট্রোল টিম (ভিসিটি)-র সদস্যদের পথে নামানো হয়েছে।

ফি বছরই শহর শিলিগুড়ির নানা প্রান্তে জল জমার সমস্যা দেখা দেয়। পুর স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, কোনও এলাকায় একটানা সাতদিন বৃষ্টির জল জমে থাকলে ডেঙ্গির বাহক এডিস মশার লার্ভা সেখানে জন্ম নিতে পারে। সেক্ষেত্রে শহরের বিভিন্ন নীচু এলাকা সহ নির্মীয়মাণ বহুতল এবং গ্যারাজগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটানা বৃষ্টিতে বিরাম পড়তেই যুদ্ধকালীন তৎপরতায় এই কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে ডেঙ্গি মোকাবিলায় সচেতনতা বৃদ্ধির কাজও শুরু করা হয়েছে।

২০০৭ সালে ইউনিসেফ এবং স্প্যানিশ পত্রিকা 'দিয়ারিও স্পোর্ত'-এর বিশেষ ফোটোশুটে তরুণ লিওনেল মেসি ও শিশু লামিনে ইয়ামাল।

# ফুটবল ঈশ্বরের জাদুস্পর্শ

## স্নানের গামলা থেকে বিশ্বকাপের মহারণে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

**নিউ ইয়র্ক, ১৬ জুলাই :** কথায় আছে, ঈশ্বরের স্পর্শে নাকি অলৌকিক ঘটনা ঘটে! আর ফুটবল বিশ্বে লিওনেল মেসিকে তো ঈশ্বরই বলা হয়। আজ থেকে ঠিক ১৯ বছর আগে, সেই ফুটবল ঈশ্বরের এক স্নেহমাখা স্পর্শ পেয়েছিল পাঁচ মাসের এক শিশু। আর সেই ঐশ্বরিক স্পর্শ থেকেই যেন জন্ম নিল এক অবিশ্বাস্য রূপকথা। আজ আপনারা যে ছবিগুলো দেখছেন, তা কেবল কোনও সাধারণ ফ্রেম নয়, বরং সময় আর ভাগ্যের এক জাদুকরি মেলবন্ধন।

একটু ভালো করে খেয়াল করুন। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাস। বার্সেলোনার ন্যু ক্যাম্পের স্টেডিয়ামের অ্যাওয়ে ড্রেসিংরুম। একটা নীল রঙের প্লাস্টিকের স্নানের গামলা, সাবানজলে ভাসছে ফুটফুটে এক শিশু। আর তাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে স্নান করাচ্ছেন লাজুক চেহারার বছর কুড়ির এক তরুণ। তরুণটি লিওনেল মেসি, আর সেই পাঁচ মাসের শিশুটির নাম লামিনে ইয়ামাল!

এই ছবিটা আসলে ছিল একটা চ্যারিটি ক্যালেন্ডারের অংশ। ইউনিসেফ এবং স্প্যানিশ পত্রিকা 'দিয়ারিও স্পোর্ত'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক লটারিতে জিতে বার্সেলোনার এক তারকার সঙ্গে ছবি তোলার সুযোগ পেয়েছিল মাতারো শহরের এক সাধারণ পরিবার। ফটোগ্রাফার জোয়ান মনফোর্ট আজও সেই দিনের কথা ভাবলে শিউরে ওঠেন। তাঁর স্মৃতিতে, 'মেসি তখন ভীষণ লাজুক। ড্রেসিংরুমে ঢুকে জলের টাব আর একটা একরত্তি বাচ্চাকে দেখে সে তো রীতিমতো ঘাবড়েই গিয়েছিল! কীভাবে বাচ্চাটাকে ধরতে হবে, সেটাই বুঝতে পারছিল না।' শেষপর্যন্ত ইয়ামালের মা শিলা এভানার সাহায্যে বেশ কসরত করে ফ্রেমবন্দি করা হয় মুহূর্তটিকে। মনফোর্ট ঘাম ঝরিয়ে যে ছবিটা তুলেছিলেন, তখন কি ঘুণাক্ষরেও কেউ ভেবেছিল, ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্য এই শিশুটিই একদিন ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে তাঁরই মুখোমুখি হবে?

> মেসি তখন ভীষণ লাজুক। ড্রেসিংরুমে ঢুকে জলের টাব আর একটা একরত্তি বাচ্চাকে দেখে সে তো রীতিমতো ঘাবড়েই গিয়েছিল! কীভাবে বাচ্চাটাকে ধরতে হবে, সেটাই বুঝতে পারছিল না।
>
> -জোয়ান মনফোর্ট
> ফোটোগ্রাফার

সময় নিজের ছন্দে গড়িয়েছে। মেসি আজ আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী, ফুটবল গ্রহের অবিসংবাদিত সম্রাট। অন্যদিকে, সেই স্নানটাবের শিশুটি এখন সদ্য ১৯ বছরে পা দেওয়া স্প্যানিশ ফুটবলের নতুন জাদুকর। কাকতালীয়ভাবে, বার্সেলোনায় মেসির ফেলে যাওয়া ১০ নম্বর জার্সিটাই এখন ইয়ামালের গায়ে। গত ইউরো কাপে স্পেনের জয়ের অন্যতম কারিগর এই তরুণই এখন তাঁর দেশের সবচেয়ে বড় ভরসা।

রবিবার নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বসতে চলেছে বিশ্বকাপের চূড়ান্ত মহারণ। একদিকে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা, অন্যদিকে ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন। অর্থাৎ, একদিকে ৩৯ বছরের মেসি, অন্যদিকে ১৯ বছরের ইয়ামাল। প্রায় দুই দশক আগে যে মানুষটার স্নেহের স্পর্শ পেয়েছিল, আজ বিশ্বজয়ের মুকুট ছিনিয়ে নিতে সেই ফুটবল দেবতাকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে সে!

ছবিটা প্রথম প্রকাশ্যে আসে বছর দুয়েক আগে, যখন ইয়ামালের বাবা সোশ্যাল মিডিয়ায় এটি পোস্ট করে লিখেছিলেন- 'দুই কিংবদন্তির শুরু।' ফোটোগ্রাফার মনফোর্টের মতে, এরকম ঘটনা লটারি জেতার চেয়েও বিরল। আধুনিক ফুটবলে যেখানে শুধুই টাকা আর ক্ষমতার দাপট, সেখানে এমন একটা নিখাদ রূপকথার গল্প সত্যিই মন ছুঁয়ে যায়। রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে যখন এই দুই প্রজন্মের জাদুকর বল পায়ে নামবেন, তখন হয়তো ফুটবল দেবতা অলক্ষে মুচকি হাসবেন। কারণ, নিয়তি তার সেরা ম্যাজিকটা যে লুকিয়ে রেখেছিল ওই ছোট্ট প্লাস্টিকের গামলাতেই!

### বিশ্বকাপ আনকাট

#### ইয়ামালের বাড়িতে চুরির চেষ্টা

স্পেনের বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার আনন্দ কিছুটা ম্লান হতে বসেছিল লামিন ইয়ামালের বাড়িতে চুরির চেষ্টার খবরে! টেক্সাসে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল চলাকালীন বার্সেলোনার এসপ্লুগেস দে লোব্রেগাতে তাঁর প্রাসাদে হানা দেয় দুই হুডি-পরা দুষ্কৃতী। সিসিটিভিতে তাদের দেওয়াল টপকাতে দেখেই দ্রুত ব্যবস্থা নেন নিরাপত্তারক্ষীরা। ফলে চোরেরা ভেতরে ঢোকার আগেই ঘাবড়ে গিয়ে পালিয়ে যায়। উল্লেখ্য, এই বিলাসবহুল বাড়িটি আগে জেরার্ড পিকে এবং শাকিরার ছিল। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে ইয়ামাল সোশ্যাল মিডিয়ায় এই বাড়ির ঝলক দেখিয়েছিলেন, যার ফলেই হয়তো এই বাড়িটি ইউরোপীয় পেশাদার অপরাধী চক্রের নজরে পড়ে যায়। স্থানীয় পুলিশ (মোসোস দ্য এসকুয়াদ্রা) এই ঘটনার জোরকদমে তদন্ত শুরু করেছে।

#### চাপে পোস্ট মুছল চেলসি

আর্জেন্টিনার কাছে ইংল্যান্ডের হারের পর এক অপ্রত্যাশিত বিতর্কে জড়াল ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব চেলসি। সেমিফাইনালে ক্লাবের আর্জেন্টাইন ফুটবলার এনজো ফার্নান্ডেজ গোল করায় সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি পোস্ট করেছিল তারা। কিন্তু এই পোস্ট ঘিরে তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েন ইংল্যান্ডের সমর্থকরা। নিজেদের দেশের এমন যন্ত্রণাদায়ক হারের পর দেশেরই একটি ক্লাব কেন বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানাবে, সেই প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। সমর্থকদের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত তড়িঘড়ি পোস্টটি মুছে ফেলতে বাধ্য হয় চেলসি কর্তৃপক্ষ।

## ফকল্যান্ড বিতর্কের মাঝে মারাদোনাকে জয় উৎসর্গ লিওর

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** আটলান্টার মার্সিডিজ-বেঞ্জ স্টেডিয়ামে রেফারির শেষ বাঁশি বাজতেই একটা ব্যানার হাতে তুলে নিলেন জিওভানি লো সেলসো এবং নিকোলাস ওটামেন্ডি। মুহূর্তে গোটা দল সেই ব্যানারের পেছনে এসে দাঁড়াল, যেখানে স্প্যানিশ ভাষায় লেখা- 'লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস' (ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনার)। স্রেফ একটা ফুটবল ম্যাচ নিমেষেই যেন ফিরে গেল বিয়াল্লিশ বছর আগের সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে, যেখানে ৬৪৯ জন আর্জেন্টিনীয় সেনার মৃত্যু হয়েছিল। মাঠের ফুটবলে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর, মাঠের বাইরের এই রাজনৈতিক উদযাপন ফিফার শাস্তির বা জরিমানার মুখে ফেলতে পারে আর্জেন্টিনাকে। ২০১৪ সালে ঠিক এই কারণেই ২০ হাজার পাউন্ড জরিমানা দিতে হয়েছিল তাদের। স্পেনের বিরুদ্ধে রবিবারের ফাইনালের আগে এই ঘটনা স্বভাবতই নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

তবে যাবতীয় বিতর্ক আর সমালোচনার মোক্ষম জবাবটা এদিন দিয়েছেন স্বয়ং লিওনেল মেসি। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই অভিযোগ উঠছিল, ফিফা নাকি আর্জেন্টিনাকে প্রতিটা পদক্ষেপে বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে। ফাইনালে ওঠার পর সমালোচকদের একহাত নিয়ে রোজারিওর মহাতারকা সোজাসাপটা বলে দিলেন, 'যার গায়ে লাগে লাগুক, তারা যা খুশি বলুক। আমরা ঘামের দামে জয় কিনেছি, কেউ আমাদের বিনা পরিশ্রমে কিছু উপহার দেয় না। অনেক সন্দেহ আর কটাক্ষের তির বুকে বিঁধেছিল ঠিকই, কিন্তু আমি জানতাম এই দলটা শেষ বিন্দু পর্যন্ত লড়তে জানে।'

'ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ আর্জেন্টিনার'- ইংল্যান্ডকে হারিয়ে এই বার্তাই দিলেন জিওভানি লো সেলসোরা।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেরিয়ারে এই প্রথমবার খেলতে নেমেছিলেন ৩৯ বছরের মেসি। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন থ্রি লায়ন্সদের এগিয়ে দেওয়ার পর একটা সময় হারের ভ্রুকুটি দেখছিল দল। কিন্তু লিওনেল স্কালোনি যখনই তাঁর প্রধান অস্ত্রটিকে মাঝমাঠের ভিড় থেকে বের করে ডানদিকে সরিয়ে আনলেন, খেলার চিত্রপট বদলে গেল। মাত্র ছয় মিনিটের ব্যবধানে দুটি নিখুঁত পাস। প্রথমটা ৮৫ মিনিটে বক্সের বাইরে থাকা এনজো ফার্নান্ডেজের কাছে, আর দ্বিতীয়টা ৯২ মিনিটে লওটারো মার্টিনেজের মাথায়। এই জয়টা যেন শুধু একটা জয় নয়, দীর্ঘদিনের জমে থাকা এক ফুটবল আবেগের বিস্ফোরণ। লওটারোর গলাতেও সেই আবেগের রেশ, 'আমরা যা অর্জন করেছি তা অভাবনীয়। প্রথম গোলটা খাওয়ার পর যখন আমরা চাপ বাড়িয়ে দিলাম, গ্যালারির সমর্থন আমাদের কাজটা সহজ করে দিল। এই জয়টা আমাদের দর্শকদের প্রাপ্য ছিল।' মেসিও স্বীকার করেছেন, অন্য যে কোনও সেমিফাইনালের চেয়ে ইংল্যান্ডকে হারানোটা তাঁদের সমর্থকদের কাছে সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত ছিল।

এই জয় যেন ছুঁয়ে গেছে অতীতকেও। ঠিক চল্লিশ বছর আগে ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যে মানুষটা বিশ্বকে তাঁর পায়ের ক্যারিশমা দেখিয়েছিলেন, সেই দিয়েগো মারাদোনাকে এই জয় উৎসর্গ করেছেন মেসি। আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মন্তব্য, 'দিয়েগো নিশ্চয়ই ওপর থেকে এই জয়টা চুটিয়ে উপভোগ করছেন। তাঁর জন্য আজ দিনটা বড্ড স্পেশাল। এই আনন্দটা তাঁর জন্যই।'

ফুটবলের সঙ্গে ইতিহাস, রাজনীতি আর আবেগের এমন মিশেল খুব কমই দেখা যায়। রবিবার নিউ জার্সিতে যখন স্পেনের বিরুদ্ধে নিজেদের মুকুট ধরে রাখতে নামবে স্কালোনির দল, তখন তাদের সঙ্গী হবে একরাশ আত্মবিশ্বাস আর সমালোচকদের ভুল প্রমাণ করার অদম্য জেদ।

## শিষ্য এনজোকে স্পটলাইট ছাড়লেন মেসি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** সবুজ ঘাসে হাঁটু মুড়ে বসে আছেন তিনি। চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়ছে। মাটিতে ক্রমাগত ঘুষি মেরে যেন নিজেকেই বলছেন, 'আমি পেরেছি! আরও একবার দেশকে ফাইনালে তুলতে পেরেছি।' এই কান্না শুধু জয়ের নয়, এ যেন এক মোক্ষম জবাব। ফিফা নাকি তাঁকে বাড়তি সুবিধা দেয়, জোর করে জিতিয়ে দেয়-এমন অসংখ্য অপমানের জবাব তিনি দিলেন পরপর দুইটি নিখুঁত পাস বাড়িয়ে। আটলান্টার মাঠে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দিয়ে তাই একা কাঁদলেন লিওনেল মেসি।

ম্যাচ শেষে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে বুনো উল্লাসে মেতেছিলেন এনজো ফার্নান্ডেজ। কিন্তু ক্যামেরায় ধরা পড়ল এক অদ্ভুত দৃশ্য। মেসি ইশারা করে এনজোকে বলছেন তাঁকে নামিয়ে দিতে। শুধু তাই নয়, সতীর্থদের বুঝিয়ে দিলেন, এই মুহূর্তের আসল নায়ক এনজো। প্রচারের সবটুকু আলো তাঁরই প্রাপ্য। পনেরো বছর বয়সে যে ছেলেটা মেসিকে অবসর না নেওয়ার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিল, আজ সেই এনজোই জাদুকরের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সেনাপতি। ৮৫ মিনিটে শর্ট কর্নার থেকে মেসির নিখুঁত পাস আর এনজোর বাঁকানো শটেই তো ধ্বংসস্তূপ থেকে ঘুরে দাঁড়ায় আর্জেন্টিনা। এই জন্যই বোধহয় তিনি এমন একজন অধিনায়ক, যাঁর জন্য মাঠে রক্ত-ঘাম এক করতে দুইবার ভাবেন না সতীর্থরা।

অথচ ইংল্যান্ডের প্রথম গোলের পর পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়েছিল। জুডে বেলিংহাম এগিয়ে এসে মেসিকে বেশ কিছু কটু কথা বলেন। শুরুতে ঠান্ডা মাথায় এড়িয়ে গেলেও, একপর্যায়ে মেজাজ হারান রোজারিওর মহাতারকা। আর এই ঘটনাই যেন বারুদে অগ্নিসংযোগ করল। বেলিংহামের কটূক্তি তাঁকে আরও তাতিয়ে দিল। টমাস টুচেল তাঁকে ঘিরে রাখার যে ছক কষেছিলেন, তা নিমিষেই চুরমার হয়ে গেল। মেসি কখনও মাঝমাঠে নেমে এলেন, কখনও উইংয়ে সরে গেলেন। ইচ্ছে করে তিন-চারজন ইংরেজ ফুটবলারকে নিজের দিকে টেনে নিলেন, যাতে এনজো আর লওটারো ফার্নান্ডেজরা ফাঁকা জায়গা পেয়ে যায়। ফলস্বরূপ এল দুইটি চোখজুড়ানো অ্যাসিস্ট।

ম্যাচ শেষে মিক্সড জোনে এসে তৃপ্ত মেসি বলেছেন, 'আমাদের দল কখনও চেষ্টা ছাড়ে না। আমরা ভালো ফুটবল খেলার মানসিকতা নিয়েই মাঠে নামি। প্রতিপক্ষকে তাদের অর্ধে আটকে রেখে আমরা বুঝিয়ে দিই যে, ম্যাচ জিততে আমাদের অতিরিক্ত সময় লাগে না, আমরা ৯০ মিনিটের মধ্যেই সেটা পারি। আর্জেন্টিনার কোনও মানুষ হারতে ভালোবাসে না।'

রবিবার নিউ জার্সির ফাইনালে কী হবে, তা সময়ই বলবে। তবে আটলান্টার এই রাত আবারও প্রমাণ করল, বিশ্বমঞ্চে মেসি আজও এক এবং অদ্বিতীয়।

ফাইনালে উঠে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আর্জেন্টিনার এনজো ফার্নান্ডেজের।

### মুখোমুখি দুই প্রজন্মের প্রতিনিধি

## লামিনের হুংকারের মাঝেই স্প্যানিশ দর্শন নিয়ে সতর্ক মেসি

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ

জয় মণ্ডল

**নিউ ইয়র্ক, ১৬ জুলাই :** 'নিউ ইয়র্ক, আমরা আসছি।' পুয়ের্তো রিকান গায়ক ব্যাড বানির বিখ্যাত গানের কলি ধার করে লামিনে ইয়ামালের এই ইনস্টাগ্রাম পোস্টই বুঝিয়ে দিচ্ছে, রোববারের ফাইনাল নিয়ে স্প্যানিশ শিবির কতটা মরিয়া। ফ্রান্সকে ২-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে স্পেনের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ড্রেসিংরুমের উচ্ছ্বাসটা ছিল দেখার মতো। সতীর্থ পেড্রো পোরোকে দিয়ে দ্বিতীয় গোল করানো ড্যানি ওলমো তো বলেই দিলেন, 'সবটাই যেন আগে থেকে লেখা ছিল। আটলান্টায় শুরু করে আমরা নিউ ইয়র্কে এসে পৌঁছালাম। এখন লক্ষ্য থেকে সামান্য দূরে।'

স্প্যানিশ ফুটবলের এই নতুন প্রজন্মের মশাল এখন ইয়ামালের হাতে। সদ্য ১৯-এ পা দেওয়া এই উইঙ্গার ফাইনালে মাঠে নামলেই গড়বেন এক অনন্য কীর্তি। পেলের (১৭ বছর ২৪৯ দিন) এবং ইতালির জিউসেপ্পে বার্গোমির (১৮ বছর ১৭৪ দিন) পর বিশ্বকাপের ইতিহাসে তৃতীয় কনিষ্ঠতম ফাইনালিস্ট হতে চলেছেন তিনি, ছাপিয়ে যাবেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকেও। সেমিফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হয়তো তাঁর নামের পাশে গোল নেই, কিন্তু তাঁর আদায় করা পেনাল্টি থেকেই প্রথম গোলটি করেছিল স্পেন।

তবে প্রতিপক্ষ যখন লিওনেল মেসি, তখন হিসাবনিকাশ একটু অন্যভাবে করতে হয়। আটলান্টায় বুধবার রাতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও এনজো ফার্নান্ডেজ এবং লওটারো মার্টিনেজকে দিয়ে গোল করিয়ে আর্জেন্টিনাকে ২-১ ব্যবধানে জিতিয়েছেন মেসি। আর তৃতীয়বার ফাইনালে ওঠার পর তিনি স্প্যানিশদের নিয়ে রীতিমতো হোমওয়ার্ক শুরু করে দিয়েছেন।

স্পেনের ফুটবল দর্শন তাঁর চেয়ে ভালো আর কে-ই বা বোঝে! নিজের ক্লাব কেরিয়ারের সবচেয়ে সুন্দর সময়টা তো ওই দেশটিতেই কাটিয়েছেন। মেসি পরিষ্কার বলেছেন, 'স্পেন দুর্দান্ত একটা দল। ওদের নিজস্ব একটা খেলার ধরন আছে, যা আমি খুব ভালো করেই চিনি। দলের অনেকেই বার্সেলোনায় খেলে, যে ক্লাবটাকে আমি আজও ভালোবাসি। তাই এই ম্যাচটা আমার কাছে ভীষণ স্পেশাল। আশা করছি একটা সমানে-সমানে লড়াই হবে।'

৩৯ বছরের মেসি এই টুর্নামেন্টে ইতিমধ্যেই আটটি গোল এবং চারটি অ্যাসিস্ট করে গোল্ডেন বলের দৌড়ে সবার আগে। কিন্তু এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে তাঁর হাড়ভাঙা পরিশ্রম। গত ডিসেম্বরে আর্জেন্টিনায় সকাল-বিকেল টানা অনুশীলন করেছেন শুধু এই বিশ্বকাপটার জন্যই। টানা পাঁচটা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের ফাইনালে ওঠার তৃপ্তি নিয়ে তাঁর সংযোজন, 'এই দলটা যা করছে, তা সত্যিই অভাবনীয়। কেউ আমাদের হাতে কিছু তুলে দেয়নি, সবটাই মাঠে আদায় করে নিতে হয়েছে।'

মেটলাইফ স্টেডিয়ামের রবিবার তাই শুধু একটা ম্যাচ নয়। একদিকে অপ্রতিরোধ্য তারুণ্যের স্পর্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে ইয়ামাল, অন্যদিকে নিখুঁত অভিজ্ঞতার শান্ত সমাহিত রূপ নিয়ে মেসি। নিউ ইয়র্কের প্রহর গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে, আর সেইসঙ্গে তৈরি হচ্ছে ফুটবলের এক নিখাদ লড়াইয়ের রণাঙ্গন।

কেরিয়ারের প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে নিউ জার্সি পৌঁছে গেলেন স্পেনের বিস্ময় বালক লামিনে ইয়ামাল।

# রক্তের ঘ্রাণে ফুঁসে ওঠে আর্জেন্টিনা স্কালোনি

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** সাইডলাইনের ধারে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। মুখটা গম্ভীর, চোখের দৃষ্টি দূরের নীল-সাদা গ্যালারির দিকে। হয়তো জানতেন, প্রিয় বন্ধু ছুটে আসবেই। আর লিওনেল মেসি যখন সত্যি সত্যিই ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন, তখন লিওনেল স্কালোনির চোখ দিয়েও বাঁধভাঙা জলের স্রোত। গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছাপিয়ে আটলান্টার রাতে তাঁরা যেন স্রেফ দুজন পরমবন্ধু, যাঁদের জাদুতে আরও একটা বিশ্বকাপ ফাইনালে পা রাখল আর্জেন্টিনা।

পুরো ম্যাচজুড়েই সাধারণত খুব শান্ত থাকেন স্কালোনি। গোল হলেও হয়তো বড়জোর এক ঢোঁক জল খান বা মুচকি হাসেন। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সেমিফাইনালে তাঁকেও বেশ কয়েকবার সাইডলাইনের ধারে এসে রীতিমতো মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এসে অবশ্য সেই চিরচেনা শান্ত স্কালোনি। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসার রহস্য কী? স্কালোনির সাফ জবাব, 'আমার মনে হয়, এই দলটা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়লেই নিজেদের সেরাটা বার করে আনে। প্রতিপক্ষ যখনই একটু দ্বিধায় পড়ে যায়, আমরা রক্তের ঘ্রাণ পাই আর ঝাঁপিয়ে পড়ি! আজ ঠিক সেটাই হয়েছে।'

৫৫ মিনিটে ইংল্যান্ড গোল করার পরই যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি জেগে উঠেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই ইংল্যান্ড কোচ টমাস টুচেল রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলতে গিয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিলেন। জুডে বেলিংহামরা নিজেদের অর্ধে নেমে এসেছেন দেখেই দাঁত-নখ বের করে ফেলল আর্জেন্টিনা। স্কালোনির কথায়, 'ওরা গোল করার পরের ৪০ মিনিটই হল ফুটবলের আসল সংজ্ঞা। ফুটবল তো শুধু ট্যাকটিক্স আর সুন্দর খেলার নাম নয়। কীভাবে কষ্ট সহ্য করতে হয় এবং শেষপর্যন্ত দাঁতে দাঁত চেপে লড়তে হয়, আজ আমার ছেলেরা সেটাই করে দেখিয়েছে।'

সত্যিই তো, অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের দুটি শট পোস্টে না লাগলে তো তার আগেই গোল পেয়ে যেত আর্জেন্টিনা। শেষমেশ ৮৫ মিনিটে সেই এনজো ফার্নান্ডেজই গোলমুখ খুললেন, যিনি ২০১৪ সালে মেসিকে অবসর না নেওয়ার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। ছোটবেলার সেই আইডলের পাশে দাঁড়িয়ে দেশের হয়ে গোল করা- এ যেন এক রূপকথা। আর অতিরিক্ত সময়ে লওটারো মার্টিনেজের জয়সূচক গোল! মিক্সড জোনে এসে লওটারো বলছিলেন, 'আমি রীতিমতো স্বপ্ন দেখতাম। ছোটবেলায় বাবা যেদিন প্রথম বুট কিনে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই এমন একটা গোলের স্বপ্ন দেখেছি। আমি বেঞ্চে বসেই ফাকুন্দো মেদিনাকে বলেছিলাম যে আমি মাঠে নেমেই গোল করব। সত্যি বলছি, ইংল্যান্ড ৬০ মিনিট পর ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ওরা যখনই নীচে নেমে গেল, আমরা জায়গা পেয়ে গেলাম।'

ম্যাচ শেষে ড্রেসিংরুমের যে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে মেসিকে ঘিরে পাগলের মতো নাচছেন সবাই। গানের একটাই অর্থ- 'মেসির জন্য আবার চ্যাম্পিয়ন হতে হবে আমাদের।' আর সেই উন্মাদনার মাঝেই ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে ব্যানার তুলে ধরে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে তারা। তবে ওসব নিয়ে আপাতত মাথা ঘামাতে নারাজ স্কালোনির দল।

১৯৮৬, ১৯৯৮ আর এবার ২০২৬-ইংল্যান্ডের স্বপ্নভঙ্গের তালিকায় আরও একটা সাল যোগ হল। যদিও স্কালোনি ১৯৮৬ সালের সঙ্গে এই ম্যাচের তুলনা টানতে নারাজ। তাঁর মতে, 'দিয়েগো মারাদোনার সেই দ্বিতীয় গোলটা ছিল ঐতিহাসিক। তবে আজকের ম্যাচটা মিশরের ম্যাচের চেয়েও বেশি স্নায়ুর চাপ তৈরি করেছিল। আমাদের দলটার আসলে কোনও ভয়ডর নেই।'

টানা দুটি বিশ্বকাপ জয়ের হাতছানি এখন আর্জেন্টিনার সামনে। ১৯৬২ সালের ব্রাজিলের পর এই রেকর্ড আর কারও নেই। রবিবার নিউ জার্সিতে স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালে কি ইতিহাস লিখতে পারবেন মেসিরা? স্কালোনি শুধু মুচকি হেসে বললেন, 'আমরা আমাদের সবটুকু উজাড় করে দেব। এটা অহংকার নয়, কিন্তু সত্যি বলছি, আমরা ইউনিক।'

INLAND TRADER

*টানা দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠে লিওনেল মেসি ও লিওনেল স্কালোনি (ডানদিকে উপরে)।*

# পরিসংখ্যানের পাতায় শুধুই এক জাদুকর

**হরিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়**

বয়স ৩৯, কিন্তু আটলান্টার মাঠে তিনি যেন সময়টাকে থমকে দিয়েছিলেন। ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডনের গোলে যখন ইংল্যান্ড এগিয়ে গেল, তখন মনে হয়েছিল ৬০ বছরের আক্ষেপ হয়তো মিটতে চলেছে থ্রি লায়ন্সদের। কিন্তু ৮৫ মিনিটের পর থেকে লিওনেল মেসি শুধু ম্যাচের মোড়ই ঘোরালেন না, পরিসংখ্যানের বইগুলোও নতুন করে লিখতে বাধ্য করলেন। ইংল্যান্ডকে ২-১ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠল আর্জেন্টিনা। আর এই ম্যাচের পর বিশ্বমঞ্চে রেকর্ডের পাতাগুলো শুধুই যেন এক জাদুকরের স্তুতিগানে মুখর।

**একনজরে দেখে নেওয়া যাক, আটলান্টায় নীল-সাদা রূপকথার রাতে কী কী অবিশ্বাস্য নজির গড়লেন মেসি এবং আর্জেন্টিনা**

### অ্যাসিস্টের রাজা

এই বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত চারটি অ্যাসিস্ট মেসির। আর কেরিয়ারে সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের মঞ্চে তাঁর অ্যাসিস্ট সংখ্যা দাঁড়াল ১২-তে। গত ৬০ বছরে কোনও ফুটবলার বিশ্বকাপে আটটির বেশি অ্যাসিস্ট করতে পারেননি! এর মধ্যে ১০টা অ্যাসিস্টই আবার এসেছে নকআউট পর্বে, যেখানে পেলের অ্যাসিস্ট মাত্র চারটি!

### ড্রিবলিংয়েও অনন্য

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একা ৯টি সফল ড্রিবল করেছেন মেসি। ১৯৬৬ সালের পর বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে এই প্রথম কোনও ফুটবলার একই ম্যাচে ৯টা ড্রিবল এবং জোড়া অ্যাসিস্ট করলেন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, গোটা ইংল্যান্ড দল মিলে এই ম্যাচে মাত্র ৭টি সফল ড্রিবল করেছে! শুধু তাই নয়, মেসি ইংল্যান্ড বক্সে সাতবার বল ছুঁয়েছেন, যা পুরো ইংল্যান্ড দলের মিলিত সংখ্যার সমান।

### গোল ও অ্যাসিস্টের যুগলবন্দি

এই বিশ্বকাপে মেসি ৮ গোল করেছেন (কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে যুগ্ম সর্বাধিক) এবং অ্যাসিস্ট করেছেন ৪টি। বিশ্বকাপে মোট ৩৩টি ম্যাচে তাঁর গোল ও অ্যাসিস্টের সম্মিলিত সংখ্যা ৩৩ (২১ গোল, ১২ অ্যাসিস্ট)। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা এমবাপের এই সংখ্যাটা ২৫।

### সুযোগ তৈরির রেকর্ড

বিশ্বকাপে গত ৬০ বছরে সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করার রেকর্ড ইতিমধ্যেই মেসির ঝুলিতে (৯৯টি)। আর একটা সুযোগ তৈরি করলেই তিনি সেঞ্চুরি করবেন। এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে আছেন দিয়েগো মারাদোনা (৭১টি)।

### কাফুর নজিরে ভাগ বসানোর হাতছানি

আগামী রবিবার স্পেনের বিরুদ্ধে ফাইনালে মাঠে নামলেই মেসি ছুঁয়ে ফেলবেন ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি কাফুকে। ইতিহাসের মাত্র দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে তিনটি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার বিরল সম্মান অর্জন করবেন রোজারিওর জাদুকর।

### টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের দৌড়

১৯৬২ সালে ব্রাজিলের পর দীর্ঘ ৬৪ বছরে কোনও দল টানা দুইটি বিশ্বকাপ জিততে পারেনি। স্পেনের বিরুদ্ধে জিতলে লিওনেল স্কালোনির আর্জেন্টিনা ইতালি (১৯৩৪, ১৯৩৮) এবং ব্রাজিলের (১৯৫৮, ১৯৬২) পর তৃতীয় দেশ হিসেবে এই অনন্য নজির গড়বে।

### এনজো এবং লওটারো কানেকশন

এনজো ফার্নান্ডেজ হলেন প্রথম ফুটবলার, যাকে মেসি বিশ্বকাপে দুইবার অ্যাসিস্ট করলেন। অন্যদিকে, লওটারো মার্টিনেজ প্রথম আর্জেন্টাইন হিসেবে একই বিশ্বকাপে পরিবর্ত হিসেবে নেমে একাধিক গোল করার রেকর্ড গড়লেন।

আটলান্টার রাতে একটা অদ্ভুত পরিসংখ্যান হল বল দখল। ৫৫ মিনিট থেকে ৯২ মিনিট পর্যন্ত ইংল্যান্ডের বল দখল ছিল মাত্র ১২ শতাংশ, আর আর্জেন্টিনার ৮৮ শতাংশ! এই অবিশ্বাস্য আধিপত্যের মাঝেই মেসির জাদুতে ভর করে টানা দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন বুনছে আর্জেন্টিনা। আগামী রবিবার মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বিশ্ব র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর দলের মুখোমুখি হবে দুই নম্বর দল স্পেন। ১৯৯২ সালে ফিফা র‍্যাংকিং চালু হওয়ার পর এই প্রথম ফাইনালে এক ও দুই নম্বর দলের মহারণ দেখতে চলেছে ফুটবল বিশ্ব।

# অতীত রোনাল্ডো নীল-সাদায় বিজয়ন

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** আটলান্টার ভিড়ে গিজগিজ করা গ্যালারিতে হঠাৎই এক চেনা মুখ। পরনে নকশাপাড় নীল লুঙ্গি, গায়ে নীল-সাদা জার্সি আর চোখে রোদচশমা। সদ্যই ছেলে আরুমলের বিয়ের পাট চুকিয়েছেন। তারপর যে সাততাড়াতাড়ি আটলান্টায় হাজির হবেন, কে ভেবেছিল! কিন্তু তিনি আইএম বিজয়ন। ভারতীয় ফুটবলের 'কালো হরিণ'। গত ৮ জুলাই দীর্ঘদিনের বন্ধু তথা শিল্পপতি গোপু নন্দিলাথের সঙ্গে আমেরিকায় এসেছেন তিনি। ২০০২ সাল থেকে শুরু করে এই নিয়ে টানা সাতবার গ্যালারিতে বসে বিশ্বকাপ দেখার ব্যক্তিগত মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন বিজয়ন।

দেশ ছাড়ার আগে অবশ্য একটু অন্যরকম কথা শুনিয়েছিলেন। আজন্ম আর্জেন্টিনা সমর্থক হলেও বলেছিলেন, 'এবার আমি পর্তুগাল আর ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর হাতে কাপ দেখতে চাই। কারণ এটাই হয়তো ওর শেষ বিশ্বকাপ।' রোনাল্ডো, লিওনেল মেসি, নেইমারদের মতো কিংবদন্তিদের বিদায়বেলার একটা অদ্ভুত বিষাদ ছুঁয়ে ছিল তাঁকে। কিন্তু আটলান্টায় সেমিফাইনালের আবহে সেই পুরোনো প্রেমই আবার জেগে উঠেছে। ম্যাচের আগে দেখা হতেই হাসিমুখে লুঙ্গি আর জার্সির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'আমার সাজগোজ দেখেও বুঝতে পারছেন না? আজ আর্জেন্টিনা ছাড়া আবার কে!'

মেসির এটা ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আর দর্শক হিসেবে বিজয়নের সপ্তম। ম্যাচ শেষে দেখা হতেই উচ্ছ্বসিত তিনি, 'কী বলেছিলাম? এই আর্জেন্টিনাকে রোখার ক্ষমতা কারও নেই। আর মেসির কোনও তুলনাই হয় না।' ইংল্যান্ডের মতো কঠিন দলের বিরুদ্ধেও আর্জেন্টিনার এই দাপটের রহস্য কী? অভিজ্ঞ ফুটবলারের চোখে বিজয়নের নিখুঁত বিশ্লেষণ, 'আসলে এই দলটার বাকিরা মেসির জন্য প্রাণ দিয়ে দিতে পারে। এটা যে মেসির শেষ বিশ্বকাপ হতে পারে, তা ভেবেই ওরা গোল হজম করলে আরও মরিয়া হয়ে ওঠে। তাছাড়া মেসিও এবার অনেক বেশি পরিণত। নিজের শক্তি বাঁচিয়ে রেখে দারুণ বুদ্ধির ছাপ রাখছে খেলায়।'

*বুধবার আটলান্টার রাস্তায় 'মেসিভক্ত' আইএম বিজয়ন।*

# ৬০ বছরের আক্ষেপ বাড়িয়ে কাঠগড়ায় টুচেল

**আটলান্টা, ১৬ জুলাই :** ৫৫ মিনিটে অ্যান্থনি গর্ডন যখন গোলটা করলেন, আটলান্টার স্টেডিয়ামে তখন স্বপ্ন পূরণের হাতছানি। ৬০ বছরের বিশ্বকাপ খরা কাটানোর দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে ইংল্যান্ড! কিন্তু এরপরই টমাস টুচেল যা করলেন, তাতেই কি সর্বনাশ ডেকে আনলেন?

গোলদাতা গর্ডন, ডেকলান রাইস এবং রিসি জেমসকে তুলে নিয়ে টুচেল মাঠে নামালেন তিন ডিফেন্ডার- এজরি কনসা, ড্যান বার্ন এবং নিকো ও'রেইলিকে। ছয়জন ডিফেন্ডার নিয়ে পুরোপুরি নিজেদের খোলসে ঢুকে গেল ইংল্যান্ড। আর সেই সুবর্ণ সুযোগটাই কাজে লাগাল আর্জেন্টিনা। ৮৫ থেকে ৯২ মিনিট- স্রেফ সাত মিনিটের একটা ঝড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল ইংল্যান্ডের বিশ্বজয়ের স্বপ্ন। আর এই হারের পর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রাক্তন ফুটবলার- সবার কাঠগড়ায় এখন টুচেল।

প্রাক্তন ইংরেজ স্ট্রাইকার ওয়েন রুনি রেগে আগুন। তিনি বলেছেন, 'আমরা দারুণ একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েও বুঝতে পারলাম না কী করব! আমরা গুটিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণের সুযোগ করে দিলাম। একবার ওরা যখন গোল পেল, দ্বিতীয়টা আসা অনিবার্য ছিল। আপনি যদি ১-০ এগিয়ে গিয়ে ডিফেন্সে পাঁচ-ছয়জন লোক নামিয়ে লিওনেল মেসি আর আর্জেন্টিনাকে নিজেদের বক্সে ঢোকার আমন্ত্রণ জানান, তাহলে তো বিপদ ডাকছেনই!'

অ্যালান শিয়েরার এবং মাইকেল ওয়েনের গলাতেও এক সুর। ওয়েন তো স্পেনের উদাহরণ টেনে বলেছেন, 'গত রাতে ১-০ এগিয়ে থেকে স্পেনের খেলাটা দেখা উচিত ছিল। ওটাকে বলে সাহস। আমরা আর্জেন্টিনার চেয়ে ভালো দল ছিলাম, কিন্তু শেষে আমাদের হারটাই প্রাপ্য ছিল।'

এমনকি প্রাক্তন জার্মান গোলকিপার অলিভার কানও রীতিমতো তুলোধোনা করেছেন তাঁর স্বদেশীয় কোচকে। তাঁর কথায়, 'ইংল্যান্ড ভয়ের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছিল। গোল করার পর ওরা শুধু ডিফেন্সই করে গেল। আর্জেন্টিনার মতো দলের বিরুদ্ধে এটা সম্ভব নয়। খেলার শেষে তো ইংল্যান্ড প্রায় ১০ জন ডিফেন্ডার নিয়ে খেলছিল! আমাদের টুচেলকে জিজ্ঞেস করা উচিত, ও তখন কী ভাবছিল?'

কিন্তু টুচেল কি সত্যিই এই হারের দায় নিচ্ছেন? মিক্সড জোনে ইংরেজ কোচের মুখে অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুরই শোনা গেল। তাঁর যুক্তি, 'আর্জেন্টিনা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিল। ওরা প্রতিটা হেডে জিতছিল আর বক্সের ভেতর একের পর এক ক্রস ভাসিয়ে দিচ্ছিল। ফাঁকফোকর বোজাতে এবং হাওয়ায় বলের দখল নিতেই আমরা পাঁচ ডিফেন্ডারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমি আগে আক্রমণাত্মক পরিবর্তনও করেছি। আসলে হারলে সমালোচনা হবেই, এটাই খেলার নিয়ম। তবে আমার কোনও আক্ষেপ নেই। আমরা সেরাটাই দিয়েছি, খুব কাছ থেকে ফিরতে হল।'

অধিনায়ক হ্যারি কেন অবশ্য স্বীকার করে নিচ্ছেন যে, শেষ ২০ মিনিট এবং স্টপেজ টাইম শুধু রক্ষণ সামলে কাটানোটা বড্ড দীর্ঘ সময়। ইংল্যান্ড বারবার এই ভুলটা করে। ১৯৯৬ সাল থেকে বড় টুর্নামেন্টের নকআউটে এক গোলে এগিয়ে থেকেও আটবার হারল ইংল্যান্ড!

যে টুচেলকে 'সুপার কোচ' তকমা দিয়ে ইংল্যান্ডে আনা হয়েছিল, সেই তিনিই এখন খলনায়ক। আপাতত শনিবার তৃতীয় স্থানের লড়াইয়ে ফ্রান্সের মুখোমুখি হতে হবে তাঁদের। তবে টুচেল জানিয়ে দিয়েছেন, ২০২৮ সালের ইউরো কাপ পর্যন্ত তিনি ইংল্যান্ডের সঙ্গেই থাকছেন। যদিও এই হারের পর ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম তাঁকে কতদিন স্বস্তিতে থাকতে দেয়, সেটাই এখন দেখার।

*সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়ে মাথায় হাত টমাস টুচেলের।*

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

## শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ শুভ ৩য় জন্মদিন স্নেহের **বেদত্রয়ী ধর**, তোমার হাসি ভরুক আলোয়, তোমার স্বপ্ন ছুঁক নীল আকাশ। অফুরন্ত ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। **–প্রশান্ত কুমার ধর (ঠাকুরদা), তাপতী ধর (ঠাকুমা) বাবা ও মা। মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।**

## প্রয়াত রাজদীপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে গুরুতর চোট পেয়েছিল শিলিগুড়ির খেলোয়াড় রাজদীপ দে সরকার। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমে তার মৃত্যু হয়। দুইদিন আগে বিন্নাগুড়িতে আন্তঃ স্কুল জোনাল অ্যাথলেটিক্সে খেলতে যাচ্ছিল। সেখানে ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে নামার কথা ছিল রাজদীপের। কিন্তু গাড়িতে যাওয়ার পথে ওদলাবাড়ি রেল ওভারব্রিজে আরও একটি গাড়ির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সেইসময়ে গাড়িতেই ছিলেন রাজদীপের বাবা শিলিগুড়ি রেফারি ও আম্পায়ার সংস্থার সচিব রানা দে সরকার। এদিনই তিনি নার্সিংহোম থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন।

রাজদীপের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে বিবেকানন্দ ঘোষ বলেছেন, 'মাস চারেক হল ও আমার কাছে রেলওয়ে ইন্সটিটিউট মাঠে অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন করত। এভাবে ওর চলে যাওয়া যন্ত্রণা দেয়।' রাজদীপের প্রয়াণে তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মান্তু ঘোষ ও সুব্রত রায়ের সংযোজন, 'দশম শ্রেণি পর্যন্ত রাজদীপ আমাদের কাছে টেবিল টেনিস শিখত। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ওর এই প্রয়াণ আমাদের কাছে বেদনার।' শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী ও বিধায়ক শংকর ঘোষ, প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব, প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড রিহ্যাব সোসাইটির সভাপতি অমিত সরকার প্রমুখ।

# রুটের দাপটে সমতায় ইংল্যান্ড

**ভারত-২৩৩ (৪৪ ওভারে)**
**ইংল্যান্ড-২৩৫/৬ (৪৪.১ ওভারে)**

**কার্ডিফ, ১৬ জুলাই :** বিধ্বস্ত। রীতিমতো আক্রান্তও।

গতরাতে আর্জেন্টিনার কাছে বিশ্বকাপ ফুটবলের সেমিফাইনালে হারের ধাক্কায় মুহ্যমান ইংল্যান্ড। হারের যন্ত্রণা ও শোক কাটতে সময় লাগবে নিশ্চিতভাবেই। কারণ, 'ইটস কামিং হোম'-এর জন্য ফের চার বছরের অপেক্ষার শুরুটাও হয়ে গিয়েছে ইংরেজদের।

হ্যারি কেনদের ব্যর্থতার রেশ অবশ্য পড়েনি হ্যারি ব্রুকের সংসারে। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ওডিআইয়ে ভারতকে ৪ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজে সমতা ফেরাল ইংল্যান্ড। নেপথ্যে জো রুট (অপরাজিত ৯৯)। লর্ডসে রবিবার সিরিজের নির্ণায়ক ম্যাচ।

রানতাড়ায় নেমে শুরুতে অবশ্য অস্বস্তিতে ছিল ইংল্যান্ড। ইনিংসের প্রথম বলেই বেন ডাকেটকে (০) তুলে নেন জসপ্রীত বুমরাহ (৪৫/১)। জ্যাকব বেথেলকে (৪) ফেরান প্রসিধ কৃষ্ণা। এরপর বেশিক্ষণ টেকেননি অধিনায়ক ব্রুকও (১৬)। সেখান থেকেই স্যাম কুরানকে (২৬) নিয়ে প্রতিরোধ গড়েন রুট। ধৈর্যশীল ব্যাটিংয়ের সঙ্গে গ্রাউন্ড শটে প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক ভারতের কাঁটা হয়ে দাঁড়ান। উলটোদিক থেকে ক্যামিও ইনিংসে তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন উইল জ্যাকস (৩০), গাস অ্যাটকিনসন (অপরাজিত ২৩)। শুভমান গিল মরিয়া হয়ে বুমরাহ, কৃষ্ণা, গুরনুর ব্রারদের ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ব্যবহার করেও রুটকে থামাতে পারেননি। ইংল্যান্ড ৪৪.১ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩৫ রান তুলে নেয়।

সোফিয়া গার্ডেনের বাইশ গজে বরাবরই ব্যাটাররা বড় রান পেয়ে থাকেন। টসে জিতে ইংল্যান্ড অধিনায়ক ব্রুক যখন শুভমানদের ব্যাটিং করতে পাঠালেন, তখন সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা ভারত কত রান করতে পারে, আলোচনা শুরু হয়েছিল। দুই ওপেনার শুভমান (৩১) ও রোহিত শর্মার (২৬) ইনিংস শুরুর পরও প্রবলভাবেই ছিল সেই আলোচনা। শুরুটাও ভালো হয়েছিল অসুস্থ লোকেশ রাহুলকে ছাড়াই খেলতে নামা টিম ইন্ডিয়ার। যদিও মিডল ও লোয়ার অর্ডারের ব্যর্থতায় ভালো শুরুর পরও ৪৪ ওভারে ২৩৩ রানে অল আউট হয় টিম ইন্ডিয়া। শেষদিকে শ্রেয়স আইয়ার (৬৬) একা দলকে বড় রানের পথে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করলেও সেটা যথেষ্ট হয়নি।

বার্মিংহামের মাঠে যেখানে শেষ করেছিলেন, সেখান থেকেই শুরুটা করেছিলেন অধিনায়ক শুভমান। যদিও অতিরিক্ত আগ্রাসন দেখাতে গিয়ে ভারত অধিনায়ককে ফিরতে হয়। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক হিটম্যান এখনও ছন্দে নেই। ইংলিশ কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে হয়তো তাঁর একটু সময় লাগছে। তবে প্রথম ম্যাচের তুলনায় আজ রোহিতকে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী দেখিয়েছে বাইশ গজে। তার মধ্যেই নয়া নজিরও গড়ে ফেলেছেন রোহিত। শচীন তেন্ডুলকার ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর তিন নম্বর ভারতীয় হিসেবে বিদেশের মাটিতে ওডিআইয়ে পাঁচ হাজার রানের নজির গড়েছেন হিটম্যান।

তিন নম্বরে নেমে বিরাট কোহলি (৬৫) দলের ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দারুণ ব্যাটিংও করছিলেন। সোফিয়া গার্ডেনের মাঠে অতীতে শতরানের নজিরও রয়েছে কোহলির। হয়তো তাঁর স্মৃতিতে এখনও তাজা সেই শতরান। জোফ্রা আর্চার (৪৭/৩), অ্যাটকিনসন (৫০/৩), সাকিব মাহমুদ (৫২/২), স্যামদের (২৩/১) বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময় কোহলিকে অতীতের চেনা ছন্দে পাওয়া গিয়েছে আজ। যদিও আর্চারের ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারি আড়া খেলতে গিয়ে ফিরতে হল বিরাটকে। প্রথম একদিনের ম্যাচের দুই নায়ক অক্ষর প্যাটেল (১) ও ওয়াশিংটন সুন্দররা (২) আজ রান পাননি। ভালো শুরুর পরও নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকা দলকে ভরসা দিলেন টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়স। গুরনুরকে সঙ্গে নিয়ে দলের বড় রানের মঞ্চ তৈরির কাজ করছিলেন তিনি।

আর্চারের সামনে ভারতীয় ব্যাটাররা কখনোই খুব একটা স্বস্তিতে ছিলেন না। অক্ষর ও শিবম দুবেকে (০) পরপর ফিরিয়ে প্রায় হ্যাটট্রিকও করে ফেলেছিলেন আর্চার। শেষ পর্যন্ত হ্যাটট্রিক হয়নি। কিন্তু ভারতীয় ব্যাটিংকে ধাক্কা দেওয়ার কাজটা সফলভাবে করেছেন তিনি। শেষদিকে বুমরাহর (১৩ বলে অপরাজিত ২০) লড়াইটুকু না থাকলে ভারতীয় ইনিংস আরও আগে থেমে যেত।

*অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি (বাঁয়ে) ও শ্রেয়স আইয়ার। কার্ডিফে।*

## হিটম্যানের নয়া নজির

## ফাইনালে রায় সেন্টার, তরাই মর্নিং

**নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ জুলাই :** উইনার্স ফুটবল কোচিং সেন্টারের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে দুই বিভাগের ফাইনাল রবিবার হবে। বৃহস্পতিবার সন্তোষকুমার সরকার, বিনয়ভূষণ দাস ও অরুণবরণ চট্টোপাধ্যায় ট্রফি অনূর্ধ্ব-১২ বিভাগে ফাইনালে উঠল রায় ফুটবল কোচিং সেন্টার। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রায় টাইব্রেকারে ২-১ গোলে উইনার্স ক্লাবকে হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ ১-১ ছিল। রায়ের বিকাশ ওরাওঁ ও উইনার্সের রৌনক ভৌমিক গোল করে। ম্যাচের সেরা রায়ের দীপঙ্কর বর্মন।

অন্যদিকে, রেবতী রমন মিত্র, কালীকৃষ্ণ রায় ও বিশ্বনাথ নন্দী ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে ফাইনালে উঠেছে তরাই মর্নিং ফুটবল কোচিং সেন্টার। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা ৪-১ গোলে পুরনিগমের ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ম্যাচের সেরা সুপেন বর্মন হ্যাটট্রিক করে। তরাইয়ের অন্য গোলটি রাঘব মাহাতোর। পুরনিগমের গোলটি করেন প্রান্তিক রায়।

*ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দীপঙ্কর বর্মন (বাঁয়ে) ও সুপেন বর্মন।*

*ভাগ্যের সাহায্য পেয়েও ২৬ রানে থামেন রোহিত শর্মা।*

## রবিবারই কি শেষ ম্যাচ রোহিতের?

**অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়**

**কলকাতা, ১৬ জুলাই :** 'রোকো'-র ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের আসরে দুজনই টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় রয়েছেন বলে দিন কয়েক আগে জানিয়েছিলেন অধিনায়ক শুভমান গিল। যদিও আকস্মিক পটপরিবর্তন ঘটেছে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, রবিবার লর্ডসে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হতে পারে রোহিত শর্মার। হিটম্যান নিজে কোনও ইঙ্গিত এখনও দেননি। কিন্তু সূত্রের খবর, একেবারেই রানের মধ্যে না থাকা রোহিত আন্তর্জাতিক অবসরের সিদ্ধান্ত প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন। হয়তো রবিবার ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ ম্যাচের পর রোহিত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারেন। কিন্তু কেন আচমকা এমন সিদ্ধান্ত? সূত্রের মতে, কোচ গৌতম গম্ভীর ও নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সঙ্গে নানা বিষয়ে মতের অমিলের কারণেই হয়তো হিটম্যান আন্তর্জাতিক অবসরের কথা ভাবছেন। রাতের দিকের খবর, বৃহস্পতিবারও বড় রান না পাওয়া রোহিত হয়তো ম্যাচ শেষে সতীর্থদের নিজের ভাবনার কথা জানাতে পারেন।

## কলকাতা লিগের সূচি বিভ্রাটে বিতর্ক

# মেহতাবের চালে আটকাল বাগান

**মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (সন্দীপ)**
**খিদিরপুর এফসি-১ (তুহিন)**

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই :** এক গোলে এগিয়ে গিয়েও জয় হাতছাড়া। খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাবের বজ্রআটুনিতে আটকা পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাচের ফল ১-১।

পাঠচক্রকে চার গোলে উড়িয়ে কলকাতা লিগে যাত্রা শুরু করেছিল সবুজ-মেরুন। দ্বিতীয় ম্যাচে মেহতাব হোসেনের খিদিরপুরের কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তেই দলের কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে এল। প্রথম ম্যাচে জয়ের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এদিন তাঁকে আটকাতে জোড়া ফুটবলার ব্যবহারই কোচ মেহতাবের মাস্টারস্ট্রোক। তারমধ্যেও বেশ কয়েকবার বেরিয়ে এলেন সায়ন। কিন্তু সুহেল আহমেদ বাট যেভাবে একের পর এক সুযোগ নষ্ট করলেন তারপর তিন পয়েন্টের আশা না রাখাই ভালো।

এদিন ২৭ মিনিটে কিয়ান নাসিরির পাস থেকে গোলে করে সবুজ-মেরুনকে এগিয়ে দেন সন্দীপ মালিক। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই গোল হজম। খিদিরপুরের হয়ে গোল শোধ তুহিন শিকদারের। অবশ্য ওই গোল নিয়ে অফসাইড বিতর্ক থেকেই যাচ্ছে। এদিকে, কলকাতা লিগের সূচি নিয়েও নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী মোহনবাগানের তৃতীয় ম্যাচ ছিল ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে। তা পালটে তাদের কালীঘাট এমএসের বিরুদ্ধে চতুর্থ রাউন্ডের ম্যাচ আগে খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএফএ। তার প্রতিবাদ জানিয়ে ওই ম্যাচে দল না নামানোর প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েছে বাগান ম্যানেজমেন্ট।

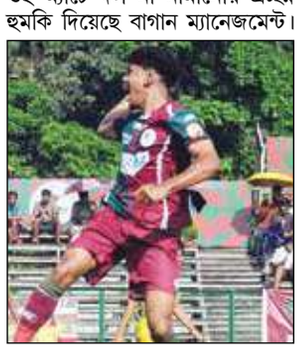

*গোল করে সন্দীপ মালিক।-ডি মণ্ডল*

আগেই ডুরান্ড কাপের জন্য ২১ থেকে ২৭ জুলাই পর্যন্তও কলকাতা লিগে ম্যাচ না রাখার আবেদন জানিয়েছিল সবুজ-মেরুন। পালটা আইএফএ-ও চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সূচি বদল করা হয়েছে। মোহনবাগানের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছে বঙ্গ ফুটবল নিয়ামক সংস্থা।

## কাউন্টিতে স্টোকস

**লন্ডন, ১৬ জুলাই :** মাত্র এক সপ্তাহ আগে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন তিনি। বেন স্টোকসের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তে অবাক হয়েছিল ক্রিকেটমহল। অবশ্য লম্বা সময় ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে পারলেন না। বিলেতের ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন স্টোকস। জানা গিয়েছে, কাউন্টি দল ডারহামের হয়ে মরশুমের বাকি ম্যাচে খেলবেন স্টোকস। ডারহামের সঙ্গে স্টোকসের সম্পর্ক নতুন নয়। ২০০৯ সাল থেকেই ডারহামের হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন স্টোকস।

স্মরণে

৺মিঠু চ্যাটার্জী
মৃত্যু - 17/07/25
'মা' তুমি হয়তো আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু প্রতিটি মুহূর্তে তোমার শূন্যতা ও আত্মত্যাগ অনুভব করি। প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকীতে তোমার বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করি। ওপারে ভালো থেকো 'মা'।
বিকাশ (স্বামী), সৌমিক (পুত্র), শ্রীতমা (পুত্রবধূ), হৃদান (নাতি)